বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত-প্রসার গ্রন্থমালা—৪

প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্

মূল ও বঙ্গানুবাদ বিবৃতিসমেত

রাজানক ক্ষেমরাজ

বিরচিত



বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

বর্ধমান

১৯৬৬

পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রী মহিমারঞ্জন
ভট্টাচার্য্যের করকমলে
শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী
২।৭।৬৬

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত-প্রসার গ্রন্থমালা—৪

প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্

মূল ও বঙ্গানুবাদ বিবৃতিসমেত

রাজানক ক্ষেমরাজ
বিরচিত

ভূ মি কা :
মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

স ম্পা দ না :
শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

অ নু বা দ ক :
শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকুল্যে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ

প্রকাশক :
মৃত্যুলকান্তি সেন
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান

প্রথম প্রকাশ
রথযাত্রা ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

মূল্য : দুই টাকা

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

নিবেদন

আমাদের 'সংস্কৃত-প্রসার-গ্রন্থমালা'য় ইতিমধ্যে বেদ, উপনিষদ্‌, ও পুরাণবিষয়ক তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে। আমাদের দেশে সুপ্রাচীন কাল হ'তে এইগুলিকে অবলম্বন ক'রে গড়ে উঠেছে নানা আস্তিক্যবাদমূলক দর্শন— সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, বেদান্তাদি। প্রত্যেক দর্শনেরই মূল লক্ষ্য মননশীল মানুষের সামনে পথ চলার একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী খুলে দেওয়া বা তুলে ধরা বেদাদি শাস্ত্র অবলম্বনে। জীবনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; এখানে পদে পদে আসে দুঃখের অভিঘাত এবং সেই দুঃখাভিঘাত হ'তেই জাগে জিজ্ঞাসা, দুঃখত্রাণের উপায় সম্বন্ধে আকুল অনুসন্ধান। সেই অনুসন্ধানের ফলই নানা দর্শনপ্রস্থান। তা'দের মধ্যে আবার পরস্পর বিরোধ আছে এবং তা' স্বাভাবিকই কারণ মানবমন বিচিত্র ও বহুমুখী। একজনের মনের দর্পণে বস্তু বা তত্ত্ব যেভাবে প্রতিফলিত হয় অপরের মনে সেভাবে হয় না। একমাত্র মনের উপরে উঠতে পারলে তত্ত্বকে স্বরূপতঃ উপলব্ধি করা সম্ভব এবং তখন শৈলশিখরে উঠলে যেমন ভূমির বিভিন্ন স্তরগুলি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য এবং নির্দিষ্ট করা যায় তেমনি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদগুলিকেও তত্ত্বাধিগমের সুবিন্যস্ত ক্রমিক পর্বরূপে অনুভব করা যায়। এই মহাসমন্বয়ী দৃষ্টি আমাদের দেশে মাত্র একটি দর্শনশাস্ত্রেই প্রকাশ পেয়েছে, তা' হ'ল কাশ্মীরীয় শৈব দর্শন বা ত্রিক দর্শন। (দ্রষ্টব্য: সূত্র ৮—তদ্‌ভূমিকাঃ সর্বদর্শনস্থিতয়ঃ)।

দুর্ভাগ্যের কথা, আমাদের নানা দর্শনশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও এবং ন্যায়-বেদান্তাদি দর্শনের পঠন-পাঠন বা অনুশীলন আজও বাংলাদেশে অব্যাহত থাকলেও আমরা এই অপরূপ দর্শন শাস্ত্রটির দিকে কোন দৃষ্টিই দিইনি। হয়তো 'তর্কেষু কর্কশধিয়ঃ' হবার উদগ্র আগ্রহে আমরা বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ শান দিয়েছি, নিপুণ যুক্তিজাল রচনা ক'রে স্বমতস্থাপন ও পরমত-প্রত্যাখ্যানের উল্লাসে মেতেছি কিন্তু শান্ত অখণ্ড ধ্যানদৃষ্টি দিয়ে তত্ত্বকে উপলব্ধির প্রয়াস করিনি বলেই এই দর্শনশাস্ত্রকে আমরা অবহেলা ক'রে এসেছি এতদিন। অথচ বাংলাদেশের সাধনা ও সংস্কৃতি সব কিছুই মূলতঃ

তান্ত্রিক। আমাদের নানা আচার-অনুষ্ঠান, পাল-পার্বণ, দোল-দুর্গোৎসব সবই নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে এসেছে তন্ত্রের দ্বারা, আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, সহজিয়া, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের জীবন-দর্শন সব কিছুই উৎসারিত হ'য়েছে এই তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে। সুতরাং এই দর্শনের পরিচয় নেওয়া প্রত্যেক বাঙালীর জাতীয় কর্তব্য। বর্ধমান অঞ্চলের এ বিষয়ে আরও বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে কারণ একদা এই রাঢ়ভূমেই তান্ত্রিক সাধনার সর্বাধিক প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল এবং আজও তা'র কিছু অবশেষ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।

পরম সৌভাগ্যের কথা আমাদের এই তান্ত্রিক দর্শনের প্রতি দীর্ঘ অবহেলার কলঙ্ক মোচন করেছেন এ-যুগে একজন অসাধারণ বাঙালী মনীষী, কাশীপ্রবাসী যাঁকে 'সচল বিশ্বনাথ'রূপে সমগ্র ভারতবর্ষ চেনে ও জানে এবং যাঁর হিমালয়কল্প জ্ঞানগরিমার প্রতি শ্রদ্ধায় আনত হয়। আমার সেই পরম পূজনীয় আচার্যদেব মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় নিখিল শাস্ত্রে নিষ্ণাত হ'লেও আগমেই বা তন্ত্রেই তাঁর বিশেষ পক্ষপাত এবং আগমরহস্যবিদ্রূপেই তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধি, কারণ এর মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন জীবনের চরিতার্থতা। বাহ্য জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে গভীর আন্তর সাধনের মণি-কাঞ্চন যোগ ঘটায় তাঁর অন্তরে 'ক্লেশতিমিরবিনাশো যোগপ্রদীপ'টি ভাস্বর হ'য়ে জ্বলে উঠেছে এবং তা'রই আলোকে নিখিল সৃষ্টির রহস্য যেন উদ্ঘাটিত হ'য়ে গিয়েছে তাঁর কাছে। তাঁর চরণপ্রান্তে বসে আগম-রহস্য-ব্যাখ্যা শোনার সৌভাগ্য যাঁর হ'য়েছে তিনিই উপলব্ধি করেছেন যে তাঁর প্রত্যেকটি কথা সাক্ষাৎ অনুভূতি-প্রসূত। প্রাচীন বিদ্যার অনুশীলনে তরুণের মত উৎসাহী আমার অগ্রজকল্প ডাক্তার শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী মহাশয় তাঁর কাছে বসে আগমশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থপাঠের দুর্লভ সুযোগ পেয়েছেন এবং অশেষ তৎপরতা ও বহু পরিশ্রম সহকারে 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্' নামে শৈবাগমের এই অমূল্য স্বল্পায়তন গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন। ইংরাজি অনুবাদসহ গ্রন্থটির কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশিত হ'লেও বাংলা ভাষায় দুর্ভাগ্যক্রমে এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। পূজনীয় আচার্য-দেবের উৎসাহ ও প্রেরণায় ডাক্তার অধিকারী বাংলা ভাষায় এটি অনুবাদ ক'রে, পাদটীকাতে পারিভাষিক শব্দগুলির তাৎপর্য সুগম ক'রে এবং আমাদের

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এটি প্রকাশ করবার সুযোগ দিয়ে সকলকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ করি আর এক শ্রুতকীর্তি বাঙালী মনীষী পরলোকগত জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে, যিনি প্রথম কাশ্মীরীয় শৈব দর্শনের মূল গ্রন্থগুলি বিদ্বৎ সমাজে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ইংরাজিতে রচিত Kashmir Shaivism আজও এবিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্যগ্রন্থ কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা'ও আজ দুষ্প্রাপ্য।

পূজনীয় আচার্যদেব এই গ্রন্থের প্রাক্-কথন লিখে দিয়ে আমাদের গৌরবান্বিত করেছেন এবং তা'র মধ্যেই সংক্ষেপে প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের মূল তত্ত্বগুলি আমাদের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরেছেন। এই দর্শনের বিস্তৃত আলোচনা আমরা ভবিষ্যতে প্রকাশ করতে পারব আশা রাখি। এখানে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে অখণ্ড অদ্বয়বাদই এই দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য— 'ন সাঽবস্থা ন যঃ শিবঃ' এই আশ্চর্য ঘোষণার মধ্যে নিহিত রয়েছে এর পূর্ণাঙ্গত্ব। সুতরাং 'শিবৈকরূপত্বেন, পঞ্চত্রিংশৎতত্ত্বময়ত্বেন, প্রমাতৃসপ্তকভাবত্বেন, শিবাদিশক্তিপঞ্চকাত্মত্বেন চ অয়ং প্রত্যভিজ্ঞায়মানো মুক্তিদঃ' (পৃ. ১৪) অর্থাৎ এক শিবরূপে, পঞ্চত্রিংশৎতত্ত্বরূপে, সপ্তপ্রমাতারূপে, শিবাদিপঞ্চশক্তি (চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া) রূপে সৃষ্টির সর্বস্তরে, সর্বত্র সেই অখণ্ড শিবস্বরূপকে চিন্‌তে পারলে তবেই মুক্তি। স্বরূপের অখণ্ডতা কোথাও ব্যাহত হয় নি—এরকম দুঃসাহসিক ঘোষণা আর কোনো দর্শনশাস্ত্রে শোনা গিয়েছে কিনা জানি না। শাঙ্কর বেদান্তে এই অখণ্ডতা বা অদ্বৈতভাবের ওপর সর্বাধিক জোর দেওয়া হ'য়েছে বটে কিন্তু সেখানেও মায়া বা অবিদ্যা নামক এক অনির্বচনীয় তত্ত্বের আশ্রয় নিতে হ'য়েছে আপাতঃ প্রতীয়মান খণ্ডতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য। কিন্তু এখানে এই খণ্ডতা বা অণুত্ব সেই শিবস্বরূপেরই স্বেচ্ছাগৃহীত সংকোচ। নিজের ওপর নিজে এই নিগ্রহ ক'রে তিনি 'পশু' সাজেন আবার নিজেই নিজের ওপর অনুগ্রহ ক'রে ফিরে পা'ন আপন 'পশুপতি' রূপ। এই স্বেচ্ছা বা স্বাতন্ত্র্যশক্তিই বিশ্বের রহস্যকুঞ্চিকা। এই চাবিকাঠিটি দিয়েই শৈবাগমে সৃষ্টিরহস্য উদ্‌ঘাটিত হ'য়েছে এবং পরিপূর্ণ

অদ্বয়ত্বও সুরক্ষিত হ'য়েছে। যিনি এই স্বাতন্ত্র্যশক্তির মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন তাঁর দৃষ্টিতে 'শিবাদিধরণ্যন্তম্ অখিলম্ অভেদেনৈব স্ফুরতি, ন তু বস্তুতঃ অন্যৎ কিঞ্চিৎ গ্রাহ্যং গ্রাহকং বা; অপি তু শ্রীপরমশিবভট্টারক এব ইত্থং নানাবৈচিত্র্যসহস্রৈঃ স্ফুরতি' (পৃ: ৭) অর্থাৎ শিব থেকে পৃথিবী পর্যন্ত নিখিল তত্ত্বই অভেদে স্ফুরিত হয়, গ্রাহ্য-গ্রাহকের ভেদ থাকে না, উপলব্ধি হয় এক পরম শিবই অনন্ত বৈচিত্র্যে প্রকাশমান। তাই বিবিধ বিকল্পের বিস্তার সত্ত্বেও তাঁর মহেশতা অর্থাৎ প্রভুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ বিশ্বাত্মা তিনি জানেন এ সবই তাঁরই বিভব বা ঐশ্বর্য—

সর্বো মমায়ং বিভব ইত্যেবং পরিজানতঃ।
বিশ্বাত্মনো বিকল্পানাং প্রসরেঽপি মহেশতা॥ (পৃ. ২৪)

তখন তাঁর দৃষ্টিতে নিখিল জগৎই তাঁর ক্রীড়া বা খেলা, তাই তিনি সতত যুক্ত ও জীবন্মুক্ত—

ইতি বা যস্য সংবিত্তিঃ ক্রীড়াত্বেনাখিলং জগৎ।
সংপশ্যন্ সততং যুক্তো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥ (পৃ. ৩৪)

পূজনীয় আচার্যদেবের প্রাক্ কথনকে অবলম্বন ক'রে এই গ্রন্থে উদ্ঘাটিত অপরূপ অখণ্ড অদ্বয়বাদের সামান্য উপলব্ধিও করতে পারলে আমরা ধন্য হ'ব —এই আশাতেই এই গ্রন্থপ্রকাশ। শৈবাগমের অন্যান্য বিশিষ্ট গ্রন্থও আমাদের এইভাবে প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল।

প্রেসের জন্য এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে আমাদের সংস্কৃত বিভাগে নিযুক্ত ক্যালিগ্রাফিষ্ট, শ্রীগোপালচন্দ্র তর্কতীর্থ বিশেষ সহায়তা করেছেন, তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। নাভানা প্রেসের শ্রীগোপালচন্দ্র রায় মহাশয় ও ঐ প্রেসের বাংলা প্রকাশন-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শ্রীশ্যামল ঘোষ মহাশয়কেও অশেষ ধন্যবাদ জানাই নিখুঁতভাবে ছাপানোর আন্তরিক প্রয়াসের জন্য।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
বর্ধমান
রথযাত্রা ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

প্রাক্ কথন

প্রাচীন শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ের গ্রন্থাবলী বহুদিন হইতেই প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট ছিল, তাহার কিয়দংশ কাশ্মীর ও দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত থাকিলেও, সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। কিন্তু হিন্দু সংস্কৃতির তত্ত্ব ও সাধনার ইতিহাসে এই সকল গ্রন্থের অবদান অতুলনীয়। প্রাচীন চিন্তাধারায় ভাগবত ধর্মের যেমন একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, শৈব ও শাক্ত আগমের স্থানও প্রায় তদ্রূপই ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইহা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়, ধীরে ধীরে ঐ সকল লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া জিজ্ঞাসু ও সাধকবর্গের আনন্দবর্ধন করিতেছে। সম্প্রতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ কাশ্মীরীয় ত্রিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়' নামক একখানি গ্রন্থ, বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী সহিত, প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আশা করি এই রকম অন্যান্য গ্রন্থও ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইবে।

'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়'—প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের ভূমিকাস্বরূপ একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা কাশ্মীরের মহামাহেশ্বরাচার্য অভিনব গুপ্তের প্রিয় শিষ্য ক্ষেমরাজ। সুতরাং গ্রন্থটি যে অতি প্রামাণিক তৎ সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ হইতে পারে না। 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়' সূত্রাকারে নিবদ্ধ। প্রাচীনকালে ইহা বহুস্থানে 'শক্তিসূত্র' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 'ব্রহ্মসূত্র' ও 'শিবসূত্রে'র ন্যায় শক্তিসূত্রও যে এক সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থটি প্রাচীন শক্তিসূত্রবিষয়ক সাহিত্যের অন্তর্গত। মহর্ষি অগস্ত্যের শক্তিসূত্র এক সময়ে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহা প্রকাশিত হইলেও এখন দুষ্প্রাপ্য, তবে তাহার হস্তলিখিত পুস্তক এখনও পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত শাক্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কৌলদিগেরও সূত্রগ্রন্থ ছিল। এই কৌলসূত্র দুর্বাসার সম্প্রদায়ের অনুগত।

বলা বাহুল্য, এই শক্তিসূত্র বা কৌলসূত্র ব্যতীত শাক্তদর্শনের অন্য গ্রন্থও পরম্পরাক্রমে প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে মহার্থ অথবা মহানয় সম্প্রদায়ের কথা মনে পড়ে। মহেশ্বরানন্দ বিরচিত 'মহার্থমঞ্জরী' একখানি অপূর্ব গ্রন্থ।

এতদ্ব্যতীত পুণ্যানন্দ, অমৃতানন্দ প্রভৃতিরও উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে। সে সকলই শাক্ত সম্প্রদায়ের ধারার অন্তর্গত। এই সকল ধারার মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ থাকিলেও কোনও কোনও অংশে বৈষম্যও লক্ষিত হয়। 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়' ত্রিক অথবা প্রত্যভিজ্ঞা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। উৎপলাচার্যের 'ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা-কারিকা' এবং তদুপরি শ্রীমদ্ অভিনব গুপ্তের 'প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিনী' প্রত্যভিজ্ঞা-দর্শনের মধ্যে অতি উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়া বিদ্বৎসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সংবিৎক্রম, চর্যাক্রম প্রভৃতি বিভিন্ন দিক্ হইতে এই সাধনপদ্ধতির আলোচনা হইয়াছে। 'প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ে' অতি সংক্ষিপ্ত ভাষায় সকলদিকেরই আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্বৈত শৈবদর্শন ও অদ্বৈত শাক্তদর্শন প্রায় একই ভূমির উপরে প্রতিষ্ঠিত। উপাসনার দিক্ হইতে উভয়ে কিঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিলেও সাধারণ দৃষ্টিকোণ উভয়েরই প্রায় এক। এই মতের বৈশিষ্ট্য এই যে ইহা সৃষ্টির মূল উপাদান-সত্তাকে চিদাত্মিকা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সাংখ্যমতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি অচিৎস্বরূপ। বেদান্তমতেও অনির্বচনীয় মায়াশক্তিও অচিৎস্বরূপ। এই পরাশক্তি পরম শিব হইতে অভিন্ন এবং সংকোচ-প্রসরণশীল। ইহার প্রসরণ হইতেই শুদ্ধ ও অশুদ্ধ সমগ্র জগৎ আবির্ভূত হয় এবং অবস্থান করে। প্রসরণের নিবৃত্তি অথবা সংকোচ হইলেই সমগ্র বিশ্বের উপসংহার হইয়া থাকে। সৃষ্টির মূলে এই মহাশক্তির স্বাতন্ত্র্যরূপ ক্রীড়া বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মহাশক্তি স্বেচ্ছায় এবং স্বীয় ভিত্তিতে সমগ্র বিশ্ব প্রস্ফুটিত করেন। এই যে বিশ্বের উন্মীলন, তাহা পরম শিবের সহিত অভিন্নরূপে স্থিত বিশ্বের প্রাকট্য অথবা ভিন্নবৎ প্রতিভাসমাত্র। প্রতি জীবই স্বরূপতঃ শিবরূপী; শুধু শিবরূপী নহে, চিৎশক্তিসম্পন্ন শিবস্বরূপ। কিন্তু জীব অথবা পশু আত্মার স্বেচ্ছাকৃত সংকোচের অধীন বলিয়া নিজের প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পারেনা। প্রত্যভিজ্ঞা দ্বারা সুপ্ত শক্তির উন্মীলন হইলে এই পরিচয় ফুটিয়া উঠে। আত্মাই যে সাক্ষাৎ মহেশ্বর, তাহা তখন বুঝিতে পারা যায়।

পরমেশ্বরের অনুগ্রহে জীবহৃদয়ে শুদ্ধবিদ্যার উন্মেষ হইলে এই আত্মপরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে। পরমশিব বা পূর্ণ আত্মস্বরূপ পূর্ণ অহন্তাময়। এই অহংভাবই

পরাশক্তির স্বরূপ এবং স্বাতন্ত্র্যময়। শক্তিপাতের প্রভাবে এবং সদ্‌গুরুর কৃপায় শুদ্ধবিদ্যার উদয় হইলে এই অহন্তার বিকাশ হইতে থাকে। তখন 'ইদং'রূপে পরিগৃহীত পদার্থকেও 'অহং'রূপে গ্রহণ করা যায়। অহন্তার পূর্ণ বিকাশ হইলে ইদন্তা থাকে না, একমাত্র পূর্ণ 'অহং'ই নিত্য বিরাজ করে।

আচার্যগণ বলেন, আত্মা শিবাবস্থা হইতে জীবাবস্থাতে অবতীর্ণ হইলেও শিবভাবের উপযোগী কিছু কিছু চিহ্ন তাহাতে অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। তিরোভাব, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার ও অনুগ্রহ—এই পঞ্চকৃত্য শিবভাবের পরিচায়ক। জীবভাবে অবতরণ হইলেও আত্মার এই পঞ্চকৃত্যকারিত্ব লুপ্ত হয় না। কিন্তু জীব ইহা বুঝিতে পারে না। আত্মার সকল শক্তিই জীবাবস্থাতে থাকিলেও জীব নিজ শক্তিকে চিনিতে পারে না বলিয়াই ঐ সকল শক্তি দ্বারা অভিভূত হয় এবং সংসারীরূপে নানাপ্রকার দুর্ভোগ ভুগিয়া থাকে। কিন্তু গুরুকৃপায় যখন শুদ্ধবিদ্যার উদয় হয় তখন ধীরে ধীরে স্বভাবসিদ্ধ অহন্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে থাকে এবং সকল শক্তিই নিজ শক্তি বলিয়াই গৃহীত হয়। তখন ঐ সকল শক্তি শিবভাবাপন্ন আত্মাকে সর্বপ্রকারে সেবা করিয়া থাকে। পাশবদ্ধ জীব খেচরী চক্র, গোচরী চক্র, দিক্‌চরী চক্র ও ভূচরী চক্রের দ্বারা আবদ্ধ থাকে। কিন্তু পাশমুক্ত শিবরূপী আত্মা নিরন্তর খেচরী, গোচরী, দিক্‌চরী ও ভূচরী—এই চতুর্বিধ শক্তি দ্বারা পরিবৃত থাকে। সমগ্র বিশ্ব তখন 'ইদং'রূপে প্রতিভাসমান না হইয়া 'অহং'রূপে ভাসিত হইতে থাকে। ইহাই চিদগ্নিতে বিশ্বের হোম। এই অবস্থায় অচিৎরূপী বিশ্বসত্তার অস্তিত্ব থাকে না। তাহাই 'বিশ্বগ্রাস'। সে-অবস্থার পরিণতিস্বরূপ 'সমাবেশ' বা সমাধির উদয় হয় এবং দৃঢ়ভাবে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইলে জীবন্মুক্তি আপনিই ফুটিয়া উঠে। এই অবস্থায় সর্বপ্রকার বিকল্পের উপশম হয় এবং নির্বিকল্প পরমশিবভাব ফুটিয়া উঠে। যতক্ষণ সংবিতের অথবা মধ্যনাড়ীর বিকাশ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থার উদয় হইতে পারে না। 'আণবে'র পরে 'শাক্ত' ও 'শাম্ভব' উপায় অবলম্বন করিয়া মধ্যবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে হয়। শাক্ত আচার্যগণ বলেন, শুধু সমাধির উদয় হইলেই চরম সিদ্ধির প্রাপ্তি হইল বলা চলে না। নিত্যোদিত সমাধির একান্ত আবশ্যক। ব্যুত্থান ও সমাধি উভয়ের ভেদ কাটিয়া গেলে উভয়ের

পরস্পর অনুপ্রবেশে একটি অখণ্ড সমাধির অবস্থা জাগিয়া উঠে। তখন 'চক্রেশ্বর' অবস্থার প্রাপ্তি ঘটে। ইহা অতি উচ্চাবস্থার সিদ্ধি।

বেদান্তমতে জীবন্মুক্তের দৃষ্টিতে জগৎ বাধিত হইয়াও অনুবৃত্ত। কিন্তু আগমমতে জীবন্মুক্তের দৃষ্টিতে জগৎ নিজশক্তির স্ফুরণরূপে প্রকাশিত হয়। বেদান্তমতে জীবন্মুক্তের প্রারব্ধ কর্ম অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু আগমে তাহা অপেক্ষাও উচ্চতর অবস্থা স্বীকৃত হয়। শক্তিপাতের তীব্রতার তারতম্য অনুসারে জীবন্মুক্তের স্থিতিগত বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়।

ভূমিকার কলেবর বৃদ্ধি করিয়া এই প্রসঙ্গে অধিক বর্ণনা অনাবশ্যক। যাঁহারা অদ্বৈত শৈব ও শাক্ত আগম অনুশীলন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে বিশেষ উপকার লাভ করিবেন। অনুবাদকর্তা অশেষ পরিশ্রম সহকারে এই অভিনব দর্শনের সার সংকলন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আশাকরি সুধীসমাজে এই গ্রন্থের সমুচিত সমাদর হইবে।

২।এ সিগরা
বারাণসী
নববর্ষ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

Brahmachari Pandit Mahima Ranjan Deva Sharma

প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্

কাশ্মীরশৈবদর্শনে কয়েকটি বিভাগ দৃষ্ট হয়; যদিও সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নাই; সবগুলিতে চিন্তাধারা প্রায়শঃ একরূপ। এতাবৎ যতগুলি পাণ্ডুলিপি উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে (১) আগম-শাস্ত্র, (২) স্পন্দশাস্ত্র ও (৩) প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রই প্রধান। আগম অর্থে গুরুপরম্পরায় আগত বা প্রাপ্ত। তন্মধ্যে প্রধান গ্রন্থগুলি—মালিনীবিজয়, স্বচ্ছন্দ, বিজ্ঞানভৈরব, শিবসূত্র, রুদ্রযামল ইত্যাদি। স্পন্দশাস্ত্রের প্রধানতম পুস্তক স্পন্দকারিকা, তদুপরি ক্ষেমরাজ ও রামকণ্ঠের টীকা আছে। প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে বিচারবাহুল্যই বৈশিষ্ট্য। প্রধানতঃ—সোমানন্দের শিবদৃষ্টি, উৎপলাচার্যের ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা, দুইটী লঘু ও বৃহতীকারিকা, শ্রীঅভিনব গুপ্তের টীকা এবং সমগ্র প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্তমান পুস্তিকা (প্রত্যভিজ্ঞা-হৃদয়ম্ বা প্রত্যভিজ্ঞাসার বা প্রত্যভিজ্ঞারহস্য, ক্ষেমরাজ বিরচিত)। প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্ ২০টি সূত্রে গ্রথিত ও বিবৃত। সূত্রগুলি পুরাতন হইতে পারে অথবা স্বয়ং ক্ষেমরাজের রচনা; বিবৃতি তাঁহারই। প্রত্যভিজ্ঞাশাস্ত্রে সুবৃহৎ (১২ খণ্ডে সমাপ্ত) গ্রন্থ—শ্রীঅভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোক। তিনি সংক্ষেপে তন্ত্রসারও রচনা করিয়াছেন। কাশ্মীর শৈবদর্শনে এই পুস্তক শ্রীঅভিনবগুপ্তের অক্ষয়কীর্তি। ভারতগগনে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক তিনি; একাধারে আলংকারিক, নাট্যশাস্ত্র-বিশারদ, কবি এবং দার্শনিক। তিনি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন এবং রাজানক ক্ষেমরাজ (বর্তমান পুস্তিকা-প্রণেতা) তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন।

শৈবসাহিত্যে এ পুস্তিকার স্থান অদ্বৈতবেদান্তে সদানন্দ যোগীন্দ্রের বেদান্তসারের সহিত তুলনীয়।

প্রত্যভিজ্ঞা অর্থে সম্যক্ পরিচয়। জীব যে স্বয়ং শিবই, তাহা সংসারে মলাবৃত অবস্থায় ভুলিয়া থাকে। যখন গুরুকৃপা নিজেকে চিনিতে পারে বা প্রত্যভিজ্ঞাত হয়—"আমিই শিব," তখন শিবত্বে নিমজ্জিত হয়।

এই দর্শন অবিসংবাদীরূপে অদ্বৈততত্ত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছে শাঙ্করদর্শনে অনির্বাচ্যা মায়া ভাবরূপা; ব্রহ্মের শক্তি হইলে তাঁহা হইতে অভিন্ন নহে। তাহাতে যেন দ্বৈতের কিছু আভা আছে। কাশ্মীর শৈবদর্শনে দ্বৈতের কোনও সম্পর্ক নাই। ত একটিই, তাহা অখণ্ড পরম শিব। তিনিই সৎ বা সত্য, পরা সংবিৎ তিনি নিজেই নিজেকে জানেন। তাঁহাতে জ্ঞানজন্য জ্ঞেয় না সে জ্ঞান জ্ঞানগম্য নহে। তাঁহাতে 'অহংভাব' বা 'অহন্তা' এ 'ইদংভাব' বা 'ইদন্তা' পৃথক্ নহে। এই 'অহংভাবকে'ই শৈবাগ 'অহন্তা' বা 'পূর্ণাহন্তা' বলা হয়। (পাতঞ্জলের অহন্তা বা অস্মি নিম্নস্তরের, প্রাকৃতজীবের অন্তঃকরণবৃত্তিমাত্র)। এই পরমশি কদাপি শক্তিহীন নহেন, শিব ও শক্তি এখানে অভিন্ন। এ পরমতত্ত্ব যে শুধু প্রকাশমাত্র তাহাই নহে, তিনি বিমর্শও। এ বিমর্শই পরাশক্তি সুতরাং তাঁহার সহিত অভিন্ন। বিমর্শ প্রত্যবমর্শে, (নিজের প্রতি নিজেরই দৃষ্টিপাতে যেন), সৃষ্টি আর হয়। সৃষ্টির বীজ তাঁহার মধ্যেই আছে, নূতন কিছুই সৃষ্ট হয় যাহা তাঁহার মধ্যে নাই। অনন্তবৈচিত্র্যপূর্ণ বিরাট ব্রহ্মাণ্ড তদন্তর্গত গ্রহ-নক্ষত্রখচিত মহাকাশ, তাঁহারই গর্ভে, যেমন বটবৃ নিহিত থাকে বীজে অথবা বর্ণসম্ভারে সমৃদ্ধ ময়ূরপুচ্ছ ময়ূরা মধ্যেই স্থিত।

তাঁহার শক্তি অনন্ত। যদিও প্রকাশ ও আনন্দ তাঁহার অন্তরঙ্গস্বরূপ, আমরা তাহাও তাঁহার শক্তি বলিতে পারি। আনন্দ বা স্বাতন্ত্র্যশক্তি হইতেই সৃষ্টি (আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে)। ইচ্ছাশক্তি স্তরে তাঁহাকে সদাশিব বলা হয়। সেখানে অহন্তার প্রাচুর্য, ইদন্তা অস্ফুট। জ্ঞানশক্তিতে তিনি ঈশ্বর। এ অবস্থায় অহন্তা ও ইদন্তার সামানাধিকরণ্য। ক্রিয়াশক্তিতে তিনি যে কোনও রূপ পরিগ্রহ করিতে পারেন। তখন তাঁহাকে শুদ্ধবিদ্যা বলা হয়। শক্তিরূপেই জগৎ প্রকটিত বা উন্মীলিত হয় তাঁহা হইতে। এ কয়টি তত্ত্ব মায়ার উর্ধ্বে। মায়া ও উর্ধ্বস্থিত মহামায়ার অন্তর্বর্তী মহাশূন্য বিরাজমান। সৃষ্টির অব্যবহিতপূর্বে যেন শক্তি-হীন হইয়া পড়েন, সেই অবস্থা অনাশ্রিতশিবপর্যায়। এই সৃজনেচ্ছা বা সিসৃক্ষা (উপনিষদে 'ঈক্ষণ' বলা হয়) তাঁহার আনন্দোচ্ছল অবস্থা। লোকবৎ সৃষ্টি পরমশিবের লীলামাত্র হইলেও, সৃষ্টি হয় কিন্তু অজ্ঞান কারণে বা আত্মবিস্মৃতাবস্থায়।

নিম্নস্তরে মায়ার রাজ্য শুদ্ধমার্গ নহে, তাহা অশুদ্ধ অধ্বা। সদাশক্তিসমন্বিত শিব তখন শক্তিদরিদ্র হইয়া অবরোহ-ক্রমে মায়া ও তাহার পঞ্চ-কঞ্চুকে আচ্ছাদিত হন। (গ্রন্থমধ্যে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। মায়ার রাজ্যে মলাবৃত সংসারী বা অণু সাজেন তিনি। ক্রমশঃ ভেদালোচনা হয় মায়ীয় মলকারণে এবং কার্মমলে বিপাক-আশয়হেতু সংসারনেমিচক্রে যোনি হইতে যোন্যন্তরে পরিভ্রমণ করেন। সাংখ্যোক্ত সকল তত্ত্বই তাঁহার অবস্থাসমূহ।

মুক্তির উপায় অর্জন করিতে হয়। ত্রিবিধ উপায় (গ্রন্থমধ্যে বিবৃত) মুক্তির সাধক। কিন্তু অনুপায় অবস্থাও আছে—অকস্মাৎ ভগবৎকৃপায় ক্ষণমধ্যেই পরমশিবে মিলিত হইতে পারেন।

(তুলনীয় : আকাশফলপাতবৎ দুর্জ্ঞেয়া ভগবৎকৃপা) । মোক্ষ সম্বন্ধে শ্রীঅভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন—

"মোক্ষো হি নাম নৈবান্যঃ স্বরূপপ্রথনং হি তৎ" অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞা ।

বি।৭।১৩৯ হাড়ারবাগ
বারাণসী (১)

শ্রীরামচন্দ্র অধিকারী

প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্

* [illegible] — [illegible]
(১) [illegible] ([illegible] [illegible])
(২) [illegible] ([illegible] ")

ওঁ নমো মঙ্গলমূর্ত্তয়ে।

প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্

নমঃ শিবায় সততং পঞ্চকৃত্যবিধায়িনে।
চিদানন্দঘনস্বাত্মপরমার্থাবভাসিনে ॥ ১

শাঙ্করোপনিষৎসারপ্রত্যভিজ্ঞামহোদধেঃ।
ক্ষেমেণোদ্ধ্রিয়তে সারঃ সংসারবিষশান্তয়ে ॥ ২

শিবকে প্রণাম, যিনি সতত পঞ্চকৃত্যবিধান করেন (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, বিলয়, অনুগ্রহ), যিনি চিদানন্দঘন পরমার্থ, নিজ স্বরূপ বা আত্মাকে অবভাসিত করেন। প্রত্যভিজ্ঞাসমুদ্রের (শৈবদর্শনের বা শাঙ্করোপনিষদের) সার উদ্ধৃত করিয়া ক্ষেমরাজ সংসারবিষশান্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রথমসূত্রম্

ইহ যে সুকুমারমতয়োঽকৃততীক্ষ্ণতর্কশাস্ত্রপরিশ্রমাঃ শক্তি-পাতোন্মিষিত-পারমেশ্বরসমাবেশাভিলাষিণঃ কতিচিৎ ভক্তিভাজঃ, তেষাং ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞোপদেশতত্ত্বং মনাক্ উন্মীল্যতে, তত্র স্বাত্ম-দেবতায়া এব সর্বত্র কারণত্বং সুখোপায়প্রাপ্যত্বং মহাফলত্বং চ অভিব্যক্তুমাহ—

চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ ॥ ১

'বিশ্বস্য'—সদাশিবাদেঃ ভূম্যন্তস্য, 'সিদ্ধৌ'—নিষ্পত্তৌ, প্রকাশনে, স্থিত্যাত্মনি, পরপ্রমাতৃবিশ্রান্ত্যাত্মনি চ সংহারে, পরাশক্তিরূপা 'চিতিঃ' এব ভগবতী 'স্বতন্ত্রা'—অনুত্তরবিমর্শময়ী শিবভট্টারকাভিন্না

‘হেতুঃ’—কারণম্। অস্যাং হি প্রসরন্ত্যাং জগৎ উন্মিষতি ব্যবতিষ্ঠতে চ, নিবৃত্তপ্রসরায়াং চ নিমিষতি ;—ইতি স্বানুভব এব অত্র সাক্ষী। অন্যস্য তু মায়াপ্রকৃত্যাদেঃ চিৎপ্রকাশভিন্নস্য অপ্রকাশমানত্বেন অসত্ত্বাৎ ন ক্বচিদপি হেতুত্বম্ ; প্রকাশমানত্বে তু প্রকাশৈকাত্ম্যাৎ প্রকাশরূপা চিতিরেব হেতুঃ ; ন ত্বসৌ কশ্চিৎ। অতএব দেশ-কালাকারা এতৎসৃষ্টা এতদনুপ্রাণিতাশ্চ নৈতৎস্বরূপং ভেত্তুমলম্—ইতি ব্যাপক-নিত্যোদিত-পরিপূর্ণরূপা ইয়ম্। ইত্যর্থলভ্যমেব এতৎ।

নন্বু জগদপি চিতো ভিন্নং নৈব কিঞ্চিৎ ; অভেদে চ কথং হেতু-হেতুমদ্ভাবঃ ? উচ্যতে—চিদেব ভগবতী স্বচ্ছস্বতন্ত্ররূপা তত্তদনন্ত-জগদাত্মনা স্ফুরতি,—ইত্যেতাবৎ পরমার্থোঽয়ং কার্য্য-কারণভাবঃ। যতশ্চ ইয়মেব প্রমাতৃ-প্রমাণ-প্রমেয়ময়স্য বিশ্বস্য সিদ্ধৌ—প্রকাশনে হেতুঃ, ততোঽস্যাঃ স্বতন্ত্রাপরিচ্ছিন্নস্বপ্রকাশরূপায়াঃ সিদ্ধৌ অভিনবার্থ-প্রকাশনরূপং ন প্রমাণবরাকমুপযুক্তম্ উপপন্নং বা। তদুক্তং ত্রিকসারে—

“স্বপদা স্বশিরশ্ছায়াং যাবল্লঙ্ঘিতুমীহতে।
পাদোদ্দেশে শিরো ন স্যাত্তথেয়ং বৈন্দবী কলা॥” ইতি।

যতশ্চ ইয়ং বিশ্বস্য সিদ্ধৌ পরাদ্বয়সামরস্যাপাদনাত্মনি চ সংহারে হেতুঃ, তত এব স্বতন্ত্রা। প্রত্যভিজ্ঞাতস্বাতন্ত্র্যা সতী, ভোগমোক্ষ-স্বরূপাণাং বিশ্বসিদ্ধীনাং হেতুঃ। ইতি আবৃত্ত্যা ব্যাখ্যেয়ম্।

অপি চ ‘বিশ্বং’—নীল-সুখ-দেহ-প্রাণাদিঃ, তস্য যা ‘সিদ্ধিঃ’—প্রমাণোপারোহক্রমেণ বিমর্শময়প্রমাত্রাবেশঃ, সৈব ‘হেতুঃ’—পরিজ্ঞানে উপায়ো যস্যাঃ। অনেন চ সুখোপায়ত্বমুক্তম্। যদুক্তং বিজ্ঞানভট্টারকে—

"গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিঃ সামান্যা সর্বদেহিনাম্।
যোগিনাং তু বিশেষোঽয়ং সম্বন্ধে সাবধানতা॥" ইতি।

'চিতিঃ'—ইতি একবচনং দেশকালাদ্যনবচ্ছিন্নতামভিদধৎ সমস্ত-ভেদবাদানামবাস্তবতাং ব্যনক্তি। 'স্বতন্ত্র'-শব্দো ব্রহ্মবাদবৈলক্ষণ্য-মাচক্ষাণঃ চিতো মাহেশ্বর্যসারতাং ব্রূতে। "বিশ্ব'-ইত্যাদিপদম্ অশেষশক্তিত্বং, সর্বকারণত্বং, সুখোপায়ত্বং, মহাফলং চ আহ॥ ১

ভাবার্থ: যে-সকল ব্যক্তি সুকুমারমতি অথচ তীক্ষ্ণ তর্কশাস্ত্রের পরিশ্রমে অপটু, পরন্তু শক্তিপাতে (শক্তির অহৈতুক অনুগ্রহে) উন্মেষিত-পরমেশ্বর-সমাবেশের (তাদাত্ম্য) জন্য উৎসুক, এমত ভক্তিভাজন কতিপয় পুরুষের জন্য প্রত্যভিজ্ঞাবিষয়ে উপদেশতত্ত্ব উন্মীলিত হইতেছে। এই শাস্ত্রে স্বাত্মদেবতা বা শক্তিই সর্বত্র কারণ। তিনি সুখসাধ্য উপায় দ্বারা প্রাপ্ত হন এবং মহাফলদানে উন্মুখ। ইহারই অভিব্যক্তির জন্য প্রথম সূত্র। বিশ্বের অর্থাৎ সদাশিব হইতে ভূমি পর্যন্ত তত্ত্বের[১] সিদ্ধি বা নিষ্পত্তির জন্য পরাশক্তিরূপা চিতিই কারণ। বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারের হেতুই তিনি। (সংহার বলিতে বোঝা যায়, পরপ্রমাতার নিজেতেই বিশ্রান্তি।) এই ভগবতী শক্তি স্বতন্ত্রা, অনুত্তরবিমর্শময়ী[২], শিবভট্টারক[৩] (পতি) হইতে অভিন্না। তাঁহার প্রসরণেই জগতের উন্মেষ, ব্যবস্থাপন। প্রসার নিবৃত্ত হইলে, জগতের নিমেষ বা প্রলয়। এ বিষয়ে স্বানুভবই (one's own experience) একমাত্র সাক্ষী। অন্য দার্শনিকমতে যে মায়া, প্রকৃতি প্রভৃতি, তাহারা চিৎপ্রকাশ হইতে ভিন্ন, অপ্রকাশমান জড়স্বরূপ। সে-কারণে তাহারা হেতু হইতে পারে না। অতএব একমাত্র চিতিই বিশ্বসিদ্ধির কারণ। তাহা প্রকাশময়, একাত্মা বা একস্বরূপ, স্বয়ংপ্রকাশরূপা। ফলতঃ

দেশ কাল আকার, তাঁহা হইতে সৃষ্ট ও অনুপ্রাণিত; তাহারা তাঁহার স্বরূপকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইহাতে সিদ্ধ হয় ঐ শক্তি ব্যাপক, নিত্যোদিত এবং পরিপূর্ণরূপ (নিত্যোদিত স্পন্দ যেখানে সদাতন)।

শঙ্কা হইতে পারে, জগৎ যখন চিতি হইতে অভিন্ন এবং চিতি-শক্তি হইতে ভিন্নও কোন কিছুই নাই, তাহা হইলে চিতি হইতে অভিন্ন জগতের কার্য-কারণ-সম্বন্ধ কেমন করিয়া সম্ভব হইবে! (হেতু ও হেতুমান্—এমত ভাব কিরূপে দাঁড়ায়?) উত্তরে বলা হইতেছে—ভগবতী চিতিশক্তি স্বচ্ছ ও স্বতন্ত্ররূপা, তিনিই অনন্ত-বৈচিত্র্যসম্পন্ন জগৎরূপে স্ফুরিত হন। এমত বিচারে কার্য-কারণভাব সত্য। সুতরাং প্রমাণ-প্রমাতা-প্রমেয়ময় বিশ্বের প্রকাশনে হেতু তিনিই এবং সেজন্য নূতন নূতন যুক্তি অন্বেষণ করিবার উপযোগ নাই, তাহা উপপন্নও নহে। ত্রিকসারে উক্ত আছে—"যেমন কেহ নিজ মস্তকের ছায়া পদদ্বারা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে না, তদ্রূপ বৈন্দবী কলা বা স্বাতন্ত্র্যশক্তিকেও কেহ উৎক্রমণ করিতে পারে না"। এই পরা শক্তি যেমন বিশ্বসিদ্ধির কারণ তদ্রূপ পরাদ্বৈতরূপ সমরসতা-সম্পাদনরূপ সংহারেরও হেতু (সংহার= নিজেতেই নিজের বিশ্রান্তি), সেজন্য স্বতন্ত্রা বলা হইয়াছে। যাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য প্রত্যভিজ্ঞাত (অহং বলিয়া গৃহীত) হয়, তাঁহার ভোগ-মুক্তিরূপ শক্তির আবির্ভাব হয়। যোগীর যাবতীয় সিদ্ধি (অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স) সম্ভব হয় স্বাতন্ত্র্য প্রত্যভিজ্ঞার অনন্তর। 'বিশ্ব' বলিতে বুঝায় নীলপীতাদি (যাহা বহিরিন্দ্রিয়দ্বারা গ্রাহ্য) সুখ-দেহ-প্রাণাদি বা অন্তরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা, সেগুলিরও সিদ্ধ হইবার হেতুও তাহাই। বিশ্বসিদ্ধি বলিতে বুঝিব, প্রমাণ আশ্রয়-ক্রমে বিমর্শময় পরপ্রমাতায় সমাবেশ[৪]। এ উপায় সুখসাধ্য তাহা

উপপন্ন হইল, কেন না অহমাকারে প্রবেশ প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ। শ্রীবিজ্ঞানভট্টারকে বলা হইয়াছে—"গ্রাহ্য-গ্রাহক সংবেদন সর্ব-প্রাণীর পক্ষে সাধারণ। যোগীদের বিশেষ এই যে তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় ত্রিপুটীর কোনটীরই প্রয়োজন নাই, শুধু 'অহং' বিচারের আবশ্যকতা। যোগী 'অহং' অনুভব দ্বারা যাবতীয় জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয় সম্বন্ধে সাবধান থাকেন।" 'চিতিঃ' পদটী একবচনান্ত, তাহাতেই দেশকালাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্নতা বুঝায় এবং পদটীর দ্বারা সকল ভেদবাদিগণের সিদ্ধান্তই অসত্য ও অবাস্তব বলিতেছেন। 'স্বতন্ত্র' পদ ব্রহ্মবাদ হইতে বিলক্ষণতা জ্ঞাপন করতঃ চিতির মাহেশ্বর্যসারতাই ব্যক্ত করিতেছে। (মায়া প্রভৃতির পরতন্ত্রতার কোনও স্থান নাই।) 'বিশ্ব' ইত্যাদি পদে তাঁহার অশেষশক্তিত্ব, সর্বকারণত্ব, সুখোপায়ত্ব, মহাফলত্ব বলিলেন ॥১

নন্থ বিশ্বস্য যদি চিতিঃ হেতুঃ, তৎ অস্যা উপাদানাদ্যপেক্ষায়াং ভেদবাদাপরিত্যাগঃ স্যাৎ—ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

স্বেচ্ছয়া স্বভিত্তৌ বিশ্বমুন্মীলয়তি ॥ ২

'স্বেচ্ছয়া' ন তু ব্রহ্মাদিবৎ অন্যেচ্ছয়া, তয়ৈব চ, ন তু উপাদানাদ্য-পেক্ষয়া,—এবং হি প্রাগুক্তস্বাতন্ত্র্যহান্যা চিত্ত্বমেব ন ঘটেত—'স্বভিত্তৌ' ন তু অন্যত্র ক্বাপি, প্রাক্ নির্ণীতং 'বিশ্বং' দর্পণে নগরবৎ অভিন্নমপি ভিন্নমিব 'উন্মীলয়তি'। উন্মীলনং চ অবস্থিতস্যৈব প্রকটী-করণম্।—ইত্যনেন জগতঃ প্রকাশৈকাত্ম্যেন অবস্থানম্ উক্তম্ ॥ ২

ভাবার্থ : শঙ্কা হইতে পারে—'চিতি' পদার্থ যদি বিশ্বের হেতু হয়, তাহা হইলে বিশ্বের উপাদানাদির বিচারে ভেদবাদ কিরূপে পরিত্যক্ত

হইবে ? এজন্য সূত্রে বলিতেছেন,—স্বেচ্ছায় অর্থাৎ ব্রহ্মা আদির ন্যায় অন্যেচ্ছাপ্রেরিত হইয়া নহে। বিশ্ব উন্মীলিত করিতে উপাদানাদির অপেক্ষা নাই। যদি তাহাই থাকে, তাহা হইলেও স্বাতন্ত্র্যহানি ঘটিবে। তাঁহার চেতনত্বের ব্যত্যয় হইবে। প্রথম সূত্রেই বুঝান হইয়াছে, বিশ্ব দর্পণে নগরবৎ অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন, অচিন্ত্য বহু-বৈচিত্র্যময় বলিয়া প্রতীত হয়। সেইজন্য বলিতেছেন, 'স্ব-ভিত্তৌ' স্বীয় ভিত্তিতেই এবং অন্যত্র কুত্রাপি বিশ্ব নাই। 'উন্মীলয়তি' শব্দে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে বিশ্ব সূক্ষ্মভাবে তাহারই গর্ভে অবস্থিত এবং তথা হইতেই প্রকটিত হয়। সিদ্ধ হইল, জগৎ প্রকাশাত্ম চিৎ-এ অভিন্নরূপে বিদ্যমান আছে এবং 'উন্মীলন' প্রাকট্যমাত্রই ॥ ২

অথ বিশ্বস্য স্বরূপং বিভাগেন প্রতিপাদয়িতুমাহ—

তন্নানা অনুরূপ-গ্রাহ্যগ্রাহকভেদাৎ ॥ ৩

'তৎ' বিশ্বং 'নানা'—অনেকপ্রকারম্। কথম্ ? 'অনুরূপাণাং'—পরস্পরৌচিত্যাবস্থিতীনাং 'গ্রাহ্যাণাং গ্রাহকাণাং' চ 'ভেদাৎ'—বৈচিত্র্যাৎ। তথা চ সদাশিবতত্ত্বে অহন্তাচ্ছাদিত-অস্ফুটেদন্তাময়ং যাদৃশং পরাপররূপং বিশ্বং গ্রাহ্যং, তাদৃগেব শ্রীসদাশিবভট্টারকাধিষ্ঠিতো মন্ত্রমহেশ্বরাখ্যঃ প্রমাতৃবর্গঃ পরমেশ্বরেচ্ছাবকল্পিতাবস্থানঃ। ঈশ্বরতত্ত্বে স্ফুটেদন্তাহন্তাসামানাধিকরণ্যাত্ম যাদৃক্ বিশ্বং গ্রাহ্যং, তথাবিধ এব ঈশ্বরভট্টারকাধিষ্ঠিতো মন্ত্রেশ্বরবর্গঃ। বিদ্যাপদে শ্রীমদনন্তভট্টারকাধিষ্ঠিতা বহুশাখাবান্তরভেদভিন্না তথাভূতা মন্ত্রাঃ প্রমাতারঃ, তথাভূতমেব ভেদৈকসারং বিশ্বমপি প্রমেয়ম্। মায়োর্ধ্বে যাদৃশা বিজ্ঞানাকলাঃ কর্তৃতাশূন্যশুদ্ধবোধাত্মানঃ, তাদৃগেব তদভেদসারং সকল-প্রলয়াকলাত্মক-পূর্বাবস্থাপরিচিতম্ এষাং প্রমেয়ম্।

মায়ায়াং শূন্যপ্রমাতৃণাং প্রলয়কেবলিনাং স্বোচিতং প্রলীনকল্পং প্রমেয়ম্। ক্ষিতিপর্যন্তাবস্থিতানাং তু সকলানাং সর্বতো ভিন্নানাং পরিমিতানাং তথাভূতমেব প্রমেয়ম্। তদুত্তীর্ণশিবভট্টারকস্য প্রকাশৈকবপুষঃ প্রকাশৈকরূপা এব ভাবাঃ। শ্রীমৎপরমশিবস্য পুনঃ বিশ্বোত্তীর্ণ-বিশ্বাত্মক-পরমানন্দময়-প্রকাশৈকঘনস্য এবম্বিধমেব শিবাদি-ধরণ্যন্তম্ অখিলম্ অভেদেনৈব স্ফুরতি, ন তু বস্তুতঃ অন্যৎ কিঞ্চিৎ গ্রাহ্যং গ্রাহকং বা ; অপি তু শ্রীপরমশিবভট্টারক এব ইত্থং নানাবৈচিত্র্যসহস্রৈঃ স্ফুরতি।—ইত্যভিহিতপ্রায়ম্ ॥৩

ভাবার্থ : বিশ্বের স্বরূপ বিভাগ করিয়া প্রতিপাদন জন্য তৃতীয় সূত্র বলিতেছেন : 'বিশ্ব' অনুরূপ গ্রাহ্য-গ্রাহক° ভেদে অনেক প্রকার। যেরূপ গ্রাহ্য হয়, তাহার অনুরূপ গ্রাহকও আছেন। সদাশিবতত্ত্বে—যেরূপ অহন্তাচ্ছাদিত এবং স্ফুট-ইদন্তাময় পরাপররূপ (বা চরাচর) বিশ্ব গ্রাহ্য অর্থাৎ বোধের বিষয় হয় (অহন্তা-গ্রাহক ; ইদন্তা-গ্রাহ্য) সেইরূপই শ্রীসদাশিব ভট্টারকের দ্বারা অধিষ্ঠিত মন্ত্র-মহেশ্বরবর্গ প্রমাতৃচয় পরমেশ্বরেচ্ছায় অবকল্পিত হইয়া গ্রাহক সাজেন।

ঈশ্বরতত্ত্বে—অহন্তা ও ইদন্তার সামানাধিকরণ্য, গ্রাহ্য—স্ফুট-বিশ্ব, প্রমাতা—মন্ত্রেশ্বরবর্গ। এ তত্ত্বে অন্তর্মুখ সদাদিব্য বহির্মুখ ঈশ্বর। বিদ্যাপদে—অধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ অনন্তভট্টারক, প্রমাতা—মন্ত্র, অবান্তরভেদে বহুশাখায় ভিন্ন। ভেদমাত্রসার বিশ্বই প্রমেয়। মায়ার ঊর্ধ্বে—বিজ্ঞানাকলসমূহ° যেমন কর্তৃতাশূন্য বিশুদ্ধবোধ-সম্পন্ন (যেমন সাংখ্যোক্ত পুরুষসমূহ), তেমনি তাঁহাদের প্রমেয়ও তাঁহাদের সহিত অভিন্ন পূর্বাবস্থায় পরিচিত স-কলপ্রলয়াকলাত্মক। মায়ারাজ্যে প্রবেশপথে বিরাট্ শূন্য, সেখানে শূন্যপ্রমাতা প্রলয়-

কেবলী[৭] নিজযোগ্য প্রলীন প্রমেয়কেই বিষয়ীভূত করেন। মায়া হইতে পৃথিবী পর্যন্ত নিখিল প্রমাতৃগণের ভিন্ন ভিন্ন, পরিমিত, পরিচ্ছিন্ন প্রমেয়। এই প্রমাতৃগণ কলাসমন্বিত বা স-কল[৮]। ইহাদের সকলের ঊর্ধ্বে শিবভট্টারক আছেন, তিনি একস্বভাব; প্রকাশবপু, একমাত্র প্রকাশরূপ। যিনি বিশ্বোত্তীর্ণ অথচ বিশ্বাত্মক, পরমানন্দময়, প্রকাশঘন, তিনি পরমশিব; স্ফুরিত হ'ন শিবাদি হইতে ধরণী পর্যন্ত নিখিল বিশ্বজগতে। বস্তুতঃ গ্রাহ্য বা গ্রাহক কিছুই শিব হইতে ভিন্ন নহে। পরমশিবভট্টারকেরই স্ফুরণে এই নানাত্ব ও বৈচিত্র্য, তাহাই বলা হইল॥ ৩

যথা চ ভগবান্ বিশ্বশরীরঃ, তথা—

চিতিসংকোচাত্মা চেতনোঽপি সঙ্কুচিতবিশ্বময়ঃ॥ ৪

শ্রীপরমশিবঃ স্বাত্মৈক্যেন স্থিতং বিশ্বং সদাশিবাদ্যুচিতেন রূপেণ অববিভাসয়িষুঃ পূর্বং চিদৈক্যাখ্যাতিময়া-নাশ্রিতশিবপর্যায়-শূন্যাতিশূন্যাত্মতয়া প্রকাশাভেদেন প্রকাশমানতয়া স্ফুরতি, ততঃ চিদ্রসাশ্যানতারূপাশেষতত্ত্বভুবন-ভাব-তত্তৎ-প্রমাত্রাদ্যাত্মতয়াপি প্রথতে। যথা চ এবং ভগবান্ বিশ্বশরীরঃ, তথা 'চিতিসঙ্কোচাত্মা' সঙ্কুচিতদ্রূপঃ 'চেতনো' গ্রাহকোঽপি বটধানিকাবৎ সঙ্কুচিতাশেষবিশ্বরূপঃ। তথা চ সিদ্ধান্তবচনম্—

'বিগ্রহো বিগ্রহী চৈব সর্ববিগ্রহবিগ্রহী'।

ইতি। ত্রিশিরোমতেঽপি—

'সর্বদেবময়ঃ কায়স্তং চেদানীং শৃণু প্রিয়ে।
পৃথিবী কঠিনত্বেন দ্রবত্বেঽম্ভঃ প্রকীর্তিতম্॥'

ইত্যুপক্রম্য—

'ত্রিশিরোভৈরবঃ সাক্ষাদ্ব্যাপ্য বিশ্বং ব্যবস্থিতঃ ॥'

ইত্যনেন গ্রন্থেন সঙ্কুচিতবিশ্বময়ত্বমেব ব্যাহরতি।

অয়ং চ অত্রাশয়ঃ—গ্রাহকোঽপি অয়ং প্রকাশৈকাত্ম্যেন উক্তাগম-যুক্ত্যা চ বিশ্বশরীরশিবৈকরূপ এব, কেবলং তন্মায়াশক্ত্যা অনভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ সঙ্কুচিত ইব আভাতি; সঙ্কোচোঽপি বিচার্যমাণঃ চিদৈকাত্ম্যেন প্রথমানত্বাৎ চিন্ময় এব, অন্যথা তু ন কিঞ্চিৎ।—ইতি সর্বো গ্রাহকো বিশ্বশরীরঃ শিবভট্টারক এব। তদুক্তং ময়ৈব—

'অখ্যাতির্যদি ন খ্যাতি খ্যাতিরেবাবশিষ্যতে।
খ্যাতি চেৎ খ্যাতিরূপত্বাৎ খ্যাতিরেবাবশিষ্যতে ॥'

ইতি। অনেনৈব আশয়েন শ্রীস্পন্দশাস্ত্রেষু—

'যস্মাৎ সর্বময়ো জীবঃ………।'

ইত্যুপক্রম্য—

'তেন শব্দার্থ-চিন্তাসু ন সাবস্থা ন যঃ শিবঃ ॥'

ইত্যাদিনা শিবজীবয়োরভেদ এব উক্তঃ। এতত্তত্ত্বপরিজ্ঞানমেব মুক্তিঃ, এতত্তত্ত্বাপরিজ্ঞানমেব চ বন্ধঃ, ইতি ভবিষ্যতি এব এতৎ ॥ ৪

ভাবার্থ : যেরূপ ভগবান্ বিশ্বশরীর, সেইরূপ চিতিশক্তির সঙ্কোচে নিজ আত্মার সহিত একীভূত বিশ্বকে, শ্রীপরমশিব সদাশিব-রূপে অবভাসিত করিতে ইচ্ছা করিলে, শূন্যাতিশূন্য প্রকাশরূপে স্ফুরিত হন। ইহাই অনাশ্রিত শিবপর্যায়[১]। এ অবস্থায় তাঁহার বিমর্শ থাকে না, অখ্যাতিময় অবস্থা ইহা, তাঁহার স্বরূপ হইতে অপোহিত অবস্থা। তিনি তখন নিরালম্ব শিব। তাহার পরে

চিদ্রূপে উচ্ছলিত তত্ত্বভুবন সাতপ্রকার প্রমাতারূপে প্রকাশিত হন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ভগবান্ যখন বিশ্বশরীর হন তখন তিনি বিশ্বরূপও ; যেন বটবীজরূপে সঙ্কুচিতদশায় আছেন। গ্রাহক বা পরিচ্ছিন্ন প্রমাতা সঙ্কুচিত বিশ্বই। প্রতিটী গ্রাহকই শিব হইতে অভিন্ন। শুধু মায়াশক্তিতে স্বরূপের অভিব্যক্তি না হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন মনে হয়। আবরণ তিনি নিজেই নিজেকে করেন। অতএব সকল গ্রাহকই বিশ্বশরীর শিবভট্টারক। উভয় ক্ষেত্রেই খ্যাতি আছে, অখ্যাতি কোথাও নাই। (অখ্যাতি বলিতে অজ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব বুঝাইতেছে—ইহা শাঙ্করমতের ভাবরূপী অজ্ঞান নহে।) শূন্যাতিশূন্যরূপ শিবনামবিহীন অনাশ্রিতশিবপর্যায়ও শূন্য দ্বারাই খ্যাতিময়, জ্ঞানময় চিতিপ্রকাশের সহিত অভেদরূপে প্রস্ফুটিত হয়। ইহাকেই অখ্যাতি[১০] বলা যাইতে পারে। যাহা যত বড় হোক্, বা যতদূর বিস্তৃত হোক্, সকলই তাঁহার শরীর। প্রত্যভিজ্ঞা সিদ্ধান্তে তাই বলা হইয়াছে—বিগ্রহ ও বিগ্রহীই সর্ববিগ্রহ ও সর্ববিগ্রহী—(একশরীরী ও তৎশরীরই নিখিলশরীরী ও নিখিল শরীর)। ত্রিশিরো-মতেও বলা হইয়াছে[১১]—সবকিছুই সর্বদেবময় কায়, শুধু কঠিনত্বহেতু 'পৃথিবী' বলা হয়, দ্রবত্বকারণে 'জল' নাম। ত্রিশিরোভৈরব (পর, পরাপর ও অপর) বিশ্ব সাক্ষাৎরূপেই ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। ফলতঃ অখ্যাতি কোথাও নাই, তাহাই ক্ষেমরাজ স্তবে বলিয়াছেন। স্পন্দশাস্ত্রে যে বলা হইয়াছে, 'যস্মাৎ সর্বময়ো জীবঃ', তাহাতে বুঝিব, শব্দ ও অর্থ, বাচক ও বাচ্য, বিষয় বা বিষয়ী এমন কোনও অবস্থাই নাই যাহা শিব নহে। শিব ও জীবে অভেদ—এই তত্ত্বপরিজ্ঞানে মুক্তি ; এ তত্ত্ব না জানিলেই বন্ধ বা বন্ধন ॥ ৪

নন্বু গ্রাহকোঽয়ং বিকল্পময়ঃ, বিকল্পনং চ চিত্তহেতুকং ; সতি চ চিত্তে, কথমস্য শিবাত্মকত্বম্ ? ইতি শঙ্কিত্বা চিত্তমেব নির্ণেতুমাহ—

চিতিরেব চেতনপদাদবরূঢ়া চেত্যসঙ্কোচিনী চিত্তম্ ॥ ৫

ন চিত্তং নাম অন্যৎ কিঞ্চিৎ, অপি তু সৈব ভগবতী তৎ। তথা হি সা স্বং স্বরূপং গোপয়িত্বা যদা সঙ্কোচং গৃহ্লাতি, তদা দ্বয়ী গতিঃ ; কদাচিৎ উল্লসিতমপি সঙ্কোচং গুণীকৃত্য চিৎপ্রাধান্যেন স্ফুরতি, কদাচিৎ সঙ্কোচপ্রধানতয়া। চিৎপ্রাধান্যপক্ষে সহজে প্রকাশ-মাত্রপ্রধানত্বে বিজ্ঞানাকলতা ; প্রকাশপরামর্শপ্রধানত্বে তু বিদ্যা-প্রমাতৃতা। তত্রাপি ক্রমেণ সঙ্কোচস্য তনুতায়াম্, ঈশ-সদাশিবা-নাশ্রিতরূপতা। সমাধিপ্রযত্নোপার্জিতে তু চিৎপ্রধানত্বে শুদ্ধাধ্ব-প্রমাতৃতা ক্রমাৎ ক্রমং প্রকর্ষবতী। সঙ্কোচপ্রাধান্যে তু শূন্যাদি-প্রমাতৃতা। এবমবস্থিতে সতি, 'চিতিরেব' সঙ্কুচিত-গ্রাহকরূপা 'চেতনপদাৎ অবরূঢ়া—অর্থগ্রহণোন্মুখী সতী 'চেত্যেন'—নীল-সুখাদিনা 'সঙ্কোচিনী' উভয়সঙ্কোচসঙ্কুচিতৈব চিত্তম্। তথা চ—

"স্বাঙ্গরূপেষু ভাবেষু পত্যুর্জ্ঞানং ক্রিয়া চ যা।
মায়াতৃতীয়ে তে এব পশোঃ সত্ত্বং রজস্তমঃ॥"

ইত্যাদিনা স্বাতন্ত্র্যাত্মা চিতিশক্তিরেব জ্ঞান-ক্রিয়া-মায়াশক্তিরূপা পশুদশায়াং সঙ্কোচপ্রকর্ষাৎ সত্ত্ব-রজ-স্তমঃ-স্বভাবচিত্তাত্মতয়া স্ফুরতি ; ইতি শ্রীপ্রত্যভিজ্ঞায়ামুক্তম্। অতএব শ্রীতত্ত্বগর্ভস্তোত্রে বিকল্পদশায়া-মপি তাত্ত্বিকস্বরূপসদ্ভাবাৎ তদনুসরণাভিপ্রায়েণ উক্তম্—

"অতএব তু যে কেচিৎ পরমার্থানুসারিণঃ।
তেষাং তত্র স্বরূপস্য স্বজ্যোতিষ্ট্বং ন লুপ্যতে॥" ইতি ৫

ভাবার্থ : শঙ্কা হইতে পারে—জীব যাহা সৃষ্ট হয়, তাহাও ত বিকল্পের বিষয় হইতে পারে ? তাহা ত কল্পনামূলকই ? কল্পনা চিত্ত হইতেই জাত হয়, সুতরাং শিবাত্মকত্ব সিদ্ধ কিরূপে হইবে ? উত্তরে—পঞ্চম সূত্রে বলিতেছেন—চিত্ত চিতি বা চেতন হইতেই অবরূঢ়, সুতরাং তাহাও ভগবতী। (যখন চেত্য বা বিষয়ের স্পর্শ হয়, তখনই চিত্ত নাম হয়। এই সঙ্কোচ বিষয়ের উপরাগবশতঃই ঘটে। আত্ম-স্বরূপে বাহ্যবিষয় নাই, চেত্য নাই। শুদ্ধ নির্মল পরপ্রমাতার প্রমাণ-প্রমেয়-প্রমাতৃতারূপ ত্রিপুটী নাই)। চিতি যখন নিজস্বরূপ গোপন করিয়া সঙ্কোচ গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার দুই গতি হয়। কখনও যে সঙ্কোচ গৌণ কখনও বা মুখ্য হইয়া স্ফুরিত হয়, গতি নির্ভর করে তাহারই উপর। যেখানে চিৎপ্রধানতা, সেখানে সহজ প্রকাশ-মাত্রেরই মুখ্যতা এবং সেখানে বিজ্ঞানাকলতা[৬] থাকে। যখন বিমর্শই প্রধান, তখন তাঁহাকে বিদ্যাপ্রমাতা[১২] বলা হয়। (সেখানেও উত্তরোত্তর সঙ্কোচন্যূনতার প্রকর্ষে, শুদ্ধ বিদ্যাপ্রমাতা হইতে ক্রমে ঈশ্বর-সদাশিব-অনাশ্রিতশিবে উন্নীত হওয়া যায় সমাধি-প্রযত্ন-প্রজ্ঞাবলে।) যেখানে সঙ্কোচের প্রাধান্য, সেস্থলে শূন্যাদির প্রমাতৃতা। সুতরাং চিত্ত চিতির সঙ্কুচিত গ্রাহকরূপ হইতে অবরূঢ় চেতনাবস্থা। তাহা অর্থ বা বিষয় গ্রহণোন্মুখ হইলে, নীল-সুখাদির দ্বারা সঙ্কোচপ্রাপ্ত হয়। উভয় সঙ্কোচহেতু সঙ্কুচিত যে চিতিশক্তি তাহাই চিত্ত। এই সঙ্কোচপ্রাধান্যেই জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থা। চিতি অবরূঢ় হইলে নিজ দেহেই যখন সত্ত্ব-রজঃ-তম প্রকট হয়, তখন পশুভাব। প্রত্যভিজ্ঞায় বিবৃত হইয়াছে, স্বাতন্ত্র্যাত্মা চিতি-শক্তিই জ্ঞান-ক্রিয়া-মায়াশক্তিরূপা পশুদশায় সঙ্কোচপ্রকর্ষহেতু ত্রিগুণস্বভাব চিত্তাত্মায় স্ফুরিত হন। শ্রীতত্ত্বগর্ভস্তোত্রে বিকল্পা-বস্থাতেও তাত্ত্বিক স্বরূপের সদ্ভাব থাকে। যে কেহ পরমার্থ অনুসরণ

করেন, সে অবস্থায় প্রকাশরূপতা বা স্বয়ংজ্যোতিতার অভাব হয় না ॥ ৫

চিত্তমেব তু মায়াপ্রমাতুঃ স্বরূপম্—ইত্যাহ

তন্ময়ো মায়াপ্রমাতা ॥ ৬

দেহপ্রাণপদং তাবৎ চিত্তপ্রধানমেব, শূন্যভূমিরপি চিত্তসংস্কারবত্যেব ; অন্যথা ততো ব্যুত্থিতস্য স্বকর্তব্যানুধাবনাভাবঃ স্যাৎ ;—ইতি চিত্তময় এব মায়ীয়ঃ প্রমাতা। অমুনৈব আশয়েন শিবসূত্রেষু বস্তুবৃত্তানুসারেণ 'চৈতন্যমাত্মা' (১।১) ইত্যভিধায়, মায়াপ্রমাতৃলক্ষণাবসরে পুনঃ "চিত্তমাত্মা" (৩।১) ইত্যুক্তম্ ॥ ৬

ভাবার্থ : মায়াপ্রমাতার স্বরূপই চিত্ত। মায়াপ্রমাতা জীব চিত্তময়, দেহপ্রাণাদি চিত্তপ্রধান। শূন্যভূমিও চিত্তসংস্কারবতী। (সুষুপ্তি অবস্থাতেও চিত্ত সংস্কাররূপে থাকে, ঠিক্ যেমন জাগ্রৎ-সুপ্তিতে বৃত্তি থাকে।) মায়ীয়প্রমাতা চিত্তময় বলিয়াই স্বকার্যে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। এই অভিপ্রায়েই শিবসূত্রে "চৈতন্যমাত্মা" এই বলিয়া আবার মায়াপ্রমাতার লক্ষণ বুঝাইতে বলা হইয়াছে (সূত্র) "চিত্তমাত্মা" ॥ ৬

অস্যৈব সম্যক্ স্বরূপজ্ঞানাৎ যতো মুক্তিঃ, অসম্যক্ তু সংসারঃ, ততঃ তিলশ এতৎস্বরূপং নির্ভঙ্‌ক্তুমাহ—

স চৈকো দ্বিরূপস্ত্রিময়শ্চতুরাত্মা সপ্তপঞ্চকস্বভাবঃ ॥ ৭

নির্ণীতদৃশা চিদাত্মা শিবভট্টারক এব 'এক' আত্মা, ন তু অন্যঃ

কশ্চিৎ; প্রকাশস্য দেশকালাদিভিঃ ভেদাযোগাৎ; জড়স্য তু গ্রাহকত্বানুপপত্তেঃ। প্রকাশ এব তু অতঃ স্বাতন্ত্র্যাৎ গৃহীতপ্রাণাদি-সঙ্কোচঃ সঙ্কুচিতার্থগ্রাহকতামশ্নুতে, ততঃ অসৌ প্রকাশরূপত্ব-সঙ্কোচাবভাসবত্ত্বাভ্যাং 'দ্বিরূপঃ'। আণব-মায়ীয়-কার্মমলাবৃতত্বাৎ 'ত্রিময়ঃ'। শূন্য-প্রাণ-পুর্যষ্টকশরীরস্বভাবত্বাৎ 'চতুরাত্মা'। সপ্ত-পঞ্চকানি শিবাদি-পৃথিব্যন্তানি পঞ্চত্রিংশত্তত্ত্বানি 'তৎস্বভাবঃ'। তথা শিবাদি-সকলান্ত-প্রমাতৃসপ্তকস্বরূপঃ, চিদানন্দেচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশক্তি-রূপত্বেঽপি অখ্যাতিবশাৎ কলা-বিদ্যা-রাগ-কাল-নিয়তি-কঞ্চুক-কবলিতত্বাৎ পঞ্চকস্বরূপঃ। এবং চ শিবৈকরূপত্বেন, পঞ্চত্রিংশত্তত্ত্ব-ময়ত্বেন, প্রমাতৃসপ্তকস্বভাবত্বেন শিবাদিশক্তিপঞ্চকাত্মত্বেন চ অয়ং প্রত্যভিজ্ঞায়মানো মুক্তিদঃ; অন্যথা তু সংসারহেতুঃ॥ ৭

ভাবার্থ: এই চিতিশক্তির যথার্থ স্বরূপপরিজ্ঞানেই মুক্তি। তিনি একই আত্মা, আর কোন আত্মা নাই। প্রকাশের দেশ-কালাদি হইতে ভেদ থাকিতে পারে না, এবং জড়েরও গ্রাহকতা বা কর্তৃত্ব সম্ভব নহে। তাঁহার "দ্বিরূপ": (১) প্রকাশ, স্বয়ং স্বাতন্ত্র্যবলে প্রাণাদিসঙ্কোচ গ্রহণ করেন; (২) সঙ্কোচ-অবভাসক অন্যরূপে বিষয়সমূহ অবভাসিত করেন। অনন্তর আণব, মায়ীয় ও কার্ম-মলে[১৩] আবৃত হইয়া "ত্রিপ্রকার"[১৪] হন। শূন্য, প্রাণ ও পুর্যষ্টক[১৫] ও স্থূলশরীরস্বভাব এজন্য চারিপ্রকারও বলা হয়। শিব হইতে স-কল পর্যন্ত সপ্ত প্রমাতা। চিৎ, আনন্দ, ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তিরূপ হইলেও অজ্ঞানবশে (আত্মবিস্মৃতিকারণে) কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তি পঞ্চকঞ্চুককবলিত[১৬] হইয়া পাঁচপ্রকার হন। এক শিবতত্ত্ব হইতে পঞ্চত্রিংশৎ (৩৫) তত্ত্বময় সপ্তপ্রমাতৃভাবসম্পন্ন সকলরূপই

শিবের নিজেরই। তাহা প্রত্যভিজ্ঞায়মান অর্থাৎ recognised হইলে তাহা হইতেই মুক্তি, অন্যথা তাহা সংসারবন্ধনের কারণ॥ ৭

এবং চ

তদ্ভূমিকাঃ সর্বদর্শনস্থিতয়ঃ॥ ৮

'সর্বেষাং' চার্বাকাদি-দর্শনানাং 'স্থিতয়ঃ'—সিদ্ধান্তাঃ 'তস্য' এতস্য আত্মনো নটস্যেব স্বেচ্ছাবগৃহীতাঃ কৃত্রিমাঃ 'ভূমিকাঃ'। তথা চ 'চৈতন্য-বিশিষ্টং শরীরমাত্মা' ইতি চার্বাকাঃ। নৈয়ায়িকাদয়ো জ্ঞানাদিগুণগণাশ্রয়ং বুদ্ধিতত্ত্বপ্রায়মেব আত্মানং সংস্থতৌ মন্যন্তে, অপবর্গে তু তদুচ্ছেদে শূন্যপ্রায়ম্।

অহংপ্রতীতিপ্রত্যেয়ঃ সুখ-দুঃখাদ্যুপাধিভিঃ তিরস্কৃতঃ আত্মা—ইতি মন্বানা মীমাংসকা অপি বুদ্ধাবেব নিবিষ্টাঃ। প্রাণ এব আত্মা ইতি কেচিৎ শ্রুত্যন্তবিদঃ। জ্ঞানসন্তানম্ এব তত্ত্বম্—ইতি সৌগতা বুদ্ধিবৃত্তিষু এব পর্যবসিতাঃ। 'অসদেব ইদমাসীৎ'—ইত্যভাব-ব্রহ্মবাদিনঃ শূন্যভুবমবগাহ্য স্থিতাঃ। মাধ্যমিকা অপি এবমেব। পরা প্রকৃতিঃ ভগবান্ বাসুদেবঃ তদ্বিস্ফুলিঙ্গপ্রায়া এব জীবাঃ—ইতি পাঞ্চরাত্রাঃ পরস্যাঃ প্রকৃতেঃ পরিণামাভ্যুপগমাৎ অব্যক্তে এব অভি-নিবিষ্টাঃ। সাংখ্যাদয়স্তু বিজ্ঞানাকলপ্রায়াং ভূমিম্ অবলম্বন্তে। 'সদেব ইদমগ্র আসীৎ'—ইতি ঈশ্বরতত্ত্বপদমাশ্রিতা অপরে শ্রুত্যন্তবিদঃ। শব্দব্রহ্মময়ং পশ্যন্তীরূপম্ আত্মতত্ত্বম্—ইতি বৈয়াকরণাঃ শ্রীসদাশিবপদমধ্যাসিতাঃ। এবমন্যদপি অনুমন্তব্যম্। এতচ্চ আগমেষু—

> "বুদ্ধিতত্ত্বে স্থিতা বৌদ্ধা গুণেষ্বেবার্হতাঃ স্থিতাঃ।
> স্থিতা বেদবিদঃ পুংসি অব্যক্তে পাঞ্চরাত্রিকাঃ॥"

ইত্যাদিনা নিরূপিতম্। বিশ্বোত্তীর্ণমাত্মতত্ত্বম্—ইতি তান্ত্রিকাঃ বিশ্বময়ম্ ইতি—কুলাদ্যাম্নায়নিবিষ্টাঃ। বিশ্বোত্তীর্ণং বিশ্বময়ং চ—ইতি ত্রিকাদিদর্শনবিদঃ। এবম্ একস্যৈব চিদাত্মনো ভগবতঃ স্বাতন্ত্র্যাব ভাসিতাঃ সর্বা ইমা ভূমিকাঃ স্বাতন্ত্র্যপ্রচ্ছাদনোন্মীলনতারতম্য ভেদিতাঃ, অত এক এব এতাবৎব্যাপ্তিক আত্মা। মিতদৃষ্টয়ঃ অংশাংশিকাসু তদিচ্ছয়ৈব অভিমানং গ্রাহিতাঃ, যেন দেহাদিষু ভূমি পূর্ব-পূর্ব-প্রমাতৃ-ব্যাপ্তিসারতা-প্রথায়ামপি উক্তরূপাং মহাব্যাপ্তি পরশক্তিপাতং বিনা ন লভন্তে। যথোক্তম্—

"বৈষ্ণবাদ্যাস্তু যে কেচিদ্ বিদ্যারাগেণ রঞ্জিতাঃ।
ন বিন্দন্তি পরং দেবং সর্বজ্ঞং জ্ঞানশালিনম্ ॥" ইতি।
"ত আত্মোপাসকাঃ শৈবং ন গচ্ছন্তি পরং পদম্ ॥" ইতি চ।

অপি চ সর্বেষাং দর্শনানাং—সমস্তানাং নীলসুখাদিজ্ঞানানাং যা 'স্থিতয়ঃ'—অন্তর্মুখরূপা বিশ্রান্তয়ঃ তাঃ 'তদ্‌ভূমিকাঃ'—চিদানন্দঘন স্বাত্মস্বরূপাভিব্যক্ত্যুপায়াঃ। তথা হি যদা যদা বহির্মুখং রূপং স্বরূপে বিশ্রাম্যতি, তদা তদা বাহ্যবস্তূপসংহারঃ, অন্তঃপ্রশান্তপদাবস্থিতিঃ তত্তদুদেষ্যৎসংবিৎসন্তত্যাসূত্রণম্ ;—ইতি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারমেলন রূপা ইয়ং তুরীয়া সংবিদ্‌ভট্টারিকা তত্তৎসৃষ্ট্যাদি-ভেদান্ উদ্‌বমন্তী সংহরন্তী চ, সদা পূর্ণা চ, কৃশা চ, উভয়রূপা চ, অনুভয়াত্মা চ অক্রমমেব স্ফুরন্তী স্থিতা। উক্তং চ শ্রীপ্রত্যভিজ্ঞাটীকায়াম্—

"তাবদর্থাবলেহেন উত্তিষ্ঠতি, পূর্ণা চ ভবতি" ইতি।

এষা চ ভট্টারিকা ক্রমাৎ ক্রমম্ অধিকমনুশীল্যমানা স্বাত্মসাৎ করোত্যেব ভক্তজনম্ ॥ ৮

ভাবার্থ : যাবতীয় দর্শনের স্থিতি বা সিদ্ধান্ত শিবতত্ত্বেরই ভিন্ন ভি

ভূমিকায়। তাহা আত্মার স্বেচ্ছাগৃহীত কৃত্রিম ভূমিকার মতই। শৈবাগমেই দৃষ্টিভঙ্গীর পর্যবসান। চার্বাকমত—চৈতন্যবিশিষ্ট শরীরই আত্মা। জ্ঞানাদি গুণসমুদয়ের আশ্রয় আত্মা সংসারী—নৈয়ায়িক বলেন। তাঁহারা যে বুদ্ধিতত্ত্বের উচ্ছেদে অপবর্গ মানেন, তাহা শূন্যবাদের সামিল। মীমাংসক—সুখদুঃখাদি উপাধি দ্বারা আচ্ছাদিত আত্মা মানেন, ইহারাও বুদ্ধিতত্ত্বে সমাবিষ্ট। জ্ঞানের ক্ষণিক সন্তান বা প্রবাহরূপ বুদ্ধিতত্ত্বেই বৌদ্ধমত পর্যবসিত। কোনও কোনও বেদান্তী প্রাণকে আত্মা মানেন। অভাববাদী—অসৎরূপী আত্মা মানিয়া শূন্যে পৌঁছান। নাগার্জুন মাধ্যমিক শূন্যবাদীরও ঐ মত। পাঞ্চরাত্র বলেন—পরমা প্রকৃতি ভগবান্, তাঁহার সহিত অংশাংশীর মতই জীববৃন্দের সম্বন্ধ। পরাপ্রকৃতি স্বীকার করায় অব্যক্তেই সেই মতের পর্যবসান। সাংখ্যগণ—বিজ্ঞানাকল ভূমিকা স্বীকার করেন। অন্য বেদান্তীরা "সদেব ইদমগ্র আসীৎ" এই ঈশ্বরতত্ত্বপদাশ্রিত ব্রহ্মই আত্মা বলেন। শব্দব্রহ্মবাদী বৈয়াকরণ মনে করেন, পশ্যন্তীরূপ[১৭] শব্দব্রহ্মময় আত্মতত্ত্ব। তাহাতে সদাশিবতত্ত্বই উপপাদিত হয়। তান্ত্রিকমতে—আত্মতত্ত্ব বিশ্বোত্তীর্ণ, কুলাচারমতে বিশ্বময় আত্মা। ত্রিকদর্শনে—উভয়ই, বিশ্বোত্তীর্ণ ও বিশ্বময়। একই ভগবান্ শিবের স্বাতন্ত্র্য অবভাসিত হয়, যেমন যেমন মায়ার আচ্ছাদনের ন্যূনতা হয়। সকলমতেই এক চিদাত্মা শিবই ব্যাপ্ত আছেন। পরিচ্ছিন্ন-দৃষ্টি দার্শনিকগণ অংশাংশিক বিষয়ে অভিমান বা তাদাত্ম্যবশতঃ ভগবানের মহাব্যাপ্তিরূপ উপলব্ধি করেন না, তাঁহারই ইচ্ছায়। সে জ্ঞানও সম্ভব হয় শুধু শক্তিপাতেই[১৮]। বৈষ্ণবেরা জ্ঞানশালী পরমেশ্বরকে জানে না, তাহারা বিদ্যারাগরঞ্জিত[১৯] এবং আত্মোপাসক তাহারা শিবপদ পর্যন্ত উন্নীত হইতে পারে না। সকল দর্শনের যাহা নীলসুখাদি জ্ঞানের অন্তর্মুখী বিশ্রান্তি, তাহাই চিদানন্দঘন

স্বাত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের মেলনরূপ যে তুরীয়া সংবিৎভট্টারিকা, তিনিই স্বয়ং সৃষ্ট্যাদির অদ্বিতীয় সহায়-নিরপেক্ষ আত্মা এবং বিনা ক্রমেই জগতের স্ফুরণ করেন। তিনি কখনও বিশ্ব বমন বা বহিঃপ্রকটন করেন, কখনও সংহরণ করেন, কখনও পূর্ণা, কখনও কৃশা। শ্রীপ্রত্যভিজ্ঞাটীকায় প্রাপ্ত হওয়া যায় "যাবতীয় অর্থ বা বিষয় অবলেহ করিয়া শক্তি পুনরায় উত্থিতা হন এবং পূর্ণত্ব গ্রহণ করেন।" এই শক্তিভট্টারিকাই ক্রমে ক্রমে ভক্তদ্বারা অনুশীলিত হইলে, ভক্তজনকে স্বাত্মসাৎ করেন বা আত্ম-স্বরূপ করেন ॥৮

যদি এবম্ভূতস্য আত্মনো বিভূতিঃ, তৎ কথম্ অয়ং মলাবৃতঃ অণুঃ কলাদিবলিতঃ সংসারী অভিধীয়তে ? ইত্যাহ—

চিদ্বৎ তচ্ছক্তিসঙ্কোচাৎ মলাবৃতঃ সংসারী ॥ ৯

যদা "চিদাত্মা" পরমেশ্বরঃ স্বস্বাতন্ত্র্যাৎ অভেদব্যাপ্তিং নিমজ্জ্য ভেদব্যাপ্তিম্ অবলম্বতে, তদা 'তদীয়া ইচ্ছাদিশক্তয়ঃ' অসঙ্কুচিতা অপি 'সঙ্কোচবত্যো' ভান্তি ; তদানীমেব চ অয়ং 'মলাবৃতঃ সংসারী' ভবতি। তথা চ অপ্রতিহতস্বাতন্ত্র্যরূপা ইচ্ছাশক্তিঃ সঙ্কুচিতা সতী অপূর্ণম্মন্যতারূপম্ আণবং মলম্ ; জ্ঞানশক্তিঃ ক্রমেণ সঙ্কোচাৎ ভেদে সর্বজ্ঞত্বস্য কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বাপ্তেঃ অন্তঃকরণবুদ্ধীন্দ্রিয়তাপত্তিপূর্বম্ অত্যন্তং সঙ্কোচগ্রহণেন ভিন্নবেদ্যপ্রথারূপং মায়ীয়ং মলম্ ; ক্রিয়াশক্তিঃ ক্রমেণ ভেদে সর্বকর্তৃত্বস্য কিঞ্চিৎকর্তৃত্বাপ্তেঃ কর্মেন্দ্রিয়রূপ-সঙ্কোচগ্রহণপূর্বম্ অত্যন্তং পরিমিততাং প্রাপ্তা শুভাশুভানুষ্ঠানময়ং কার্মং মলম্। তথা সর্বকর্তৃত্ব-সর্বজ্ঞত্ব-পূর্ণত্ব-নিত্যত্ব-ব্যাপকত্ব-শক্তয়ঃ সঙ্কোচং গৃহ্ণাণা যথাক্রমং কলা-বিদ্যা-রাগ-কাল-নিয়তি-রূপতয়া ভান্তি। তথাবিধশ্চ

অয়ং শক্তিদরিদ্রঃ সংসারী উচ্যতে; স্বশক্তিবিকাসে তু শিব এব ॥৯

শঙ্কা—একই আত্মার এইরূপ বিভূতি যদি হয়, তাহা হইলে কঞ্চুকাবৃত মলাবৃত হইবেন কিরূপে এবং কেমন করিয়া সংসারী হইবেন? উত্তরে নবমসূত্রে বলিতেছেন, চিতি নিজশক্তি সঙ্কোচ করিয়া মলাবৃত সংসারী হন। অভেদব্যাপ্তিতে নিমগ্ন হইয়াও স্বাতন্ত্র্যবশতঃ চিদাত্মা পরমেশ্বর ভেদব্যাপ্তি অবলম্বন করেন। তখন তাঁহার ইচ্ছাশক্তি অসঙ্কুচিত হইলেও সঙ্কুচিতবৎ প্রতীত হয়। তখনই মলাবৃত সংসারী হন। অপ্রতিহত স্বাতন্ত্র্যরূপ ইচ্ছা-শক্তির সঙ্কোচে অপূর্ণম্মন্যতারূপ আণবমল প্রকট হয়। জ্ঞানশক্তির সঙ্কোচে কিঞ্চিদ্‌জ্ঞত্ব হয়, জ্ঞেয়পদার্থ ভিন্ন বলিয়া মনে হয় এবং অত্যন্ত সঙ্কোচ-গ্রহণে মায়ীয়মল প্রকট করেন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি প্রাপ্ত হইয়া। ক্রিয়া-শক্তি ক্রম-অনুসারে ভেদের ফলে সর্বকর্তৃত্ব কিঞ্চিৎকর্তৃত্বরূপ সঙ্কোচে পরিণত হয় এবং কর্মেন্দ্রিয় গ্রহণপূর্ব্বক অত্যন্ত অল্পতা প্রাপ্ত হইয়া, শুভাশুভ অনুষ্ঠানময় কার্মমল প্রকট করেন। এই-প্রকারে সর্বকর্তৃত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, পূর্ণত্ব, নিত্যত্ব ও ব্যাপকত্ব শক্তির সঙ্কোচ-গ্রহণপূর্বক যথাক্রমে কলা-বিদ্যা-রাগ-কাল-নিয়তিরূপে প্রতীত হন। এই অবস্থায় অণু বা জীব শক্তিদরিদ্র, স্বশক্তিবিকাশে পুনরায় পর-শিব হন ॥ ৯

ননু সংসার্য্যবস্থায়াম্ অস্য কিঞ্চিৎ শিবতোচিতম্ অভিজ্ঞানমস্তি যেন শিব এব তথাবস্থিতঃ? ইতি উদ্‌ঘোষ্যতে। অস্তি। ইত্যাহ—

তথাপি তদ্বৎ পঞ্চকৃত্যানি করোতি ॥ ১০

ইহ ঈশ্বরাদ্বয়দর্শনস্য ব্রহ্মবাদিভ্যঃ অয়মেব বিশেষঃ যৎ

"সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারং বিলয়স্থিতিকারকম্।
অনুগ্রহকরং দেবং প্রণতার্ত্তিবিনাশনম্॥"

ইতি শ্রীমৎস্বচ্ছন্দাদিশাসনোক্তনীত্যা সদা পঞ্চবিধকৃত্যকারিত্বং চিদাত্মনো ভগবতঃ। যথা চ ভগবান্ শুদ্ধেতরাধ্বস্ফারণক্রমেণ স্বরূপবিকাসরূপাণি সৃষ্ট্যাদীনি করোতি, 'তথা' সঙ্কুচিতচিচ্ছক্তিতয়া সংসারভূমিকায়ামপি 'পঞ্চকৃত্যানি' বিধত্তে। তথা হি—

"তদেবং ব্যবহারেঽপি প্রভুর্দেহাদিমাবিশন্।
ভান্তমেবান্তরার্থৌঘমিচ্ছয়া ভাসয়েৎ বহিঃ॥"

ইতি প্রত্যভিজ্ঞাকারিকোক্তার্থদৃষ্ট্যা দেহপ্রাণাদিপদম্ আবিশন্ চিদ্রূপো মহেশ্বরো বহির্মুখীভাবাবসরে নীলাদিকমর্থং নিয়তদেশ-কালাদিতয়া যদা আভাসয়তি, তদা নিয়তদেশকালাদ্যাভাসাংশে অস্য স্রষ্টৃতা, অন্যদেশকালাদ্যাভাসাংশে অস্য সংহর্তৃতা, নীলাদ্যা-ভাসাংশে স্থাপকতা, ভেদেন আভাসাংশে বিলয়কারিতা, প্রকাশৈক্যেন প্রকাশনে অনুগ্রহীতৃতা। যথা চ সদা পঞ্চবিধকৃত্য-কারিত্বং ভগবতঃ, তথা ময়া বিতত্য স্পন্দসন্দোহে নির্ণীতম্। এবমিদং পঞ্চবিধকৃত্যকারিত্বম্ আত্মীয়ং সদা দৃঢ়প্রতিপত্ত্যা পরিশীল্যমানং মাহেশ্বর্য্যম্ উন্মীলয়ত্যেব ভক্তিভাজাম্। অতএব যে সদা এতৎ পরিশীলয়ন্তি, তে স্বরূপবিকাসময়ং বিশ্বং জানানা জীবন্মুক্তা—ইত্যাম্নাতাঃ। যে তু ন তথা, তে সর্বতো বিভিন্নং মেয়জাতং পশ্যন্তো বদ্ধাত্মানঃ॥১০

ভাবার্থ: সংসারী অবস্থাতেও কি জীবের এমত শিবত্বের উপযোগী কোনো অভিজ্ঞান থাকে যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে শিবই সেইরূপে অবস্থিত? এই শঙ্কা দূর করিতে দশম সূত্র।

ঈশ্বরের যেমন পঞ্চকৃত্যকারিত্ব আছে (সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-বিলয়-অনুগ্রহ অথবা আভাসন-রক্তি-বিমর্শন-বীজাবস্থাপন ও বিলাপন একাদশসূত্রে বর্ণিত), জীবও তদ্রূপই করেন, কেবল ব্যষ্টি ও সমষ্টির পার্থক্যমাত্র। ঈশ্বরাদ্বৈতদর্শনের (শৈবাগম) সহিত এখানেই ব্রহ্মবাদীর বৈলক্ষণ্য। পঞ্চকৃত্যকারিত্ব সর্বদাই আছে, মাঝে মাঝে নহে। ব্যবহারদশায় প্রভু দেহাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তঃপ্রকাশিত অর্থসমুদয়কে বাহিরে প্রকাশ করেন। এই দৃষ্টিতে, দেহপ্রাণাদিতে প্রবিষ্ট মহেশ্বর বহির্মুখভাব হইতে যথাবসরে যখন নীলাদি অর্থের নিয়তদেশকালাদির দ্বারা আভাসন করেন, তখন তাঁহার সৃষ্টিতা। নীলাদির আভাসাংশে স্থাপকতা। ভেদের আভাসাংশে বিলয়কারিতা। অন্যদেশকালাদি আভাসাংশে সংহার। প্রকাশাংশে অনুগ্রহ। (স্পন্দসন্দোহে ক্ষেমরাজ বিবৃত করিয়াছেন)। এই-প্রকার স্বীয় পঞ্চবিধকৃত্যকারিত্ব যিনি দৃঢ় প্রতিপত্তির সহিত পরিশীলন করেন, তাঁহার প্রতি মহেশ্বর নিজ শক্তি প্রকট করেন এবং তৎপ্রভাবে তিনি স্বরূপ বা বিকাশময় বিশ্ব পরিজ্ঞাত হইয়া জীবন্মুক্ত হন, শাস্ত্রে তাহাই উক্ত আছে। পক্ষান্তরে যাহারা ভেদবুদ্ধিতে নিমগ্ন, সর্বত্র বিভিন্ন প্রমেয় দর্শন করে, তাহাদের আত্মা বদ্ধ ॥ ১০

ন চ অয়মেব প্রকারঃ পঞ্চবিধকৃত্যকারিত্বে, যাবৎ অন্যোঽপি কশ্চিৎ রহস্যরূপোঽস্তি।—ইত্যাহ—

আভাসন-রক্তি-বিমর্শন-বীজাবস্থাপন বিলাপনতস্তানি ॥ ১১

'পঞ্চবিধকৃত্যানি করোতি' ইতি পূর্বতঃ সম্বধ্যতে। শ্রীমন্মহার্থ-দৃষ্ট্যা দৃগাদিদেবীপ্রসরণ-ক্রমেণ যৎ যৎ আভাতি, তৎ তৎ সৃজ্যতে,

তথা সৃষ্টে পদে তত্র যদা প্রশান্তনিমেষং কঞ্চিৎ কালং রজ্যতি তদা স্থিতিদেব্যা তৎ স্থাপ্যতে, চমৎকারাপর-পর্যায়বিমর্শনসময়ে সংহ্রিয়তে। যথোক্তং শ্রীরামেণ—

"সমাধিবজ্রেণাপ্যন্যৈরভেদ্যো ভেদভূধরঃ।
পরামৃষ্টশ্চ নষ্টশ্চ ত্বদ্‌ভক্তিবলশালিভিঃ॥" ইতি।

যদা তু সংহ্রিয়মাণমপি এতৎ অন্তঃবিচিত্রাশঙ্কাদিসংস্কারম্ আধত্তে, তদা তৎ পুনঃ উদ্‌ভবিষ্যৎসংসারবীজভাবমাপন্নং বিলয়পদম্ অধ্যারোপিতম্। যদা পুনঃ তৎ তথা অন্তঃস্থাপিতম্ অন্যত বা অনুভূয়মানমেব হঠপাকক্রমেণ অলংগ্রাসযুক্ত্যা চিদগ্নি-সাদ্‌ভাবম্ আপদ্যতে, তদা পূর্ণতাপাদনেন অনুগৃহ্যতে এব। ঈদৃশং চ পঞ্চ-বিধকৃত্যকারিত্বং সর্বস্য সদা সন্নিহিতমপি সদ্‌গুরূপদেশং বিনা ন প্রকাশতে, ইতি সদ্‌গুরুসপর্যৈব এতৎপ্রথার্থম্ অনুসর্তব্যা॥ ১১

ভাবার্থ: পঞ্চবিধকৃত্যকারিত্বে অন্যপ্রকার রহস্যও আছে। সেগুলি আভাসন, রক্তি, বিমর্শন, বীজাবস্থাপন ও বিলাপন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী প্রসরণক্রমে যাহা যাহা আভাসিত করেন তাহাই সৃষ্টি, যাহা আভাসিত হয় না তাহা সৃষ্টও হয় না। (ইহাই মহার্থমঞ্জরীবিবৃত তান্ত্রিকদৃষ্টি।) সৃষ্টপদে কিঞ্চিৎকাল রক্ত হন (তাহাতে রঞ্জন করেন), তখন স্থিতি দেবীর স্থাপনা। সংহার হয় অদ্বৈতবোধ চমৎকার হইতে। (শঙ্করবাদ তুলনীয়)। এই চমৎকারের ফলেই বাহ্যাত্মক সব কিছু আন্তরে পরিণত হয়, বহুকে এক করা হয়। এই বিমর্শনে কিন্তু সংস্কার নষ্ট হয় না। সংহারের পরেও আশঙ্কা প্রভৃতি সংস্কার ধারণ করিয়া সংসারবীজ উদ্ভূত হইতে পারে। অভিনব সৃষ্টি হয় বলিয়াই বিলয় বলা হয়,

তিরোধানে সৃষ্টির বীজ থাকে। শ্রীরাম বলেন, "ভেদরূপী পর্বত সমাধির বজ্র দ্বারাও ভিন্ন করা সম্ভব নহে, বলবান্ ভক্ত তোমারই শক্তি দ্বারা, হে প্রভো! যাবতীয় ভেদ চূর্ণ করিতে পারেন।" অনুভূয়মান অন্তঃস্থাপিত জগৎ যখন আবার হঠপাকক্রমে প্রশান্ত হয়, বা অলংগ্রাসযুক্তির দ্বারা পূর্ণগ্রাসিত হয় অথবা চিদগ্নি তাহাকে ভস্মসাৎ করে, তখনই পরমেশ্বর পূর্ণতা-আপাদক 'শিবোঽহং' ভাব দ্বারা অনুগ্রহ করেন। এইপ্রকার পঞ্চবিধকৃত্যকারিত্ব সকলের সন্নিহিত হইলেও, সদ্গুরূপদেশ ব্যতীত প্রকাশিত হয় না। অতএব সদ্গুরুপূজার অনুসরণ কর্তব্য। [হঠপাকক্রম—একবার মাত্র উপদেশে (যেন বলাৎকারে) জ্ঞেয় জ্ঞাতার সহিত একীভূত হইয়া যায়। ক্রমে ক্রমে প্রক্রিয়া যাহা, তাহাতে সৃষ্টি প্রভৃতি পরমশিবের উপাধিসমূহ চিদগ্নি-সাৎকারে বিগলিত হয়। অলংগ্রাসযুক্তিতে আত্মসাৎকরণে অর্থাৎ পরিপূর্ণ গ্রাসরূপ যুক্তিতে, নিখিল ইদন্তার সম্পূর্ণ আত্মসাৎকরণে বা পূর্ণাহন্তায় কোনও সংস্কারচিহ্ন কিছুই থাকে না, সৃষ্টিবীজের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়] ॥ ১১

যস্য পুনঃ সদ্গুরূপদেশং বিনা এতৎ পরিজ্ঞানং নাস্তি, তস্য অবচ্ছাদিতস্বস্বরূপাভিঃ নিজাভিঃ শক্তিভিঃ ব্যামোহিতত্বং ভবতি। ইত্যাহ—

তদপরিজ্ঞানে স্বশক্তিভির্ব্যামোহিততা সংসারিত্বম্ ॥ ১২

'তস্য' এতস্য যদা সম্ভবতঃ পঞ্চবিধকৃত্যকারিত্বস্য 'অপরিজ্ঞানে' —শক্তিপাতহেতুকস্বভাবোন্মীলনাভাবাৎ অপ্রকাশনে 'স্বাভিঃ শক্তিভিঃ ব্যামোহিতত্বম্'—বিবিধলৌকিকশাস্ত্রীয়শঙ্কাশঙ্কুকীলিতত্বং যৎ, ইদমেব 'সংসারিত্বম্'। তদুক্তং শ্রীসর্ববীরভট্টারকে—

"অজ্ঞানাচ্ছঙ্কতে লোকস্ততঃ সৃষ্টিশ্চ সংহৃতিঃ" ॥ ইতি।

"মন্ত্রা বর্ণাত্মকাঃ সর্বে সর্বে বর্ণাঃ শিবাত্মকাঃ" ॥ ইতি চ।

তথা হি—চিৎপ্রকাশাৎ অব্যতিরিক্তা নিত্যোদিতমহামন্ত্ররূপা পূর্ণাহংবিমর্শময়ী যা ইয়ং পরা বাক্শক্তিঃ 'আদি'-'ক্ষা'ন্ত-রূপাশেষ-শক্তিচক্রগর্ভিণী, সা তাবৎ পশ্যন্তীমধ্যমাদিক্রমেণ গ্রাহকভূমিকাং ভাসয়তি। তত্র চ পরারূপত্বেন স্বরূপম্ অপ্রথয়ন্তী মায়া-প্রমাতুঃ অস্ফুটাসাধারণার্থাবভাসরূপাং প্রতিক্ষণং নবনবাং বিকল্পক্রিয়া-মুল্লাসয়তি, শুদ্ধামপি চ অবিকল্পভূমিং তদাচ্ছাদিতামেব দর্শয়তি। তত্র চ ব্রাহ্ম্যাদিদেবতাধিষ্ঠিত-'ক'কারাদিবিচিত্রশক্তিভিঃ ব্যামোহিতো দেহ-প্রাণাদিমেব পরিমিতম্ অবশম্ আত্মানং মন্যতে মূঢ়জনঃ। ব্রাহ্ম্যাদি-দেব্যঃ পশুদশায়াং ভেদবিষয়ে সৃষ্টিস্থিতী, অভেদবিষয়ে চ সংহারং প্রথয়ন্ত্যঃ, পরিমিতবিকল্পপাত্রতামেব সম্পাদয়ন্তি, পতিদশায়াং তু ভেদে সংহারম্, অভেদে চ সর্গস্থিতী প্রকটয়ন্ত্যঃ ক্রমাৎক্রমং বিকল্প-নির্হ্রাসনেন শ্রীমদ্ভৈরবমুদ্রানুপ্রবেশময়ীং মহতীম্ অবিকল্পভূমিমেব উন্মীলয়ন্তি।

"সর্বো মমায়ং বিভব ইত্যেবং পরিজানতঃ।
বিশ্বাত্মনো বিকল্পানাং প্রসরেঽপি মহেশতা ॥"

ইত্যাদিরূপাং চিদানন্দাবেশমগ্নাং শুদ্ধবিকল্পশক্তিম্ উল্লাসয়ন্তি ততঃ উক্তনীত্যা স্বশক্তি-ব্যামোহিততৈব সংসারিত্বম্।

কিং চ চিতিশক্তিরেব ভগবতী বিশ্ববমনাৎ সংসার-বামাচারত্বাচ্চ বামেশ্বর্যাখ্যা সতী, খেচরী-গোচরী-দিক্চরী-ভূচরীরূপৈঃ অশেষৈঃ প্রমাতৃ-অন্তঃকরণ-বহিষ্করণ-ভাবস্বভাবৈঃ পরিস্ফুরন্তী, পশুভূমিকায়াং শূন্যপদবিশ্রান্তা কিঞ্চিৎকর্তৃত্বাদ্যাত্মক-কলাদি-শক্ত্যাত্মনা খেচরী-চক্রেণ গোপিতপারমার্থিক-চিদ্গগনচরীত্বস্বরূপেন চকাস্তি, ভেদ-

নিশ্চয়াভিমান-বিকল্পনপ্রধানান্তঃকরণ-দেবীরূপেণ গোচরীচক্রেণ গোপিতাভেদনিশ্চয়াত্মাত্মকপারমার্থিকস্বরূপেণ প্রকাশতে ; ভেদালোচনাদিপ্রধানবহিষ্করণদেবতাত্মনা চ দিক্‌চরীচক্রেণ গোপিতাভেদপ্রথাত্মকপারমার্থিকস্বরূপেণ স্ফুরতি, সর্বতো ব্যবচ্ছিন্নাভাসস্বভাবপ্রমেয়াত্মনা চ ভূচরীচক্রেণ গোপিতসার্বাত্ম্যস্বরূপেণ পশুহৃদয়ব্যামোহিনা ভাতি। পতিভূমিকায়াং তু সর্বকর্তৃত্বাদিশক্ত্যাত্মকচিদ্‌গগনচরীত্বেন, অভেদনিশ্চয়াত্মাত্মনা গোচরীত্বেন, অভেদালোচনাত্মাত্মনা দিক্‌চরীত্বেন, স্বাঙ্গকল্পাদ্বয়প্রথাসার-প্রমেয়াত্মনা চ ভূচরীত্বেন পতিহৃদয়বিকাসিনা স্ফুরতি। তথা চ উক্তম্ সহজচমৎকারপরিজনিতাক্ষতকাদরেণ ভট্টদামোদরেণ বিমুক্তকেষু—

"পূর্ণাবচ্ছিন্নমাত্রান্তর্বহিষ্করণভাবগাঃ।
বামেশাত্মাঃ পরিজ্ঞানা জ্ঞানাৎ স্যুর্মুক্তি-বন্ধদাঃ॥" ইতি। এবং চ নিজশক্তিব্যামোহিততৈব সংসারিত্বম্। অপি চ চিদাত্মনঃ পরমেশ্বরস্য স্বা অনপায়িনী একৈব স্ফুরত্তাসারকর্তৃতাত্মা ঐশ্বর্যশক্তিঃ। সা যদা স্বরূপং গোপয়িত্বা পাশবে পদে প্রাণাপান-সমান-শক্তিদশাভিঃ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত-ভূমিভিঃ দেহ-প্রাণ-পুর্যষ্টক-কলাভিশ্চ ব্যামোহয়তি, তদা তদ্‌ব্যামোহিততা সংসারিত্বম্ ; যদা তু মধ্যধামোল্লাসাম্ উদানশক্তিং, বিশ্বব্যাপ্তিসারাং চ ব্যানশক্তিং, তুর্যদশায়াং তুর্যাতীতদশারূপাং চ চিদানন্দঘনাম্ উন্মীলয়তি, তদা দেহাত্মবস্থায়ামপি পতিদশাত্মা জীবন্মুক্তির্ভবতি। এবং ত্রিধা স্বশক্তিব্যামোহিততা ব্যাখ্যাতা। "চিদ্বৎ" ইতি নবমসূত্রে চিৎপ্রকাশো গৃহীতসঙ্কোচঃ সংসারী ইত্যুক্তম্, ইহ তু স্বশক্তিব্যামোহিতত্বেন অস্য সংসারিত্বং ভবতি,—ইতি ভঙ্গ্যন্তরেণ উক্তম্। এবং সঙ্কুচিতশক্তিঃ প্রাণাদিমানপি যদা স্বশক্তিব্যামোহিতো ন ভবতি, তদা অয়ং—

'........................শরীরী পরমেশ্বরঃ।'

ইত্যাম্নায়স্থিত্যা শিবভট্টারক এব,—ইতি ভঙ্গ্যা নিরূপিতং ভবতি। যদাগমঃ "মনুষ্যদেহমাস্থায় ছন্নাস্তে পরমেশ্বরাঃ" ইতি। উক্তং চ প্রত্যভিজ্ঞাটীকায়াম্—

"শরীরমেব ঘটাদ্যপি বা যে ষট্ত্রিংশত্তত্ত্বময়ম্।
শিবরূপতয়া পশ্যন্তি তেঽপি সিধ্যন্তি॥" ইতি॥ ১২

ভাবার্থ: সদ্‌গুরূপদিষ্ট পরিজ্ঞান যাহাদের নাই, আচ্ছাদিত নিজ শক্তি দ্বারাই তাহাদের ব্যামোহিতত্ব ঘটে। এই ব্যামোহিততা বা আত্মবিস্মৃতি পারমেশ্বরী শক্তির কারণে। সংসারিত্ব হয়, বিবিধ শাস্ত্রীয় ও লৌকিক শঙ্কা-শঙ্কু (কীল) দ্বারা কীলিত বা আক্রান্ত হইয়া। (গীতা ২। ৫২-৫৩ 'যদা তে মোহকলিলং…'। 'শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।') শক্তিপাতে স্বকীয় বল প্রকাশিত হইলে, পঞ্চকৃত্যকারিত্বের পরিজ্ঞান হয়, অপ্রকাশে নিজ শক্তিতেই এই ব্যামোহিতত্ব। লোক যে শঙ্কা করে, তাহার কারণও অজ্ঞান। অজ্ঞানের ফলেই লোকে মনে করে যে তাহা হইতেই সৃষ্টি ও সংহার, শ্রীসর্ববীরভট্টারকে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। (শঙ্করমত তুলনীয়।) পরা বাক্‌শক্তি বা পরা শক্তি নিত্যজাগ্রত মহামন্ত্র-রূপা[২০] পূর্ণাহন্তা, পশ্যন্তী মধ্যমা ও বৈখরী ভূমিতে[১৭] গ্রাহক সাজেন। এই চিৎপ্রকাশের সহিত অভিন্না, বিমর্শময়ী পরাবাক্-শক্তির গর্ভে অ হইতে ক্ষ পর্যন্ত[২১] যাবতীয় শক্তিই নিহিত। তাই বলা হইয়াছে—"সকল মন্ত্রসমূহ বর্ণাত্মক এবং সমস্ত বর্ণই শিবাত্মক"। ("মন্ত্রাঃ বর্ণাত্মকাঃ সর্বে সর্বে বর্ণাঃ শিবাত্মকাঃ")। পরারূপে নিজের স্বরূপ স্ফুরিত না করিয়া, মায়াপ্রমাতা বা চিদণুর সম্মুখে অস্ফুট অসাধারণ অর্থরূপ বিক্ষেপ, প্রতিক্ষণে নব নব বিকল্প-ক্রিয়া (ছবি)

ফুটাইয়া তোলেন। [বিকল্প আসে পরা বাক্ হইতেই, সমুদায় তাঁহার মধ্যেই আছে, দেখেন যিনি তিনিও আচ্ছাদিত পরা বাক্। ছবিগুলি স্পন্দনাত্মক বিকল্প বা সবিকল্পজ্ঞান হইতে জাত। সেখানে অবিকল্পভূমি বিকল্পদ্বারা আচ্ছাদিত। অবিকল্প ভূমিতে সকলই আমারই মহিমা, এই জ্ঞান থাকে।] ঠিক্ সেই অবস্থায়, মূঢ়জন মনে করে, সে নিজেই দেহপ্রাণাদি, পরিমিত বা পরিচ্ছিন্ন, অবশ—এ ব্যামোহ ব্রাহ্মী প্রভৃতি দেবতার ক-কারাদি বিচিত্র শক্তির কারণে। ঐ বিচিত্রশক্তিপ্রভাবে পশুদশায় ভেদবিষয়ক সৃষ্টি বিস্তার ঘটে। [বিপরীতক্রমে আমি দেহ নহি, প্রাণ নহি, জগৎ নহি, এমত বিবেকজ্ঞানে অনাত্ম সবকিছু সরিয়া যায়। চিৎবস্তু থাকে কিন্তু 'শিবোঽহং' বোধ হয় না। প্রমাতা তখন কেবলী হন্, ইহাই কৈবল্যাবস্থা। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রত্যভিজ্ঞার জন্য গুরূপদেশ, কৃপা ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা। বাচস্পতি মিশ্র বলেন—"তত্ত্বমসি" বাক্য বীজ বপন করে। প্রত্যভিজ্ঞা হঠপাকেও হয়, ক্রমপাকেও হয়। জ্ঞান ও ক্রিয়ার সামঞ্জস্যই চৈতন্য। ক্রিয়াশক্তি দ্বারা ইদন্তা অপসৃত হয়, জ্ঞানশক্তিতে অহন্তা ফুটিয়া উঠে]।

পতিদশায় অভেদবিষয়ে সৃষ্টিস্থিতি, ভেদবিষয়ে সংহার প্রস্ফুটিত হয়। ক্রমশঃ বিকল্প নিরাকৃত হইলে শ্রীমৎ ভৈরবমুদ্রা বা শাম্ভবী মুদ্রা (অহং ব্রহ্মাস্মি) অবিকল্পভূমি প্রকট করেন। (তুলনীয়—ব্রহ্মসূত্রে—'অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ'।) তখন পুরুষ যাবতীয় বৈভব বিজ্ঞাত হন, বিশ্বাত্মক বিকল্পরাজির বিস্তারেও মাহেশ্বরতা প্রত্যক্ষ করেন, নিজেকে শিবোঽহং বলিয়া জানেন, জানেন আমিই পরমেশ্বর। [তুলনীয়—বিজ্ঞানভৈরবে—"সর্বজ্ঞঃ সর্বকর্তা চ ব্যাপকঃ পরমেশ্বরঃ। স এবাহং শৈবধর্ম ইতি দার্ঢ্যাৎ শিবো ভবেৎ॥" শঙ্কর-মতে এ অবস্থায় অহং ব্রহ্মাস্মি এবং জগৎ মিথ্যা। চিদানন্দ

আবেশে মগ্ন শুদ্ধা বিকল্পশক্তি উচ্ছলিত হয়, "যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে", বিকল্প উদিত হইলেও ঐশ্বর্য খণ্ডিত হয়না (তুলনীয় —পাতঞ্জল)। "সর্বো মমায়ং বিভব ইত্যেবং পরিজানতঃ"—ইহাই শৈবাগমে শুদ্ধা বিকল্পশক্তি।] উক্ত বিচারে বুঝিতে হইবে, নিজ-শক্তিদ্বারা ব্যামোহিতত্ব বা আত্মবিস্মৃতিই সংসারিত্ব। (সঙ্কোচে আত্মাও স্বতন্ত্র, পৃথক্ হইয়া যায়। ঈশ্বরভাবে বলা হইয়াছে ক্রিয়া-শক্তি প্রধান, জ্ঞানশক্তির মাত্রা কম। বিন্দু দ্বারা একশিব এবং বিসর্গে দুই শক্তিতে সদাশিব সৃষ্টির আকর, বিশ্ব তাহার গর্ভে নিহিত।)

শাম্ভব উপায় বলা হইল, এখন শাক্তোপায় বলিতেছেন। ভগবতী চিতিশক্তি বিশ্ব বমন করিলে "বামেশ্বরী" সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন, কেননা সংসার বামাচারজনিত। সংসরণরূপ বামাচার ভিন্ন ভিন্ন বহিষ্করণ ও অন্তঃকরণযুক্ত প্রকৃতিতে প্রকট হয়। পশুভূমিতে (প্রথমে শূন্যপদে) চিতিশক্তির খেচরীশক্তি খেচরীচক্রে পরিণত হয় (চক্র অর্থে—প্রতিবন্ধক)। খেচরীচক্র[22] কিঞ্চিৎজ্ঞ, কিঞ্চিৎকর্তৃ, অল্পশক্তি প্রমাতৃত্বকে আবৃত করে। অভেদনিশ্চয়াত্মক পারমার্থিক স্বরূপ গোপিত রাখিয়া, ভেদনিশ্চয়ের অভিমান করেন। তখন বিকল্পপ্রধান অন্তঃকরণ দ্বারা গোচরীচক্রে[23] বিচরণকারী হন। এইপ্রকারেই গোপিত হইয়া, ভেদালোচনায় প্রধান বহিষ্করণ-দেবতারূপ দিক্চরীরূপে[24] স্ফুরিত হন—এ অবস্থার বৈশিষ্ট্য, অন্তঃকরণভেদ। সর্বাত্মরূপ গোপিত রাখিয়া, পশুহৃদয়-ব্যামোহ-জনক ভিন্ন ভিন্ন আভাসস্বরূপ প্রমেয়বর্গদ্বারা ভূচরীচক্রে[25] প্রকাশিত হন। সে অবস্থায় প্রমেয় দৃষ্ট হয়, খণ্ডজ্ঞান উদ্গত হয়। পতিভূমিতে সর্বকর্তৃত্ব, নিত্যত্ব, বিভুত্ব, সর্বজ্ঞত্ব। ইহাই চিদ্গগন-চরিত্ব। তখন বিশ্ব নিজের অঙ্গ মনে হয়, সে বোধ স্বতঃই হয়,

অদ্বয়ভূচরিত্বে পতি-হৃদয়ের বিকাস কারণে। গোচরীতে অভেদ-নিশ্চয় হয়, দিক্‌চরীতে অভেদালোচনাত্মক বিশ্ব আপনা হইতেই অদ্বয় মনে হয়।

এইরূপে নিজশক্তিতে ব্যামোহিতত্বই সংসারিত্ব। পরমেশ্বরের শক্তি একটী মাত্র, তাহা ঐশ্বর্যরূপা। তাহাই স্বতন্ত্র কর্তৃত্ব এবং তাহার সার—অহন্তাবোধ। তাহার দ্বারা পলে পলে অনন্ত বিশ্ব সৃষ্ট হয়। সে শক্তি সর্বদাই থাকে, কদাচ তিনি শক্তিহীন হন না। পশুদশায় সে শক্তি সঙ্কুচিত থাকে। পশুপদে ঐশ্বর্যশক্তি গোপন করিয়া, প্রাণ-অপান-সমান শক্তিগুলিকে আশ্রয় করিয়া, জাগ্রদাদি তিন ভূমিতে দেহ-প্রাণ-পুর্যষ্টক-কলাগুলির দ্বারা ব্যামোহিত হন।

পূর্বে বাক্‌ধারায় বুঝাইয়াছেন, বর্তমানে বায়ুধারায়[২৬] বুঝাইতেছেন। জীবের পশুভাবে নিত্যদ্বন্দ্ব চলিতেছে। নিমীলন হইতে উন্মীলন, জাগরণের পর নিদ্রা, বহির্মুখীগতির অন্তর্গতিতা এইরূপ সংগ্রাম নিত্যনিরন্তর আছে। সমানবায়ুতে সাম্যাবস্থা আনে, উদানবায়ুতে ঊর্ধ্বে লইয়া যায়, ব্যানের দ্বারা পূর্ণতা হয়। যখন মধ্যধাম[২৭]-উল্লাসকারিণী উদানশক্তি গুরুকৃপায় সাম্যাবস্থা হইতে তুরীয়াবস্থা আনয়ন করে, অনন্তর বিশ্বব্যাপ্ত ব্যানশক্তি তুর্যদশা হইতে তুর্যাতীতদশার[২৮] উন্মীলন করেন, তখন দেহ-প্রাণাদি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও পতিদশায় জীবন্মুক্তি ঘটে।

[(১) মধ্যধাম—সুষুম্না বা ব্রহ্মনাড়ী অথবা মধ্যমা বাক্। (২) উদানশক্তিতে দগ্ধ ইন্ধনের অবস্থা হয়, তাহাই তুর্যাতীত অবস্থা। ব্যানশক্তিতে আবার বিশ্বপ্রাপ্তি ঘটে দহনের পরে। বেদান্তের তুরীয় হইতে পার্থক্য, আগমে জগৎ মিথ্যা নহে, সম্পূর্ণ দেখা যায় অণু পরমাণু পর্যন্ত।]

স্বশক্তিব্যামোহিততা তিন প্রকারে কিরূপে হয়, বলা হইল।

নবম সূত্রে বলা হইয়াছে, স্বশক্তিব্যামোহিত অবস্থায় সংসারিত্ব। তাহাই অন্যপ্রকারে বর্ণিত হইল। যে-অবস্থায় জীব স্বশক্তি-ব্যামোহিত হন না, সে-অবস্থা 'শরীরী পরমেশ্বরঃ' ইত্যাদি আগমোক্তি অনুসারে 'শিবতুল্য'—তাহা অগ্রে নিরূপিত হইবে এবং তাহাতেই আগমোক্তি "মনুষ্যদেহম্ আস্থায় ছন্নাস্তে পরমেশ্বরাঃ" বাক্যের সার্থকতা হইবে।

[শরীরী হইলেও জীবন্মুক্ত পরমেশ্বরের বা জীবের কার্য চলিতে পারে, বিক্ষেপ থাকে বলিয়াই প্রচ্ছন্ন পরমেশ্বর, ঘট মঠ, পট, শিবরূপেই দেখেন। শঙ্করমতে দেহধারণও মায়ার বিক্ষেপ-শক্তির কারণে এবং পরামুক্তি বিদেহকৈবল্য]॥ ১২

উক্তসূত্রার্থপ্রাতিপক্ষ্যেণ তত্ত্বদৃষ্টিং দর্শয়িতুমাহ—

তৎপরিজ্ঞানে চিত্তমেব অন্তর্মুখীভাবেন
চেতনপদাধ্যারোহাৎ চিতিঃ॥ ১৩

পূর্বসূত্রব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রমেয়দৃষ্ট্যা বিতত্য ব্যাখ্যাতপ্রায়মেতৎ সূত্রম্; শব্দসঙ্গত্যা তু অধুনা ব্যাখ্যায়তে। "তস্য" আত্মীয়স্য পঞ্চকৃত্যকারিত্বস্য "পরিজ্ঞানে" সতি অপরিজ্ঞানলক্ষণকারণাপগমাৎ স্বশক্তিব্যামোহিততানিবৃত্তৌ স্বাতন্ত্র্যলাভাৎ প্রাক্ ব্যাখ্যাতং যৎ "চিত্তং" তদেব সঙ্কোচিনীং বহির্মুখতাং জহৎ, অন্তর্মুখীভাবেন চেতনপদাধ্যারোহাৎ,—গ্রাহকভূমিকাক্রমণক্রমেণ সঙ্কোচকলায়াঃ অপি বিগলনেন স্বরূপাপত্ত্যা "চিতিঃ" ভবতি, স্বাং চিন্ময়ীং পরাং ভূমিমাবিশতি ইত্যর্থঃ॥ ১৩

ভাবার্থঃ উপরি-উক্ত সূত্রার্থের বিপরীত তত্ত্বদৃষ্টি প্রদর্শন করিতে বলিতেছেন—এই পরিজ্ঞান হইলে চিত্তও[২৯] অন্তর্মুখীভাব-

দ্বারা চেতনপদে আরূঢ় হইলে 'চিতি' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। প্রায়শঃ এই সূত্র ব্যাখ্যাত হইয়াছে, শব্দের সঙ্গতিরক্ষার জন্য ব্যাখ্যা এইরূপ—পঞ্চকৃত্যকারিত্বের পরিজ্ঞানে অজ্ঞতালক্ষণ বিনষ্ট হইলে, স্বশক্তিব্যামোহিততা নিবৃত্ত হয়। তখন স্বাতন্ত্র্যলাভ ঘটে। বহির্মুখতা পরিহারে, গ্রাহক শুদ্ধ অধ্বাভূমি প্রাপ্ত হন। ক্রমে গ্রাহক ভূমিকাও চলিয়া যায়, নিজ চিন্ময়ী স্বরূপভূমি লাভ করেন, ইহাই স্বাতন্ত্র্যলাভ। এবিষয়ে বলা হইয়াছে "স পুনঃ শাম্ভবেচ্ছাতঃ শিবাভেদং পরামৃশন্। ক্রমান্মন্ত্রেশ-তন্নেতৃরূপো যাতি শিবাত্মতাম্" ॥ ১৩

নন্নু যদি পারমার্থিকং চিচ্ছক্তিপদং সকলভেদকবলনস্বভাবং তৎ অস্য মায়াপদেঽপি তথারূপেণ ভবিতব্যং যথা জলদাচ্ছাদিতস্যাপি ভানোঃ ভাবাবভাসকত্বম্। ইত্যাশঙ্ক্যাহ—

চিতিবহ্নিরবরোহপদে ছন্নোঽপি মাত্রয়া মেয়েন্ধনং প্লুষ্যতি ॥ ১৪

'চিতিরেব' বিশ্বগ্রসনশীলত্বাৎ 'বহ্নিঃ', 'অসৌ এব 'অবরোহপদে'—মায়াপ্রমাতৃতায়াং 'ছন্নোঽপি'—স্বাতন্ত্র্যাৎ আচ্ছাদিতস্বভাবোঽপি, ভূরিভূতিচ্ছন্নাগ্নিবৎ 'মাত্রয়া'—অংশেন, নীলপীতাদিপ্রমেয়েন্ধনং 'প্লুষ্যতি'—স্বাত্মসাৎকরোতি। মাত্রপদস্য ইদম্ আকূতম্—যৎ কবলয়ন্ অপি সার্বাত্ম্যেন ন গ্রসতে, অপি তু অংশেন, সংস্কারাত্মনা উত্থাপয়ন্তি। গ্রাসকত্বং চ সর্বপ্রমাতৃণাং স্বানুভবত এব সিদ্ধম্। যদুক্তং শ্রীমদুৎপলদেবপাদৈঃ নিজস্তোত্রেষু—

বর্তন্তে জন্তবোঽশেষা অপি ব্রহ্মেন্দ্রবিষ্ণবঃ।
গ্রসমানাস্ততো বন্দে দেব বিশ্বং ভবন্ময়ম্ ॥ ইতি ॥ ১৪

ভাবার্থঃ আশঙ্কা—নিজস্বভাবে চিৎশক্তি যখন সকল ভেদ পারমার্থিকত্বে কবলিত করিতে পারেন, মায়াজগতে তাহা দেখা যায় না কেন? মেঘাবৃত সূর্য ত জগৎ প্রকাশিত করিতে পারে? উত্তরে ১৪শসূত্র—চিদগ্নি মায়া-প্রমাতৃতায় আচ্ছাদিত স্বাতন্ত্র্য-স্বভাব হইলেও, প্রচুর ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায়, অংশতঃ (মাত্রয়া) নীলপীতাদি প্রমেয়রূপ ইন্ধন স্বাত্মসাৎ করিতে পারেন। সর্বাত্মক রূপে গ্রাস না করিলেও কিয়দংশ সংস্কাররূপে প্রকট করেন। চিতির এই গ্রাসকত্ব সকল প্রমাতারই স্বানুভবসিদ্ধ। মন মন্ত্র হয়, ক্রমে মন্ত্রেশ্বর, ক্রমশঃ চিতিশক্তিতে পর্যবসান। প্রমাতা প্রমাণ ও প্রমেয়কে দগ্ধ করেন। ত্রিপুটী চলিয়া গেলে আগমে শিবই থাকেন, বেদান্তে ব্রহ্ম। শ্রীউৎপলদেব স্তোত্রে বলিয়াছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইন্দ্রাদি যত জন্তু আছে, সকলই গ্রসমান হয়, সেজন্য হে বিশ্বাত্মক দেব! তোমাকে বন্দনা করিতেছি॥১৪

যদা পুনঃ করণেশ্বরীপ্রসরসঙ্কোচং সম্পাদ্য সর্গসংহারক্রম-পরিশীলনযুক্তিম্ আবিশতি তদা—

বললাভে বিশ্বমাত্মসাৎকরোতি॥ ১৫

চিতিরেব দেহপ্রাণাদ্যাচ্ছাদননিমজ্জনেন স্বরূপম্ উন্মগ্নত্বেন স্ফারয়ন্তী বলম্; যথোক্তং "তদাক্রম্য বলং মন্ত্রাঃ..." ইতি। এবং চ 'বললাভে'—উন্মগ্নস্বরূপাশ্রয়ণে, ক্ষিত্যাদি-সদাশিবান্তং 'বিশ্বম্ আত্মসাৎকরোতি'—স্বস্বরূপাভেদেন নির্ভাসয়তি। তদুক্তং পূর্ব-গুরুভিঃ স্বভাষাময়েষু ক্রমসূত্রেষু।

'যথা বহ্নিরুদ্বোধিতো দাহ্যং দহতি, তথা
বিষয়পাশান্ ভক্ষয়েৎ' ইতি।

"ন চৈবং বক্তব্যং,—বিশ্বাত্মসাৎকাররূপা সমাবেশভূঃ কাদাচিৎকী; কথম্ উপাদেয়া ইয়ং স্যাৎ ইতি। যতো দেহাদ্যুন্মজ্জননিমজ্জনবশেন ইদম্ অস্যাঃ কাদাচিৎকত্বম্ ইব আভাতি। বস্তুতস্তু চিতিস্বাতন্ত্র্যাবভাসিতদেহাদ্যুন্মজ্জনাৎ এব কাদাচিৎকত্বম্। এষা তু সদৈব প্রকাশমানা, অন্যথা তৎ দেহাদি অপি ন প্রকাশেত। অতএব দেহাদি-প্রমাতৃতাভিমান-নিমজ্জনায় অভ্যাসঃ, ন তু সদা প্রথমানতাসার-প্রমাতৃতাপ্রাপ্ত্যর্থম্, ইতি শ্রীপ্রত্যভিজ্ঞাকারাঃ ॥১৫

ভাবার্থ ঃ যখন ইন্দ্রিয়শক্তি (করণেশ্বরী দেবী) প্রসার ও সঙ্কোচ-সম্পাদনে আবিষ্ট হন, তখন প্রসারক্রমে সৃষ্টি ও সঙ্কোচহেতু সংহার সংঘটিত হয়। তখন এই শক্তিপ্রভাবে, যোগী সমগ্র বিশ্ব আত্মসাৎ করেন। এই আত্মলাভ বলহীন কেহ করিতে পারে না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। ইহাই বস্তুতঃ সাধনা—প্রসার ও সঙ্কোচশক্তির অধিকার লাভ। আমি সঙ্কোচ করিলে চক্ষুঃ নিষ্ক্রিয় হইবে, প্রসার করিলে সক্রিয় হইবে, অণিমা লঘিমাদি ঐশ্বর্য সকলই আয়ত্ত হইবে, তখন সৃষ্টি-সংহার সকলই সম্পাদন করিতে পারিব। বল অর্থে—চিতি-শক্তির প্রাপ্তি, দেহপ্রাণাদির নিমজ্জনে স্বরূপোন্মীলন। যাহা কিছু আবৃত, সে সকলেরই স্ফুরণ। অহন্তাকে আক্রমণ করিলে মন্ত্রচৈতন্য হয়, চিতিশক্তি বিষয়পাশকে দগ্ধ করেন। প্রত্যভিজ্ঞাকার বলেন, যাহা কিছু সমস্তকেই আত্মা বলিয়া এক করিয়া লওয়াই 'সমাবেশ-ভূমি'। তাহা কদাচিৎ হইলে উপাদেয় হইবে না। কখনও দেহের ভান থাকে, কখনও থাকে না, এমত কাদাচিৎকত্বও অনিত্য। চিতি প্রকাশ সকল সময়েই আছে, ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্বাতন্ত্র্যের অবভাস হয়। দেহাদিতে যে প্রমাতৃতাবোধ তাহা নিমজ্জনের বা বিলয়ের অভ্যাস করিতে হইবে। দেহাদিতে অভিমানের আবরণ

সরাইতে পারিলেই আর কিছুরই প্রয়োজন নাই। তখন "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি"… ॥ ১৫

এবং চ

চিদানন্দলাভে দেহাদিষু চেত্যমানেম্বপি চিদৈকাত্ম্য-প্রতিপত্তি-দার্ঢ্যং জীবন্মুক্তিঃ ॥ ১৬

বিশ্বাত্মসাৎকারাত্মনি সমাবেশরূপে 'চিদানন্দে লব্ধে' ব্যুত্থান-দশায়াং দলকল্পতয়া দেহপ্রাণনীলসুখাদিষু আভাসমানেষু অপি যৎ সমাবেশসংস্কারবলাৎ প্রতিপাদয়িষ্যমাণযুক্তিক্রমোপবৃংহিতাৎ চিদৈ-কাত্ম্যপ্রতিপত্তি-দার্ঢ্যম্—অবিচলা, চিদেকত্বপ্রথা, সৈব 'জীবন্মুক্তিঃ' —জীবতঃ প্রাণান্ অপি ধারয়তো মুক্তিঃ; প্রত্যভিজ্ঞাত-নিজস্বরূপ-বিদ্রাবিতাশেষপাশরাশিত্বাৎ। যথোক্তং স্পন্দশাস্ত্রে—

"ইতি বা যস্য সংবিত্তিঃ ক্রীড়াত্বেনাখিলং জগৎ।
স পশ্যন্ সততং যুক্তো জীবন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥" ইতি ॥ ১৬

ভাবার্থ: চিদানন্দ লাভ হইলে, দেহাদির চেত্যমানতা সত্ত্বেও, চিদৈকাত্ম্য-জ্ঞানের দৃঢ়তায় জীবন্মুক্তি ঘটে। এই চিদানন্দ লাভ হয়, বিশ্বের সহিত অভেদে চিতিশক্তির অনুভবে। বিশ্বাত্মসাৎকাররূপ সমাবেশে চিদানন্দ লাভ হওয়ায়, ব্যুত্থানদশাতে দেহ-প্রাণাদি প্রকাশিত হইলেও সমাধিসংস্কার-বলে ক্রমে চিতির সহিত একাত্মতা-প্রতিপত্তির দৃঢ়তা ঘটে অর্থাৎ অচঞ্চল চিদেকত্ব-প্রথাই জীবন্মুক্তি। জীবিতকালে প্রাণধারণ করিয়াও জীবন্মুক্তি সম্ভব, কেননা স্বরূপ প্রত্যভিজ্ঞাত হইলে, পাপরাশি সমূলে নষ্ট হয়। স্পন্দশাস্ত্রে বলা হইয়াছে, যাঁহার এমত জ্ঞান হয়, এবং যিনি নিখিলজগৎকে ক্রীড়াবৎ মনে করেন, তিনি সতত সমাধিযুক্ত হইয়া নিঃসংশয় জীবন্মুক্ত।

[প্রক্রিয়া এইরূপ—প্রথমে পৌরুষ অজ্ঞানের আবরণ মুক্ত হইলেই শিবভাব হয় না, কেননা সে বোধ দেহকেই লক্ষ্য করিয়া। পরে যখন বৌদ্ধজ্ঞান বা অনাত্মায় আত্মভাব উদিত হয় তখন অজ্ঞানের বিনাশ হয়। শঙ্করমতের সহিত ইহাই পার্থক্য যে সে-মতে অনাত্মা মিথ্যারূপে প্রতীত হয় জীবন্মুক্তিতে। চিদানন্দ ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তির বহিরঙ্গরূপ, সৎ চিৎ আনন্দ—অন্তরঙ্গরূপ। চিৎ-এর উপরেও অখণ্ড সৎ আছেন।]

তাঁহারই ক্রিয়াতে সম্পূর্ণ জগৎ এবং তাহা মিথ্যা কদাপি নহে, এমত জ্ঞান যাঁহার আছে এবং সবসময়েই এমনই দেখেন, —তিনিই জীবন্মুক্ত॥ ১৬

অথ কথং চিদানন্দলাভো ভবতি ?—ইত্যাহ—

মধ্যবিকাসাচ্চিদানন্দলাভঃ॥ ১৭

সর্বান্তরতমত্বেন বর্তমানত্বাৎ তদ্‌ভিত্তিলগ্নতাং বিনা চ কস্যচিৎ অপি স্বরূপানুপপত্তেঃ সংবিদেব ভগবতী 'মধ্যম্'। সা তু মায়াদশায়াং তথাভূতাপি স্বরূপং গূহয়িত্বা—

'প্রাক্ সংবিৎ প্রাণে পরিণতা'

ইতি নীত্যা প্রাণশক্তিভূমিং স্বীকৃত্য, অবরোহক্রমেণ বুদ্ধিদেহাদি-ভুবম্ অধিশয়ানা, নাড়ীসহস্রসরণিম্ অনুসৃতা। তত্রাপি চ পলাশপর্ণ-মধ্যশাখান্যায়েন আব্রহ্মরন্ধ্রাৎ অধোবক্ত্র পর্য্যন্তং প্রাণশক্তিব্রহ্মাশ্রয়-মধ্যনাড়ীরূপতয়া প্রাধান্যেন স্থিতা ; তত এব সর্ববৃত্তীনাম্ উদয়াৎ ; তত্রৈব চ বিশ্রামাৎ। এবম্ভূতাপি এষা পশূনাং নিমীলিতস্বরূপৈব স্থিতা। যদা তু উক্তযুক্তিক্রমেণ সর্বান্তরতমত্বে মধ্যভূতা সংবিদ্-ভগবতী বিকসতি, যদি বা বক্ষ্যমাণক্রমেণ মধ্যভূতা ব্রহ্মনাড়ী

বিকসতি, তদা 'তদ্‌বিকাসাৎ চিদানন্দস্য' উক্তরূপস্য 'লাভঃ'— প্রাপ্তির্ভবতি। ততশ্চ প্রাগুক্তা জীবন্মুক্তিঃ ॥ ১৭

ভাবার্থঃ এই চিদানন্দলাভ কি উপায়ে সম্ভব হয়? উত্তরে বলিতেছেন,—মধ্যশক্তির বিকাসে। সর্বান্তরসংবিৎকে মধ্য-নাড়ী বলা হয়, তাহার বিকাস ব্যতিরেকে স্বরূপসিদ্ধি হয় না। চিতিশক্তি, নিজস্বরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই, মায়াদশায় প্রচ্ছন্নভাবে প্রাণশক্তির ভূমি স্বীকার করেন। ইহাকেই সূত্রাকারে বলা হয় 'প্রাক্ সংবিৎ প্রাণে পরিণতা'। (সকল আর্ষদর্শনেই তাহা স্বীকৃত)। বুদ্ধি দেহাদি-ভূমিতে ক্রমাবতরণে সেই প্রাণরূপা সংবিৎ দেহমধ্যে সহস্রনাড়ীমার্গে প্রবাহিতা হন। এ প্রাণ বিশ্বপ্রাণ। মধ্য-নাড়ী পলাশপত্রের মধ্যশাখার ন্যায় ব্রহ্মরন্ধ্র[৩০] হইতে অধোবক্ত্র[৩১] পর্যন্ত। প্রাণশক্তি ব্রহ্মাশ্রয়রূপে স্থিত। যাবতীয় বৃত্তির উদয় হয় এই ব্রহ্মনাড়ী হইতে এবং বৃত্তিনিচয়ের লয়ও তাহাতেই। পশুদশায় প্রচ্ছন্নরূপা থাকেন। যখন মধ্যভূতা সংবিৎ ভগবতী বিকসিতা হন অথবা ক্রমে বিকাস-প্রাপ্তা হন, সে বিকাসেই চিদানন্দলাভ বা জীবন্মুক্তি ॥ ১৭

মধ্যবিকাসে যুক্তিমাহ—

বিকল্পক্ষয়-শক্তিসঙ্কোচবিকাস-বাহচ্ছেদান্তঃ-
কোটিনিভালনাদয় ইহোপায়াঃ ॥ ১৮

"ইহ" মধ্যশক্তিবিকাসে 'বিকল্পক্ষয়াদয় উপায়াঃ'। প্রাগুপদিষ্ট-পঞ্চবিধকৃত্যকারিত্বাদ্যনুসরণেন সর্বমধ্যভূতায়াঃ সংবিদো বিকাসো জায়তে—ইতি অভিহিতপ্রায়ম্। উপায়ান্তরম্ অপি তু উচ্যতে—প্রাণায়াম-মুদ্রাবন্ধাদিসমস্তযন্ত্রণাতন্ত্রত্রোটনেন সুখোপায়মেব, হৃদয়ে নিহিতচিত্তঃ, উক্তযুক্ত্যা স্বস্থিতিপ্রতিবন্ধকং বিকল্পম্ অকিঞ্চিৎচিন্ত-

কত্বেন প্রশময়ন্, অবিকল্পপরামর্শেণ দেহাত্তকলুষস্বচিৎপ্রমাতৃতা-নিভালনপ্রবণঃ, অচিরাদেব উন্মিষদ্বিকাসাং তুর্যতুর্যাতীতসমাবেশ-দশাম্ আসাদয়তি। যথোক্তম্—"বিকল্পহানেনৈকাগ্র্যাৎ ক্রমেণে-শ্বরতাপদম্" ইতি শ্রীপ্রত্যভিজ্ঞায়াম্। শ্রীস্পন্দেঽপি "যদা ক্ষোভঃ প্রলীয়েত তদা স্যাৎ পরমং পদম্॥" ইতি। শ্রীজ্ঞান-গর্ভেঽপি—

'বিহায় সকলাঃ ক্রিয়া জননি মানসীঃ সর্বতো
বিমুক্তকরণক্রিয়ানুসৃতিপারতন্ত্র্যোজ্জ্বলম্।
স্থিতৈস্ত্বদনুভাবতঃ সপদি বেদ্যতে সা পরা
দশা নৃভিরতন্দ্রিতাসমসুখামৃতস্যন্দিনী॥' ইতি।

অয়ং চ উপায়ো মূর্দ্ধন্যত্বাৎ প্রত্যভিজ্ঞায়াং প্রতিপাদিতত্বাৎ আদৌ উক্তঃ। শক্তিসঙ্কোচাদয়স্তু যদ্যপি প্রত্যভিজ্ঞায়াং ন প্রতিপাদিতাঃ, তথাপি আম্নায়িকত্বাৎ অস্মাভিঃ প্রসঙ্গাৎ প্রদর্শ্যন্তে বহুষু হি প্রদর্শিতেষু কশ্চিৎ কেনচিৎ প্রবেক্ষ্যতি ইতি।

'শক্তেঃ সঙ্কোচঃ'—ইন্দ্রিয়দ্বারেণ প্রসরন্ত্যা এব আকুঞ্চনক্রমেণ উন্মুখীকরণম্। যথোক্তম্ আথর্বণিকোপনিষৎসু কঠবল্ল্যাং চতুর্থবল্লী-প্রথমমন্ত্রে—

'পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমশ্নন্॥' ইতি।

প্রসৃতায়া অপি বা কূর্মাঙ্গসঙ্কোচবৎ ত্রাসসময়ে হৃৎপ্রবেশবচ্চ সর্বতো নিবর্তনীয়ম্। যথোক্তম্—

'তদপোদ্ধৃতে নিত্যোদিতস্থিতিঃ।' ইতি।

'শক্তের্বিকাসঃ' অন্তর্নিগূঢ়ায়া অক্রমমেব সকলকরণচক্রবিস্ফারণেন—

'অন্তর্লক্ষ্যো বহির্দৃষ্টির্নিমেষোন্মেষবর্জিতঃ।' ইতি।

ভৈরবীয়মুদ্রানুপ্রবেশযুক্ত্যা বহিঃপ্রসরণম্। যথোক্তং কক্ষ্যাস্তোত্রে—

"সর্বাঃ শক্তীশ্চেতসা দর্শনাদ্যাঃ
স্বে স্বে বেদ্যে যৌগপদ্যেন বিষ্বক্।
ক্ষিপ্ত্বা মধ্যে হাটকস্তম্ভভূত-
স্তিষ্ঠন্ বিশ্বাধার একোঽবভাসি॥" ইতি।

শ্রীভট্টকল্লটেনাপি উক্তম্—

"রূপাদিষু পরিণামাৎ তৎসিদ্ধিঃ।" ইতি শক্তেশ্চ সঙ্কোচ-বিকাসৌ, নাসাপুটস্পন্দনক্রমোন্মিষৎসূক্ষ্মপ্রাণশক্ত্যা ভ্রূভেদনেন ক্রমাসাদিতোর্দ্ধকুণ্ডলিনীপদে প্রসরবিশ্রান্তিদশাপরিশীলনম্; অধঃকুণ্ডলিন্যাং চ ষষ্ঠবক্ত্ররূপায়াং প্রগুণীকৃত্য শক্তিং, তন্মূল-তদগ্র-তন্মধ্য-ভূমিস্পর্শাবেশঃ। যথোক্তং বিজ্ঞানভট্টারকে—

"বহ্নের্বিষস্য মধ্যে তু চিত্তং সুখময়ং ক্ষিপেৎ।
কেবলং বায়ুপূর্ণং বা স্মরানন্দেন যুজ্যতে॥" ইতি।

অত্র বহ্নিঃ অনুপ্রবেশক্রমেণ সঙ্কোচভূঃ, বিষস্থানং প্রসরযুক্ত্যা বিকাসপদং, 'বিষ্লৃ ব্যাপ্তৌ' ইতি অর্থানুগমাৎ। 'বাহয়োঃ'—বামদক্ষিণগতয়োঃ প্রাণাপানয়োঃ 'ছেদো'—হৃদয়-বিশ্রান্তিপুরঃসরম্ অন্তঃ ককারহকারাদিপ্রায়ানচ্ কবর্ণোচ্চারেণ বিচ্ছেদনম্। যথোক্তং জ্ঞানগর্ভে—

অনচ্ককৃতায়তি-প্রসৃত-পার্শ্ব-নাড়ীদ্বয়-
চ্ছিদো বিধৃতচেতসো হৃদয়পঙ্কজস্যোদরে।

উদেতি তব দারিতান্ধতমসঃ স বিদ্যাঙ্কুরো
য এষ পরমেশতাং জনয়িতুং পশোরপ্যলম্ ॥" ইতি।

"আদিকোটিঃ" হৃদয়ম্, "অন্তঃকোটিঃ" দ্বাদশান্তঃ, তয়োঃ প্রাণোল্লাসবিশ্রান্ত্যবসরে "নিভালনং"—চিত্তনিবেশনেন পরিশীলনম্। যথোক্তং বিজ্ঞানভৈরবে—

"হৃদ্যাকাশে নিলীনাক্ষঃ পদ্মসম্পুটমধ্যগঃ।
অনন্যচেতাঃ সুভগে পরং সৌভাগ্যমাপ্নুয়াৎ॥" ইতি। তথা—
"যথা তথা যত্র তত্র দ্বাদশান্তে মনঃ ক্ষিপেৎ।
প্রতিক্ষণং ক্ষীণবৃত্তের্বৈলক্ষণ্যং দিনৈর্ভবেৎ॥" ইতি।

আদিপদাৎ উন্মেষদশানিষেবণম্। যথোক্তম্—
"উন্মেষঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ স্বয়ং তমুপলক্ষয়েৎ॥" ইতি স্পন্দে। তথা রমণীয়বিষয়চর্বণাদয়শ্চ সংগৃহীতাঃ। যথোক্তং শ্রীবিজ্ঞানভৈরবে এব—

"জগ্ধিপানকৃতোল্লাসরসানন্দবিজৃম্ভণাৎ।
ভাবয়েদ্ ভরিতাবস্থাং মহানন্দময়ো ভবেৎ॥
গীতাদিবিষয়াস্বাদাসমসৌখ্যৈকতাত্মনঃ।
যোগিনস্তন্ময়ত্বেন মনোরূঢ়েস্তদাত্মতা॥
যত্র যত্র মনস্তুষ্টির্মনস্তত্রৈব ধারয়েৎ।
তত্র তত্র পরানন্দ-স্বরূপং সংপ্রকাশতে॥" ইতি।

এবমন্যদপি আনন্দপূর্ণস্বাত্মভাবনাদিকম্ অনুমন্তব্যম্। ইত্যেবমাদয়ঃ অত্র মধ্যবিকাসে উপায়াঃ॥ ১৮

ভাবার্থঃ মধ্যবিকাসের উপায় বিকল্পক্ষয়াদি। (পূর্বে উপদিষ্ট) পঞ্চকৃত্যাদি অনুসরণে সর্বমধ্যভূত (centre of the

universe) সংবিৎবিকাস হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক জীবই পঞ্চকৃত্যকারী, ইহা সতত উপলব্ধি করিলে মধ্যবিকাস অচিরেই হয়। এক কথায়, জীবের শিবত্ব আছে, এমত দৃঢ় প্রতীতি। অন্যান্য উপায়—প্রাণায়াম, মুদ্রা,[৩২] বন্ধ,[৩৩] এগুলি কষ্টসাধ্য সাধন। সুখোপায়ও আছে, যাহাতে বন্ধ প্রভৃতি ক্লেশকর উপায় অবলম্বন না করিয়াও বিকাস সম্ভব।

নিজস্থিতি বা আত্মসংস্থা (গীতা ৬।২৫) অবস্থার প্রতিবন্ধকই বিকল্প। সে বিকল্পের চিন্তন সর্বতোভাবে পরিহার করিয়া, অবিকল্প পরামর্শ দ্বারা (অর্থাৎ সম্যক্ বিচারে অভ্যাস করা যে চিৎপ্রমাতা দেহচিত্তাদিকলুষবিমুক্ত, এমত নিভালন বা অনুধ্যান দ্বারা) অচিরেই সাধক সাক্ষাৎকারে (বা অপরোক্ষ অনুভবে) উন্মেষোন্মুখ বিকাসের তুরীয় ও তুরীয়াতীত দশা প্রাপ্ত হইতে পারে। এসম্বন্ধে বলা হইয়াছে, বিকল্পহানিবশতঃ ক্রমে ক্রমে একাগ্রতা সহকারে ঈশ্বরতা-পদপ্রাপ্তি হয়। [অকিঞ্চিৎচিন্তকত্ব—'নেতি' 'নেতি' দ্বারা বুঝিতে হইবে, আমি কে? আমি কি? ক্রমে ক্রমে 'শিবোঽহং' ভাবে নিভালন হইবে। তুলনীয়—ভগবদ্গীতায় (৬।২৫) "শনৈঃ শনৈ-রুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া। আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥" এই উপায়ে আসনেরও প্রয়োজন হয় না, শয়ান অবস্থাতেও হইতে পারে। অনাত্মায় আত্মবোধ থাকে না যখন, তখন নির্বিকল্পক সমাধি (শঙ্করমতে)। পাতঞ্জলে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—ন কিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞায়তে। চিৎশক্তিতে অহংবোধ ফুটিয়া উঠিলে সর্বত্র অহন্তা প্রস্ফুটিত হয়।]

স্পন্দশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে, 'চিত্তের চঞ্চলতা শান্ত হইলে পরমপ্রাপ্তি হয়'। শ্রীজ্ঞানগর্ভে—"হে জননি! তোমার কৃপায় যখন মনের যাবতীয় ক্রিয়া পরিহৃত হয়, ইন্দ্রিয়ক্রিয়াগুলিও

পারতন্ত্র্যে কৃত হয়, স্বাতন্ত্র্যে নহে, তোমার কৃপায় সামরস্য-সুখামৃত প্রবাহিত হয়, তখন মুহূর্তের মধ্যেই যোগিগণ পরাদশা অনুভব করেন।” এ সুখ তামস সুখ নহে। এই উপায় প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনে প্রথমেই বলা হইয়াছে, কেননা ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। শক্তিসঙ্কোচাদি প্রত্যভিজ্ঞায় প্রতিপাদিত হয় নাই, তথাপি শাস্ত্রে আম্নাত অর্থাৎ কথিত আছে, এজন্য প্রসঙ্গতঃ সেগুলিও উল্লিখিত হইল। উপায় অনেকই আছে, যাহাতে কোনও মুমুক্ষু যোগী যে-কোনওটীকে অবলম্বন করিতে পারেন।

শক্তিসঙ্কোচ—ইন্দ্রিয়দ্বারের মধ্য দিয়া প্রসরণে প্রবৃত্ত শক্তি-সমূহকে আকুঞ্চনক্রমে ঊর্ধ্বমুখীকরণ। (আকুঞ্চন অর্থে বিষয়গ্রাম হইতে প্রত্যাহার।) কঠ উপনিষদের চতুর্থবল্লীর প্রথমমন্ত্রে শ্রুত হইয়াছে—“স্বয়ম্ভু ইন্দ্রিয়বর্গকে পরাঙ্‌মুখ বা বাহ্যপদার্থদর্শী করিয়া হিংসা (নিগ্রহ) করিয়াছেন। সে-কারণে জীব বাহ্যবস্তুই দেখে, অন্তরাত্মাকে দর্শন করে না। অল্পসংখ্যক ধীর ব্যক্তিরাই মুক্তি-লাভেচ্ছায় আবৃত্তচক্ষু হইয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহৃত করিয়া প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করে॥” ত্রস্ত হইয়া কচ্ছপ যেমন প্রসৃত অঙ্গ-গুলিকে সংহরণ করে, সাধকও তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গ্রাম সংহৃত বা নিবৃত্ত করিতে পারেন, হৃৎপ্রবেশে। (যাবতীয় বৃত্তির উদয় ও বিলয় হয় হৃৎপদ্মেই)। উক্তও হইয়াছে, সকল বাহ্যবৃত্তির সঙ্কোচ ফলে নিত্যোদিত স্থিতি[৩৪] হয়।

‘শক্তিবিকাস’ সূত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শক্তির বিকাসরূপ সাধন। সে-সাধনে ইন্দ্রিয়গ্রামের যে অন্তর্গূঢ় অবস্থা, তাহার বিস্ফারণের সমকালেই শক্তির বিকাসও ঘটে। তখন অবস্থা এরূপ, যে দৃষ্টি বাহিরে থাকিলেও, লক্ষ্য থাকে অন্তঃস্থলেই ; দৃষ্টির নিমেষ অথবা উন্মেষ থাকে না। (ইহাই শাম্ভবীমুদ্রা। তাহার লক্ষণ এরূপ,

যে বিনা অবলম্বনেই মনঃ স্থির হইয়া যায়, নিরোধ না করিলেও বায়ু স্থির হয়। অবলোকন ব্যতিরেকেও দৃষ্টি স্থির হয়। "মনঃ স্থিরং যস্য বিনাবলম্বনং বায়ুঃ স্থিরো যস্য বিনাবরোধনম্। দৃষ্টিঃ স্থিরা যস্য বিনাবলোকনং স্যাৎ সৈব মুদ্রা বিমলা চ খেচরী ॥)। ইহাই ভৈরবী মুদ্রায় অনুপ্রবেশরূপ যুক্তি দ্বারা বহিঃপ্রসরণ। কক্ষ্যা-স্তোত্রে বলা হইয়াছে: "দর্শনাদি সমস্ত শক্তিকে চিত্তের দ্বারা আপন আপন বেদ্য বিষয়ে যুগপৎ সর্বত্র ছড়াইয়া দিয়া মধ্যস্থলে স্বর্ণস্তম্ভরূপে অবস্থান করতঃ বিশ্বাধাররূপে এক (তুমিই) প্রকাশিত হইয়া থাক"। অর্থাৎ রূপ রূপ থাকে না, রস রস থাকে না। মধ্যবিকাস হয়, জ্যোতির প্রকাশ হয়। শ্রীভট্টকল্লট বলিয়াছেন —রূপাদির পরিণামেও সঙ্কোচবিকাসের সিদ্ধি হয়। (রূপ থাকিলেও, বাহ্য ও আভ্যন্তর যুগপৎ মননে মধ্যশক্তির বিকাস হয়।)

শক্তির বিকাস নিম্নপ্রকারেও হয়: নাসাপুটস্পন্দনক্রমে ক্রমশঃ উন্মিষিত সূক্ষ্মপ্রাণশক্তি (প্রাণ ও অপান) ভ্রূভেদ করিয়া ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্বকুণ্ডলিনী[৩৫] পদে বিশ্রান্ত হন। অধঃকুণ্ডলিনী[৩৬] নিম্ন-রাজ্যের চক্র জাগরণ করে, সে জাগরণে ভগবৎরাজ্যে গতি হয় না। অধঃকুণ্ডলিনীপদ ষষ্ঠ বক্ত্ররূপ, তাহাতে লীনা শক্তি মূলাগ্র, মধ্য-ভূমি পর্যন্তই স্পর্শ করে। বিজ্ঞানভৈরবে উক্ত হইয়াছে—"বিষ বা বিকসিত অগ্নিমধ্যে, প্রাণায়াম বা বিনা প্রাণায়াম দ্বারাই, সুখপূর্বক বায়ু পূর্ণ করিলে স্মরানন্দে (কামানন্দে) যুক্ত হওয়া যায়।" সে অগ্নি অনুপ্রবেশক্রমে সঙ্কোচের হেতু হয়। [বিষ্‌ল্‌, ধাতু ব্যাপ্তি অর্থে, ষট্‌মুখসঙ্কোচের মূলভূমিকে বহ্নি বা অগ্নি বলা হইল, এই সঙ্কোচ ও প্রসরণের মধ্যস্থলকে সৃষ্টিগ্রন্থি বা মধ্যনাড়ী বা ব্রহ্মনাড়ী বা সুষুম্না বলা হয়, প্রসরণকেই 'বিষ' বলা হইল, বিষ বা poison যেমন সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে।]

"বাহচ্ছেদ"—বামগত অপান ও দক্ষিণগত প্রাণবায়ুর ছেদ বা গতিরোধ। এই গতির বিশ্রান্তি হয় হৃদয়ে, এবং তাহা সম্ভব হয় অনচ্‌ককবর্ণের (অর্থাৎ স্বরহীন 'ক্' বা 'হ্' প্রভৃতি ব্যঞ্জনবর্ণের) উচ্চারণে। জ্ঞানগর্ভে বলা হইয়াছে "যাঁহাদের চিত্ত বিধৃত বা সম্পূর্ণ সংযত, দুই নাড়ী (বাম ও দক্ষিণ) প্রবাহ বন্ধ হইয়াছে, হৃৎপদ্মে অস্বর বা ব্যঞ্জনবর্ণ ('ক্' আদি) দ্বারা অন্ধ তমঃ বিদূরিত হইয়াছে, তাঁহারা পশু অবস্থাতে বর্তমান থাকিলেও তাঁহাদের বিদ্যা অঙ্কুরিত হয়, যাহার ফলে পরমেশতাপ্রাপ্তি সম্ভব হয়॥"

হৃদয়েই আদিকোটি, অন্তঃকোটি ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি উর্ধ্বে। বিজ্ঞানভৈরবে বলা হইয়াছে—"যাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গ হৃদাকাশে নিলীন হইয়াছে, যাঁহার চিত্ত হৃৎপদ্মে নিমগ্ন অর্থাৎ যিনি অনন্যচেতা, তিনি পরম সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন।" ৫১তম শ্লোকে বিজ্ঞানভৈরবে—"দ্বাদশান্তে যেরূপেই হউক্ চিত্ত সমাবিষ্ট করিলেই, প্রতিক্ষণেই চিত্তবৃত্তিনিচয় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইবে এবং অচিরকালমধ্যে তিনি পরমা দশা প্রাপ্ত হইবেন।" এখানে 'আদি' পদে উন্মেষ-দশার অনুশীলন বলা হইয়াছে। [চিত্তে এক চিন্তার পরে আর একটি চিন্তার উদয় হয়। দুই চিন্তার মধ্যবর্তী স্থানে চিত্ত সমাধান করার নাম উন্মেষ। ইহা সাধকই করিতে পারেন, অন্য লোক তাহা বুঝিতে পারিবে না। চিন্তার অন্তরালে, দুই প্রকার ভাবনার স্পন্দের মধ্যবর্তী স্থানে চিত্তনিবেদন]।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, রমণীয় বিষয়ের মনে আস্বাদন। বিজ্ঞানভৈরবেও বলা হইয়াছে—"ভোজন-পানে যে রসস্বাদ অনুভূত হয়, সেই বিষয়ে চিত্তধারণা বা গীতাদির আনন্দ আস্বাদানে চিত্ত বিধৃত করা অথবা তৃপ্তিকর যাহা কিছুতেই হোক্ না, তাহাতে চিত্ত

নিবিষ্ট করিলে যোগী পরানন্দ অনুভব করেন। এইরূপ সকল কিছু আনন্দপূর্ণ স্বাত্মভাবনাদি মধ্যবিকাসের উপায় ॥ ১৮

মধ্যবিকাসাচ্চিদানন্দলাভঃ, স এব পরমযোগিনঃ সমাবেশসমাপত্ত্যাদিপর্যায়ঃ সমাধিঃ, তস্য নিত্যোদিতত্বে যুক্তিমাহ—

সমাধিসংস্কারবতি ব্যুত্থানে ভুয়োভুয়শ্চিদৈক্যামর্শান্নিত্যোদিতসমাধিলাভঃ ॥ ১৯

আসাদিতসমাবেশো যোগিবরো ব্যুত্থানে অপি সমাধিরসসংস্কারেণ ক্ষীব ইব সানন্দং ঘূর্ণমানো, ভাবরাশিং শরদভ্রলবম্ ইব চিদ্‌গগন এব লীয়মানং পশ্যন্, ভূয়োভূয়ঃ অন্তর্মুখতাম্ এব সমবলম্বমানো নিমীলনসমাধিক্রমেণ চিদৈক্যমেব বিমৃশন্ ব্যুত্থানাভিমতাবসরে অপি সমাধ্যেকরস এব ভবতি। যথোক্তং ক্রমসূত্রেষু—

"ক্রমমুদ্রয়া অন্তঃস্বরূপয়া বহির্মুখঃ সমাবিষ্টো ভবতি সাধকঃ। তত্রাদৌ বাহ্যাৎ অন্তঃপ্রবেশঃ, আভ্যন্তরাৎ বাহ্যস্বরূপে প্রবেশঃ আবেশবশাৎ জায়তে ;—ইতি সবাহ্যাভ্যন্তরোঽয়ং মুদ্রাক্রমঃ" ইতি।

অত্রায়মর্থঃ— সৃষ্টি-স্থিতি-সংহৃতি-সংবিচ্চক্রাত্মকং ক্রমং মুদ্রয়তি, স্বাধিষ্ঠিতং আত্মসাৎ করোতি যেয়ং তুরীয়া চিতিশক্তিঃ, তয়া 'ক্রমমুদ্রয়া' ; 'অন্তরিতি'—পূর্ণাহন্তাস্বরূপয়া ; 'বহির্মুখঃ'—ইতি, বিষয়েষু ব্যাপৃতঃ অপি ; 'সমাবিষ্টঃ'—সাক্ষাৎ কৃতপরশক্তিস্ফারঃ 'সাধকঃ'—পরমযোগী ভবতি। তত্র চ 'বাহ্যাৎ' গ্রস্যমানাৎ বিষয়গ্রামাৎ 'অন্তঃ' পরস্যাং চিতিভূমৌ, গ্রসনক্রমেণৈব 'প্রবেশঃ'—সমাবেশো ভবতি। 'আভ্যন্তরাৎ' চিতিশক্তিস্বরূপাৎ চ সাক্ষাৎকৃতাৎ 'আবেশবশাৎ'—সমাবেশসামর্থ্যাৎ এব 'বাহ্যস্বরূপে'—ইদন্তানির্ভাসে বিষয়গ্রামে, বমনযুক্ত্যা "প্রবেশঃ"—চিদ্রসাশ্যানতাপ্রথনাত্মা সমাবেশো

জায়তে ;—ইতি "সবাহ্যাভ্যন্তরঃ অয়ং" নিত্যোদিতসমাবেশাত্মা, 'মুদো'—হর্ষস্য বিতরণাৎ, পরমানন্দস্বরূপত্বাৎ, পাশদ্রাবণাৎ, বিশ্বস্য অন্তঃ তুরীয়সত্তায়াং মুদ্রণাৎ চ মুদ্রাত্মা, ক্রমঃ অপি সৃষ্ট্যাদিক্রমা-ভাসকত্বাৎ তৎক্রমাভাসরূপত্বাৎ চ 'ক্রম' ইতি অভিধীয়তে ইতি॥ ১৯॥

ভাবার্থ ঃ মধ্যবিকাসে যে চিদানন্দ লাভ হয় বলা হইল, পরমযোগীর তাহাই সমাবেশ বা সমাধি। (ইহা সমাপত্তির একার্থবোধক শব্দ)। সেই নিত্যোদিত সমাধি প্রতিপাদন করিতেছেন উনবিংশসূত্রে। সমাধিজনিত সংস্কারযুক্ত হওয়ায় ব্যুত্থিতাবস্থাতেও পুনঃ পুনঃ চিদৈক্যবিমর্শনে, যোগিবর ব্যুত্থানকালেও সমাধি-রস-সংস্কারবশে, আনন্দে উন্মত্তের ন্যায় ঘূর্ণমান থাকেন; ভাবরাশি পর্যবেক্ষণ করেন, সেগুলি শরতের মেঘখণ্ডের মত চিদ্‌গগনে ক্রমশঃ লীন হইতে লীনতর হইতেছে। বারংবার অন্তর্মুখী বৃত্তি আলম্বনে, নিমীলন-সমাধিক্রমে চিদৈক্য-চিন্তন করিতে করিতে, ব্যুত্থিত দশাতেও সমাধির একরসতা প্রাপ্ত হন। এ বিষয়ে ক্রমসূত্রে বলা হইয়াছে—'মুমুক্ষু সাধক, বহির্মুখে দৃষ্টি থাকিলেও, আবেশবশে পুনরায় অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হন, পরে আবার তাঁহার বহির্দৃষ্টি ফিরিয়া আসে—ইহাই বাহ্যান্তর মুদ্রার ক্রম। বস্তুতঃ এই মুদ্রাক্রম, বাহ্য ও আভ্যন্তর, উভয়তঃ সমাবেশ। [আবেশ বা সমাবেশ অসহায় পরিচ্ছিন্ন আত্মার পরশিবে নিমজ্জন বা তাদাত্ম্য লাভ (শিব ও শক্তির সহিত অভিন্নতা)। এ বিষয়ে শ্রীঅভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোকে তুলনীয় "আবেশশ্চাস্বতন্ত্রস্য স্বতদ্রূপনিমজ্জনাৎ। পর-তদ্রূপতা শম্ভোরাদ্যাচ্ছক্ত্যবিভাগিনঃ]। ক্রমমুদ্রা যাহা বলা হইল, তাহা যৌগিক নহে। চিত্ত একবার অন্তর্মুখে পরমশিবে নিবিষ্ট,

আবার বহির্জগতে ফিরিয়া আসে কিন্তু জগৎ তখন পরমশিবেরই রূপ। যোগী স্বাধিষ্ঠিত জগৎকে নিজের মধ্যে লীন করিয়া লন। (পরমশিবের এই তুরীয়েরও উর্ধ্বে তুরীয়াতীত অবস্থা আগমে বর্ণিত। শাঙ্কর-বেদান্তে এমত অবস্থায়, যোগী দেখেন, ব্রহ্মই সত্য এবং তিনিই ব্রহ্ম, জগৎ লুপ্ত বা মিথ্যা)।

ক্রমমুদ্রায় তুরীয় সত্তায় (১) পাশ যাহা কিছু, মুদ্রিত বা দ্রাবিত করিয়া, অথবা (২) 'মুদ' বা হর্ষের বিতরণে, কিংবা (৩) জগৎমুদ্রণে, মুদ্রাত্মা হন আগমযোগী। ক্রম বা পরম্পরায় নিখিল সৃষ্টি আবির্ভূত হয়; তিনি স্বয়ংই ক্রমান্বয়ে সৃষ্টিতে আবির্ভূত হন। [আগমে—যোগী তুরীয়াবস্থায় দেখেন তিনিই পরমশিব, তখন জগৎ নাই। তুরীয়াতীত অবস্থায় পরমার্থসত্য তুরীয়, সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ ক্রমে অবরূঢ়] ॥ ১৯ ॥

ইদানীং অস্য সমাধিলাভস্য ফলমাহ—

তদা প্রকাশানন্দসারমহামন্ত্রবীর্যাত্মকপূর্ণাহন্তাবেশাৎ সদা সর্বসর্গসংহারকারিনিজসংবিদ্দেবতচক্রেশ্বরতাপ্রাপ্তির্ভবতীতি শিবম্ ॥২০॥

নিত্যোদিতে সমাধৌ লব্ধে সতি, 'প্রকাশানন্দসারা'—চিদাহ্লাদৈকঘনা 'মহতী মন্ত্রবীর্যাত্মিকা'—সর্বমন্ত্রজীবিতভূতা 'পূর্ণা' পরাভট্টারিকারূপা যা ইয়ং 'অহন্তা'—অকৃত্রিমঃ স্বাত্মচমৎকারঃ, তত্র 'আবেশাৎ' সদা কালাগ্ন্যাদেঃ চরমকলাপর্যন্তস্য বিশ্বস্য যৌ "সর্গসংহারৌ" বিচিত্রৌ সৃষ্টিপ্রলয়ৌ 'তৎকারি' যৎ 'নিজং সংবিদ্দেবতাচক্রং' 'তদৈশ্বর্যস্য প্রাপ্তিঃ'—আসাদনং 'ভবতি', প্রাকরণিকস্য পরমযোগিনঃ ইত্যর্থঃ; 'ইতি' এতৎ সর্বং শিবস্বরূপমেব ইতি উপসংহারঃ—ইতি সংগতিঃ। তত্র যাবৎ ইদং কিঞ্চিৎ সংবেদ্যতে,

তস্য সংবেদনমেব স্বরূপং : তস্যাপি অন্তর্মুখবিমর্শময়াঃ প্রমাতারঃ তত্ত্বম্ ; তেষামপি বিগলিতদেহাদ্যুপাধিসংকোচাভিমানা অশেষ-শরীরা সদাশিবেশ্বরতৈব সারম্ ; অস্যা অপি প্রকাশৈকসদ্ভাবা-পাদিতাশেষবিশ্বচমৎকারময়ঃ শ্রীমান্ মহেশ্বর এব পরমার্থঃ ;—নহি পারমার্থিকপ্রকাশাবেশং বিনা কস্যাপি প্রকাশমানতা ঘটতে—স চ পরমেশ্বরঃ স্বাতন্ত্র্যসারত্বাৎ আদিক্ষান্তমায়ীয়শব্দরাশিপরামর্শ-ময়ত্বেনৈব এতৎস্বীকৃতসমস্তবাচ্য-বাচকময়াশেষজগদানন্দসদ্ভাবা-পাদনাৎ পরং পরিপূর্ণত্বাৎ সর্বাকাঙ্ক্ষাশূন্যতয়া আনন্দপ্রসরনির্ভরঃ ; অতএব অনুত্তরাকুলস্বরূপাৎ অকারাৎ আরভ্য শক্তিস্ফাররূপ-"হ্"কলাপর্যন্তং যৎ বিশ্বং প্রসৃতং, "ক্ষ"কারস্য প্রসরশমনরূপত্বাৎ, তৎ অকার-হকারাভ্যামেব সম্পুটীকারযুক্ত্যা প্রত্যাহারন্যায়েন অন্তঃ-স্বীকৃতং সৎ অবিভাগবেদনাত্মকবিন্দুরূপতয়া স্ফুরিতং অনুত্তর এব বিশ্রাম্যতি ;—ইতি শব্দরাশিস্বরূপ এব অয়ং অকৃতকো বিমর্শঃ। যথোক্তং

'প্রকাশস্যাত্মবিশ্রান্তিরহং-ভাবো হি কীর্তিতঃ।
উক্তা চ সৈব বিশ্রান্তিঃ সর্বাপেক্ষানিরোধতঃ॥
স্বাতন্ত্র্যমথ কর্তৃত্বং মুখ্যমীশ্বরতাপি চ।' ইতি।

এষৈব চ অহন্তা সর্বমন্ত্রাণাং উদয়বিশ্রান্তিস্থানত্বাৎ এতদ্বলে-নৈব চ তত্তদর্থক্রিয়াকারিত্বাৎ মহতী বীর্যভূমিঃ। তদুক্তম্—

"তদাক্রম্য বলং মন্ত্রা……। ইত্যাদি
…… ত এতে শিবধর্মিণঃ॥" ইত্যন্তং শ্রীস্পন্দে।

শিবসূত্রেষু অপি "মহাহ্রদানুসন্ধানাৎ মন্ত্রবীর্যানুভবঃ" (দ্বিতীয় উন্মেষ দ্বাবিংশতিসূত্রম্) ইতি। তদত্র মহামন্ত্রবীর্যাত্মিকায়াং পূর্ণাহন্তায়াং 'আবেশো'—দেহপ্রাণাদিনিমজ্জনাৎ তৎপদাবাপ্ত্য-

বষ্টম্ভেন দেহাদীনাং নীলাদীনামপি তদ্রসাপ্লাবনেন তন্ময়ীকরণম্। তথাহি—দেহসুখনীলাদি যৎ কিঞ্চিৎ প্রথতে, অধ্যবসীয়তে, স্মর্যতে সংকল্প্যতে বা, তত্র সর্বত্রৈব ভগবতী চিতিশক্তিময়ী প্রথা ভিত্তিভূতৈব স্ফুরতি ;—তদস্ফুরণে কস্যাপি অস্ফুরণাৎ ইতি উক্তত্বাৎ। কেবলং তথা স্ফুরন্ত্যপি সা তন্মায়াশক্ত্যা অবভাসিতদেহনীলাদ্যুপরাগদত্তাভিমানবশাৎ ভিন্নভিন্নস্বভাবা ইব ভান্তী জ্ঞানসঙ্কল্পাধ্যবসায়াদিরূপতয়া মায়াপ্রমাতৃভিঃ অভিমন্যতে ; বস্তুতস্তু একৈব অসৌ চিতিশক্তিঃ। যথোক্তম্—

"যা চৈষা প্রতিভা তত্তৎপদার্থক্রমরূষিতা।
অক্রমানন্তচিদ্রূপঃ প্রমাতা স মহেশ্বরঃ॥" ইতি।

তথা 'মায়াশক্ত্যা বিভোঃ সৈব ভিন্নসংবেদ্যগোচরা।
কথিতা জ্ঞানসঙ্কল্পাধ্যবসায়াদিনামভিঃ॥" ইতি।

এবং এষা সর্বদশাসু একৈব চিতিশক্তিঃ বিজৃম্ভমাণা যদি তদনুপ্রবেশ-তদবষ্টম্ভযুক্ত্যা সমাসাদ্যতে, তৎ তদাবেশাৎ পূর্বোক্তযুক্ত্যা করণোন্মীলননিমীলনক্রমেণ সর্বস্য সর্বময়ত্বাৎ তত্তৎসংহারাদৌ অপি 'সদা সর্বসর্গসংহারকারি' যৎ 'সহজসংবিত্তিদেবতাচক্রম্'—অমায়ীয়ান্তর্বহিষ্করণমরীচিপুঞ্জঃ, তত্র 'ঈশ্বরতা'—সাম্রাজ্যং পরভৈরবাত্মতা, তৎপ্রাপ্তিঃ ভবতি পরমযোগিনঃ। যথোক্তম্

"যদা ত্বেকত্র সংরূঢ়স্তদা তস্য লয়োদ্ভবৌ।
নিযচ্ছন্ ভোক্তৃতামেতি ততশ্চক্রেশ্বরো ভবেৎ"॥

ইতি। অত্র একত্র ইতি। 'একত্রারোপয়েৎ সর্বম্…।" ইতি।

চিৎসামান্যস্পন্দভূঃ উন্মেষাত্মা ব্যাখ্যাতব্যা। তস্য ইতি অনেন "পুর্যষ্টকেন সংরুদ্ধঃ…।" ইতি উপক্রান্তং পুর্যষ্টকম্ এব পরামৃষ্টব্যম্ ;

ন তু যথা বিবরণকৃতঃ 'একত্র সূক্ষ্মে স্থূলে শরীরে বা' ইতি ব্যাকৃতবন্তঃ। স্তুতং চ ময়া—

"স্বতন্ত্রশ্চিতিচক্রাণাং চক্রবর্তী মহেশ্বরঃ।
সংবিত্তিদেবতাচক্রজুষ্টঃ কোঽপি জয়ত্যসৌ" ॥ ইতি।

ইতিশব্দ উপসংহারে, যৎ এতাবৎ উক্তপ্রকরণশরীরং তৎ সর্বং "শিবম্"—শিবপ্রাপ্তিহেতুত্বাৎ, শিবাৎ প্রসৃতত্বাৎ, শিবস্বরূপাভিন্নত্বাৎ চ শিবময়মেব ইতি শিবম্ ॥

দেহপ্রাণসুখাদিভিঃ প্রতিকলং সংরুধ্যমানো জনঃ
পূর্ণানন্দঘনামিমাং ন চিনুতে মাহেশ্বরীং স্বাং চিতিম্।
মধ্যে বোধ-সুধাব্ধি-বিশ্বমভিতস্তৎফেনপিণ্ডোপমং
যঃ পশ্যেৎ উপদেশতস্তু কথিতঃ সাক্ষাৎ স একঃ শিবঃ ॥

যেষাং বৃত্তঃ শাঙ্করঃ শক্তিপাতো
যেঽনভ্যাসাৎ তীক্ষ্ণযুক্তিষ্বযোগ্যাঃ।
শক্তা জ্ঞাতুং নেশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা-
মুক্তস্তেষামেব তত্ত্বোপদেশঃ ॥

সমাপ্তমিদং প্রত্যভিজ্ঞাহৃদয়ম্ ॥

কৃতিস্তত্রভবন্মহামাহেশ্বরাচার্যবর্যশ্রীমদভিনবগুপ্তপাদপদ্মোপজীবিনঃ শ্রীমতো রাজানকক্ষেমরাজাচার্যস্য ॥

শুভমস্তু ॥

ভাবার্থঃ এখন সমাধি লাভের ফল বর্ণনা করিতেছেন। তৎকালে (ক্রমমুদ্রা প্রাপ্ত হইলে), পূর্ণাহন্তাবেশের ফলে সর্বদা সকল সৃষ্টিসংহারকারী দেবতা বা চিতিশক্তি চক্রেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হন।

এমত পরমযোগীর নিত্যোদিত সমাধিলাভ যখন হয়, তখনই পূর্ণাহন্তার স্বীয় সংবিৎদেবতাচক্রের ঐশ্বর্য লাভ হয়। পূর্ণাহন্তা—অকৃত্রিম স্বাত্মচমৎকার ; সকল মন্ত্রেরই প্রাণস্বরূপ প্রকাশানন্দসার ; পূর্ণ ; পরাভট্টারিকা[৩৭] রূপে কালাগ্নি হইতে চরমকলা পর্যন্ত[৩৮] নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিসংহারকারী। এ অবস্থায় প্রতীতি করেন—'সর্বং শিবস্বরূপম্'। ইহাই উপসংহারে বলা হইল। 'ইদং' বলিয়া যাহা কিছু বেদিত বা জ্ঞাত হয়, সকলই সংবেদনেরই স্বরূপ। এ অবস্থায় তত্ত্ব (সংবেদনের সার বা নির্যাস) অন্তর্মুখী বিমর্শময় প্রমাতৃবৃন্দ। প্রমাতৃগণমধ্যে দেহাদি উপাধির বিগলনে, বিশ্বশরীর সদাশিবেশ্বর দেবতাই মুখ্য এবং একমাত্র প্রকাশসার অদ্বিতীয় চমৎকারময়[৩৯]—শ্রীমান্ মহেশ্বরই পরমার্থ সত্য তাহা বলাই বাহুল্য। [এই গ্রন্থে পরমার্থ সৎ-এর অধ্যারোহের ক্রমগুলি এইরূপ : প্রথমতঃ—যাহা কিছু বেদ্য হয়, সকলই সংবেদনমাত্র। দ্বিতীয়তঃ—সাধকের আত্মবোধ বা আত্মসাক্ষাৎকার (অপরোক্ষানুভূতি)। তৃতীয়তঃ—সদাশিবতত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধি ; সে তত্ত্বে বিশ্ব আদৌ প্রকটিত নহে; কিন্তু তত্রাপি সদাশিব বিশ্বশরীরই। সর্বশেষে স্বাত্মচমৎকার—অর্থাৎ সব কিছু নিখিল জগৎই 'অহং' এবং পর-প্রকাশের সহিত অভিন্ন]।

প্রকাশে আবেশ্ ব্যতিরেকে কোনও কিছুরই প্রকাশমানতা সম্ভব নহে। ("তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্বং, তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি")। [তন্ত্রমতে পরাশক্তিই পরাবাক্। সৃষ্টি হয় পরা শক্তির ইচ্ছাশক্তি অংশে; শব্দরাশিও তদ্রূপ বাচক ও বাচ্য (প্রমেয়) রূপে প্রকটিত বা সৃষ্ট হয়। যখন পরাবাকের ইচ্ছাক্রমে বাচ্যের উপলম্ভ হয়, তখনই সর্গ বা সৃষ্টি ঘটে, বুঝিতে হইবে]। "অ" হইতে "ক্ষ" পর্যন্ত শব্দরাশি মায়ার ঊর্ধ্বে অবস্থিত বা

অমায়ীয়। (বাক্ ও অর্থ নিবিড়ভাবে সংপৃক্ত)। বিমর্শনে, অশেষ জগদানন্দ সদ্ভাব প্রাপ্তিহেতু পরাবাক্-এর আনন্দ-প্রসরণেই জগৎ সৃষ্টি। (উপনিষদেও "আনন্দাদ্ধ্যেব জায়ন্তে খল্বিমানি ভূতানি"। বিশ্বসৃষ্টিও পরাশক্তির আনন্দপ্রস্রবণ; জগদানন্দ তাঁহারই আনন্দ)।

'অ'—অনুত্তর অকুলস্বরূপ, 'ক্ষ' কলায় বিশ্বসৃষ্টির পূর্ণবিশ্রান্তি।

'হ' কলা—বিশ্বপ্রসরণে শক্তির স্ফারণ বা বিকাশ।

['কুল'কে শক্তি বলা হয়, যে শক্তিতে সমগ্র বিশ্ব প্রকটিত হয়; 'অকুল' শিবেরই নামান্তর। সুতরাং 'অ'কার মন্ত্রচক্রের শিবপর্যায়] 'অ'কার ও 'হ'কার সম্পুটীকৃত হইয়া একত্রে অন্তে বিন্দুতেই পর্যবসিত হয়। তাহাতে অ+হ্+ং=অহংই নিখিল বিশ্ব, তাহাই প্রতিপাদিত হয়। ঘনীভূত শক্তি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়, সে অবস্থায় কোনও স্ফুরণ বা বিকাশ নাই। চিতিশক্তি যখন চিদ্ঘন অবস্থায় থাকেন, তখন কোনও কিছুই প্রপঞ্চিত, নামরূপে ব্যাকৃত থাকে না। 'অ'=শিব, 'হ'=শক্তি, শক্তিস্ফারেই প্রপঞ্চ। শিব (অ) কদাপি বিভক্ত হন না, অবিভাগে সংবেদনাত্মক বিন্দুরূপেই, অনুত্তর অবস্থাতেই বর্তমান থাকেন। (পরমার্থ সৎ—অদ্বৈত-বেদান্তের সংজ্ঞায়)।

ইহাতে সম্যক্ উপলব্ধি হয়, স্বাভাবিক বিমর্শ যাহা, তাহা শব্দরাশিস্বরূপই। এ বিষয়ে উৎপলাচার্যের উক্তি এইরূপ:—"প্রকাশের আত্মবিশ্রান্তিই 'অহংভাব', অন্যনিরপেক্ষ ভাবে সকল নিরোধেই এই বিশ্রান্তি এবং বস্তুতঃ তাহাই স্বাতন্ত্র্য-শক্তি, কর্তৃত্ব এবং মুখ্যতঃ ঈশ্বরতাও"।

এই অহংভাব বা অহন্তাই সকল মন্ত্রের (বর্ণমালার বা মাতৃকা-চক্রের) উদয় ও বিশ্রান্তির স্থান। এই 'অহন্তা'-বললাভে বাক্য ও

তাহার অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহাই মহতী বীর্যভূমি সন্দেহ নাই। স্পন্দকারিকায় তাহাই শ্লোকে বলা হইয়াছে "এই বল বা শক্তিকে আক্রমণ বা আশ্রয় করিয়াই মন্ত্র এবং মন্ত্রগুলিও শিবধর্মী।" শিবসূত্রেও (দ্বিতীয় উন্মেষ ২২শ সূত্রে) বলা হইয়াছে: "এই পরমপ্রকাশরূপ মহাহ্রদে অনুসন্ধানে বা তাঁহাতেই তাদাত্ম্যে, মন্ত্রবীর্যের অপরোক্ষ অনুভূতি হয়।" এই মহাহ্রদে অনুসন্ধানের ফলেই মহামন্ত্রবীর্যাত্মিকা পূর্ণাহন্তায় আবেশ—দেহ-সুখ-নীলাদির নিমজ্জনে, সেই পরমপদ দৃঢ়ভাবে অবলম্বনেই, তাহা সম্ভব হয়। তখন যাহা কিছুই অনুভূত হয়, প্রমিত হয় বা স্মরণে জাগরূক হয়, সঙ্কল্প অধ্যবসায় সব কিছুই শক্তির লীলারূপেই প্রকট হয়। তাহা স্ফুরিত না হইলে কোনও কিছুরই স্ফুরণ হয় না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চিতিশক্তিই তাঁর মায়াশক্তির প্রভাবে অবভাসিত দেহ-নীল-পীতাদির উপরাগে অভিমানী। মায়াপ্রমাতা (অণু বা পশু) অভিমানবশে যাহা কিছু মনে করে সকলই ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবাপন্ন প্রমেয়রাশি এবং তাহা ভ্রান্তি ব্যতীত কিছুই নহে। ('ইতর' দর্শন করে মায়াচ্ছন্ন জীব)। বস্তুতঃ সকলই একা অদ্বিতীয়া চিতিশক্তি। সেগুলি যদি বাস্তবিকই হইত, মহেশ্বরও দেশকালবস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইতেন। কিন্তু তিনি ত কদাপি অবচ্ছিন্ন নহেন। (ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞায় তাহাই বলা হইয়াছে—তিনি অক্রম, অনন্ত, চিদ্রূপ)।

বিভুর মায়াশক্তি প্রভাবেই ভিন্নতা সংবেদিত হয়, সেকারণে শক্তিকেও কখনও কখনও জ্ঞান, কখনও সঙ্কল্প, সত্যকাম, সত্য, অধ্যবসায় ইত্যাদি দ্বারা অভিহিত করা হয়। সকল দশাতেই চিতিশক্তি একা। তাঁহাতে অনুপ্রবেশ ও দৃঢ় আশ্রয় অবলম্বন করিলে, সে আবেশের ফলে ইন্দ্রিয়গ্রামের যথাক্রমে উন্মীলন ও নিমীলনেই, সব কিছু সেখানে সর্বময়ই হইয়া যায়; (সেই সহজ

সংবিৎ দেবতা-চক্র, যদ্দ্বারা সর্বদা সৃষ্টি ও সংহার সংঘটন হইতেছে); মায়ার উর্ধ্বে অন্তঃকরণ ও বহিষ্করণের কিরণপুঞ্জে উপনীত হওয়া যায়। তাহাই যোগীর ঈশ্বরতা—সাম্রাজ্যপ্রাপ্তি বা পরভৈরবতাপ্রাপ্তি। স্পন্দকারিকায়, "পূর্ণাহন্তারূপ স্পন্দতত্ত্বে সূক্ষ্ম শরীরসমূহ একত্র দৃঢ় সংরূঢ় হইলেই, (সেই তত্ত্বেই সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি ও বিলয় বলা বাহুল্য), প্রকৃত ভোক্তৃতা এবং করণচক্রের ঈশ্বরত্ব অর্জিত হয়। ["একত্র" যাহা কারিকায় বলা হইয়াছে, তাহা চিতিশক্তির সামান্য স্পন্দনেই ; 'তস্য'=পুর্যষ্টক বা সূক্ষ্ম-শরীরের। 'একত্র' অর্থে স্থূল শরীর ও সূক্ষ্মশরীর একত্রে বুঝিতে হইবে না, যদিও স্পন্দকারিকার 'বিবরণে' সেইরূপ বুঝান হইয়াছে]।

ক্ষেমরাজও স্তবে বলিয়াছেন "চিতি করণচক্রের অধীশ্বর এবং তাহা হইতে স্বতন্ত্র ; দেবতাচক্র দ্বারা পরিসেবিত চিতির জয় হউক"। সংবিত্তিদেবতা-চক্র অর্থে যখন যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাম চিন্ময় হইয়া যায়। (পাতঞ্জলে, প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেকে প্রকৃতিসন্ততি চিত্ত স্বতন্ত্র একাকী পড়িয়া থাকে ; শৈবাগমে চিত্তও চিন্ময় হইয়া যায়)। সূত্রে যে 'ইতি' শব্দ, তাহা উপসংহার অর্থে প্রযুক্ত। 'শিবম্'— প্রত্যভিজ্ঞাপ্রকরণে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সকলই শিব, কেন না তাহা শিব হইতেই নিঃসৃত, শিবপ্রাপ্তির হেতু এবং শিবস্বরূপ হইতে অভিন্ন। প্রতিক্ষণ জীব দেহ-প্রাণ-সুখাদির দ্বারা বদ্ধ ; স্বকীয় চিতিশক্তি প্রত্যভিজ্ঞাত হয় না। যখন উপদেশে জ্ঞাত হইতে পারে, সে চিতিশক্তি পূর্ণানন্দঘনা মাহেশ্বরী এবং এই নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানসমুদ্রে ফেনপিণ্ডবৎ, ("বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ" গীতা ১০।৪২), তখন সে শিবই হইয়া যায়।

যাঁহারা শাঙ্করশক্তিপাতে ধন্য অথচ অনভ্যাসহেতু তীক্ষ্ণ তর্কে অপটু এবং ফলতঃ ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা অবগত হইতে পারেন না, তাঁহাদের উদ্দেশেই, এই তত্ত্বোপদেশ প্রদত্ত হইল ॥

প্রত্যভিজ্ঞারহস্য সমাপ্ত হইল ॥

এই গ্রন্থ শ্রীমন্ মাহেশ্বরাচার্যবর্য শ্রীমৎ অভিনবগুপ্তপাদ-পদ্মোপজীবী শ্রীমান্ রাজানক ক্ষেমরাজের কৃতি ॥

শুভমস্তু ॥

পাদটীকা

(১) সদাশিব হইতে ভুমি পর্যন্ত—এই শাস্ত্রে ছত্রিশটি (৩৬) তত্ত্ব আছে। তত্ত্বগুলি শুদ্ধ অধ্বা বা মার্গ এবং অশুদ্ধ অধ্বাভেদে দ্বিধা বিভক্ত। সকল তত্ত্বই পরম শিবের অবরোহ কারণে। বিকাশ বা প্রকটিত হইবার পূর্বে, দুইটি তত্ত্ব (১) চিৎ বা প্রকাশস্বরূপ শিবতত্ত্ব এবং (২) তাঁহা হইতে অভিন্ন শক্তি (আনন্দেরই প্রামুখ্য)। শুদ্ধ অধ্বায় প্রথম তত্ত্ব—সদাশিব। তাহাতে 'অহন্তা' বা অহংভাবেরই প্রাধান্য। (এই অহন্তা পাতঞ্জলোক্ত প্রাকৃত অহন্তা বা অহঙ্কার নহে)। 'ইদন্তা' বা ইদংভাব নিতান্তই গৌণ সদাশিব তত্ত্বে এবং বিশ্ব তখনও পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত নহে। এ তত্ত্বে অধিষ্ঠাতা—সদাশিব ভট্টারক, প্রমাতা মন্ত্রমহেশ্বর। দ্বিতীয় তত্ত্বে অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর-ভট্টারক, প্রমাতা মন্ত্রেশ্বর। ইদন্তা ও অহন্তার সামানাধিকরণ্য। তৃতীয় তত্ত্ব—বিদ্যা বা শুদ্ধবিদ্যা, এই নিখিল বিশ্ব প্রমেয় ; কিন্তু উপলব্ধি থাকে বিশ্ব আমিই বা অহং। এই পাঁচতত্ত্বে প্রমেয়, দৃশ্য বা বাচ্য, তাহা বাচক, দ্রষ্টা বা প্রমাতা হইতে ভিন্নরূপে বেদিত হয় না। অশুদ্ধ মার্গে—মায়া আত্মাকে আবৃত করে। তাহার পঞ্চ কঞ্চুক জীবরূপী অণুকে কঞ্চুকবৎ আচ্ছাদিত করে। তন্মধ্যে কলা—সর্ব কর্তৃত্বকে পরিচ্ছিন্ন করিয়া কিঞ্চিৎকর্তৃত্বে পর্য্যবসিত করে।

বিদ্যা—কিঞ্চিৎজ্ঞত্ব প্রদান করিয়া পরিচ্ছিন্ন করে।

রাগ—বাসনা দ্বারা জীবকে রঞ্জিত করে, 'আমার ইহা হউক' 'আমি ভোগ করিব'।

কাল-কঞ্চুকের পরিচ্ছেদ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানকাল দ্বারা। ?

নিয়তি-কঞ্চুকে দেশপরিচ্ছিন্নতা ঘটে। ?

পরিচ্ছিন্ন প্রমাতা বা জীবকে 'পুরুষ' বলা হয়।

বুদ্ধি হইতে পঞ্চ মহাভূত পর্যন্ত (সাংখ্যোক্ততত্ত্বগুলির) সকলের জনয়িত্রী প্রকৃতি।

(২) বিমর্শ—শৈবাগমে সর্বাধিক প্রচলিত পারিভাষিক শব্দ। পরমশিব যে শুধু প্রকাশ তাহাই নহে, নিজেকেও নিজে জানেন এবং প্রকাশ করেন,

এই আত্মাবমর্শকে বিমর্শ বলা হয়। বিমর্শকারণে সৃষ্টি সংঘটিত হয়; স্থিতি ও সংহার সেই কারণেই। ক্ষেমরাজের "পরাপ্রবেশিকায়" 'ইহ খলু পরমেশ্বরঃ পরমাত্মা; প্রকাশশ্চ বিমর্শস্বভাবঃ। বিমর্শো নাম বিশ্বকারেণ, বিশ্বপ্রকাশনেন, বিশ্বসংহারেণ চ অকৃত্রিমং ইতি বিস্ফুরণম্'। ময়ূরপুচ্ছ যেমন ময়ূরাণ্ডে অন্তর্নিহিত বা বটবৃক্ষ বীজে, তেমনই সমগ্র বিশ্ব তাঁহারই গর্ভে। বিমর্শ এই উন্মীলন মাত্র।

(৩) শিবভট্টারক—পরমশিব। মহত্ত্ব ও গৌরবে ভট্টারক—বিশেষণ সংস্কৃত সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ।

(৪) সমাবেশ—সম্যক আবেশ অর্থাৎ প্রবেশ বা তাদাত্ম্যলাভ; পরমশিবের সহিত একাত্মভাবে মিলিত মিশ্রিত হওয়া। তদ্রূপতা, নিমজ্জন, শক্তির সহিত অবিভাগে অবস্থান ইত্যাদি প্রতিশব্দ। শ্রীঅভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোকে—"আবেশশ্চাস্বতন্ত্রস্য স্বতদ্রূপনিমজ্জনাৎ। পরতদ্রূপতা শম্ভোরাদ্যাশক্ত্যবিভাগিনঃ"॥ ইতি।

(৫) গ্রাহ্য ও গ্রাহক—Object and Subject, বৈন্দবীকলায় বলা হইয়াছে, পরাশক্তি চিতি নিজেই নিজেকে জানেন, প্রমাতা অবস্থায় প্রমেয়, দৃশ্য, বাচ্য বা গ্রাহ্য বিষয়ের তিনি গ্রাহক সাজেন।

(৬) বিজ্ঞানাকল—মায়ার উর্ধ্বে কিন্তু শুদ্ধবিদ্যার নিম্নের অবস্থায় প্রমাতা। এ অবস্থা কর্তৃত্বশূন্য; শুদ্ধজ্ঞানাকার; তিনি উপলব্ধি করেন 'প্রলয়াকল' ও 'স'কল-প্রমাতৃগণকে। (সাংখ্যের মুক্তপুরুষের সহিত তুলনীয়)।

(৭) প্রলয়াকল—এবম্বিধ প্রমাতার অহন্তা বা ইদন্তা কোনটিরই উপলব্ধি থাকে না, যেন শূন্যে অবস্থিতি করেন এবং শূন্যজ্ঞানই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

(৮) স-কল দেবযোনিও জীবাত্মা (সাংখ্যোক্তপুরুষনিচয়)। আত্মজ্ঞান বিবর্জিত হওয়াতে শুধু ভিন্নতা, বৈচিত্র্য, নানাত্ব দর্শন করেন। ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে জীবের যে অবস্থা।

(৯) অনাশ্রিত শিবপর্য্যায়—ইহা কোনও তত্ত্ব নহে, অবস্থাবিশেষ। শক্তিতত্ত্বের নিম্নে, যখন শক্তি শিবকে আবৃত করিতে চাহেন এবং বিশ্ব প্রকটিত করিতে চাহেন না, ফলে এই অবস্থা দেখা দেয়।

(১০) অখ্যাতি—অজ্ঞানাবস্থা বা জ্ঞানের অভাব। যদি অখ্যাতির অনুভূতিই না হয়, জ্ঞান বা খ্যাতিই অবশিষ্ট থাকে। এমত অখ্যাতিও যদি 'খ্যাতি বলিয়া গণিত হয়, তাহা হইলে খ্যাতি বা জ্ঞানের অভাব কদাপি হয় না।

(১১) ত্রিশিরোমতে—ভগবান ভৈরবের তিনটি শির—পর, পরাপর ও অপর। 'পর' অবস্থায় শিব ও শক্তিতে কোনও ভেদ নাই; 'পরাপরে' পৃথক হইলেও ঐক্য বর্তমান থাকে (ভেদাভেদাবস্থা); 'অপরে'—ভেদ পরিস্ফুট।

(১২) বিদ্যাপ্রমাতা—'বিদ্যা' তত্ত্বে তিনটি প্রমাতা—মন্ত্র, মন্ত্রেশ্বর, মন্ত্রমহেশ্বর।

(১৩) মলাবৃত অনুপ্রমাতার তিনপ্রকার মল।

আণবমলের কারণে ক্ষুদ্রত্বে পর্যবসিত পরপ্রমাতা নিজেকে অপূর্ণ মনে করেন; শিব হইতে পৃথক্ মনে করেন, আত্মবিস্মৃতির অবস্থা।

মায়ীয় মলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন শরীরী জীব এমন অনুভব হয়। মায়াপ্রভাবে কার্মমলে, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা কৃত কর্মের বা কর্মগুলির বাসনার সংস্কারে, যোনি হইতে যোন্যন্তরে গতি হয়।

(১৪) বিজ্ঞানাকল প্রমাতার শুধু আণবমলই থাকে, প্রলয়াকলের আণব ও মায়ীয়, স-কল প্রমাতা ত্রিবিধমলেই আবৃত।

(১৫) পুর্য্যষ্টক বা সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীর (পঞ্চতন্মাত্রা, মনঃ, বুদ্ধি ও অহঙ্কার দ্বারা গঠিত)।

(১৬) পঞ্চকঞ্চুক—পরিশিষ্ট (১) তে বর্ণিত হইয়াছে যথাক্রমে কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল ও নিয়তি। আচ্ছাদিত করিয়া পরিচ্ছিন্ন করে।

(১৭) পশ্যন্তী—বৈয়াকরণদর্শনে শব্দব্রহ্মই পরমতত্ত্ব। তাঁহারা 'পশ্যন্তী' অবস্থাকেই ব্রহ্মের পরমপদ মনে করেন। শৈবাগমে পরাবাক্ই পরাশক্তি। পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরীক্রমে স্থূল বাকে অবরোহন করেন।

(১৮) শক্তিপাত—অনুগ্রহশক্তির অহৈতুকীকৃপায় ক্ষণমধ্যেই মুক্তি হয়, তিনি স্বাত্মসাৎ করেন।

(১৯) বিদ্যারাগে রঞ্জিত—এই বিদ্যা অশুদ্ধবিদ্যা, কঞ্চুকবিশেষ।

(২০) মহামন্ত্র—পবিত্রবাক্য উচ্চারণে বা ধ্যানে সাক্ষাৎ ফল প্রসূত হয় অর্থাৎ মন্ত্র মুক্তিদ হয়।

(২১) অ-ক্ষ বর্ণমালা (মাতৃকাচক্র)। বর্ণগুলি বিভিন্ন শক্তির প্রতীক।

(২২-২৫) খেচরী, গোচরী, দিক্‌চরী ও ভূচরী শক্তিগুলি বামেশ্বরী শক্তিরই অবান্তরভেদ। পশু বা জীব এই শক্তিগুলির প্রভাবে চক্রে আবদ্ধ হয়। তন্মধ্যে খেচরীচক্রে পরিচ্ছিন্ন প্রমাতৃত্ব হয়, কঞ্চুকাচ্ছাদনে। গোচরীচক্রে বদ্ধপ্রমাতা অন্তঃকরণ (মনঃ বুদ্ধি অহঙ্কার) ভেদ-নিশ্চয়ে অভিমানী হইয়া বিকল্প দর্শন করে। দিক্‌চরীচক্রে আবদ্ধ হইয়া, বহিরিন্দ্রিয়গুলিও ভেদই পর্যবেক্ষণ করে। ভূচরীচক্রের প্রভাবে প্রমেয় রাশি ব্যবচ্ছিন্নরূপেই অবভাসিত হয়।

(২৬) বায়ুধারা—জীবন সম্ভব হয় বায়ুর কারণে, সে বায়ুকে সামান্যতঃ প্রাণ বলা হয়। কিন্তু আর্যদর্শনে পঞ্চপ্রাণ বিভক্ত—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। উর্ধ্বে গমন করে প্রাণবায়ু, অধোগামী মলদ্বার পর্যন্ত অপানের গতি, সমানবায়ু আহার্য পানীয় সমীকরণে শরীরাংশে পরিণত করায়। শৈবাগমে ব্যান ও উদানবায়ুকে না বলিয়া ব্যানশক্তি ও উদানশক্তি বলা হইয়াছে। ব্যানশক্তি নিখিল বিশ্বে ব্যাপ্ত ও দেহপিণ্ডে সর্বত্র প্রসারিত, কুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রত করিয়া তুরীয়াতীত অবস্থায় উপনীত করায়। উদানশক্তি উর্ধ্বপ্রসারিত, যখন প্রাণ ও অপানের বাহচ্ছেদ হয়, (১৮শ সূত্র) তখন মধ্যধাম বা সুষুম্না মার্গে তুরীয় অবস্থা উপস্থাপিত করে।

(২৭) মধ্যধাম বা ব্রহ্মনাড়ী বা সুষুম্না—এই মধ্যস্থিতা নাড়ীর বামে ও দক্ষিণে ইড়া ও পিঙ্গলা প্রবাহিত। ইড়ামধ্যে প্রাণ ও পিঙ্গলায় অপান বিচরণ করে। প্রাণ ও অপান সম হইলে '(প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা)' সুষুম্না উন্মুক্ত হয় এবং তন্মধ্যে উদান স্রোত তুর্যাবস্থায় আনয়ন করে।

(২৮) তুর্যাতীত বা তুরীয়াতীত অবস্থা—জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তির উর্ধ্বে চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থা। (মাণ্ডুক্য উপনিষৎ)। তুরীয়ের উর্ধ্বে তুর্যাতীত অবস্থা। বেদান্তে ইহার আলোচনা নাই, কেন না এই আনন্দঘন অবস্থায় নিখিল বিশ্ব

স্বীয় অঙ্গ বলিয়াই প্রতীত হয়। শাঙ্কর বেদান্তে বিশ্বের সত্তা মিথ্যা গণিত হয়।

(২৯) চিত্ত—এখানে অণুর পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান, পক্ষান্তরে চিতি পারমার্থিক বিশ্বজনীন প্রকাশশক্তি।

(৩০-৩১) ব্রহ্মরন্ধ্র, অধোবক্ত্র। চক্রবৎ প্রাণময় কোষে ছয়টি চক্র আছে। প্রাণ বা জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিয়া, সর্বদেহে চক্রগুলি, সঞ্চারিত করে। মূলাধার বা গুহ্যদেশে, নিম্নে, অধোবক্ত্র বা মেঢ্রকন্দ, যোনিদেশের ঊর্ধ্বে স্বাধিষ্ঠান, নাভিদেশে মণিপুর, হৃৎপদ্মে—অনাহত, গলদেশের নিম্নে—বিশুদ্ধচক্র এবং শিরোদেশের—ঊর্ধ্বস্থানে ব্রহ্মরন্ধ্র বা সহস্রার।

(৩২-৩৩) মুদ্রা, বন্ধ। যৌগিক প্রক্রিয়াসমূহ (হঠযোগপ্রদীপিকায়, ঘেরণ্ডসংহিতায় বর্ণিত)।

৩৪ নিত্যোদিতস্থিতি—স্বাত্মচমৎকারের দুইটি স্থিতি আছে—শান্তোদিত এবং নিত্যোদিত। শান্তোদিত স্থিতিতে কখনও কখনও আত্মসাক্ষাৎকার কুয়াসাচ্ছন্নবৎ ব্যাহত হয়; কিন্তু দ্বিতীয়াবস্থায় সমাধির ব্যত্যয় হয় না।

(৩৫) ঊর্ধ্বকুণ্ডলিনী জাগ্রত হন যখন প্রাণ ও অপান সুষুম্নায় প্রবেশ করে। কুণ্ডলিনী সুপ্তা শক্তি; মূলাধারে বলয়াকারে অবস্থিতি করে। সুষুম্না-মার্গে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া অগ্রসর হয়—ইহাই কুণ্ডলিনীর উত্থান বা মধ্যশক্তির বিকাশ। গ্রন্থে ক্ষেমরাজ ইহাকেই 'বিষ' বলিয়াছেন।

(৩৬) অধঃকুণ্ডলিনী মূলাধার অভিমুখে গমন করে; তাহাতে ভগবৎরাজ্যে গতি হয় না। ক্ষেমরাজ তাহাই সঙ্কোচ বা বহ্নি বলিয়া বর্ণনা করিলেন।

বহ্নিতে (অধঃকুণ্ডলিনী) প্রাণবায়ু প্রবেশকে সঙ্কোচ বলা হয়, অপান বায়ুর গতি ঊর্ধ্ব কুণ্ডলিনীর প্রান্ত পর্য্যন্তই।

(৩৭) পরা ভট্টারিকা—বিমর্শরূপিণী। ইহাও পর, পরাপর ও অপর ভেদে ত্রিবিধ বলা যায়। পরমশিবের বিমর্শ—সম্পূর্ণ অভেদব্যঞ্জক, তাহাই পরবিমর্শ; অণু বা জীবের বিমর্শ ভেদ সূচনা করে, তাহা অপর; শক্তির বিমর্শ পরাপর বা ভেদাভেদ ব্যক্ত করে।

(৩৮) **কালাগ্নি হইতে চরমকলা পর্যন্ত**—কালাগ্নি বিকাশের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থিত ; তথা হইতে সর্বোচ্চতম বিকাশ বা প্রাকট্যের অবস্থাই চরমকলা। এক কথায় নিখিল বিশ্বসৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে পূর্ণ বিকশিত অবস্থা সকল স্তরেই।

(৩৯) **চমৎকারময়**—চমৎকার অর্থ আত্মবোধের আনন্দ, তাহা প্রকাশের সহিত তাদাত্ম্যে সঞ্জাত হয়।